প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে রুতবা ইয়াসমিন চাঁদে পা রাখতে যাচ্ছেন!
পৃষ্ঠা ২২

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 12 June 2025, 9th Year, Issue 430, 40 Pages

নিউইয়র্কে সেরাদের সেরা বাঙালি কন্যা জেকে অরণী
পৃষ্ঠা ২৩

বৃহস্পতিবার, ১২ জুন ২০২৫, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১৬ জিলহজ ১৪৪৬, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৩০, পৃষ্ঠা ৪০

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি

নিউইয়র্কে বিক্ষোভ, গ্রেপ্তার ৮৬

উত্তর আমেরিকা অফিস

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অবস্থানের প্রতিবাদে নিউইয়র্কের লোয়ার ম্যানহাটনে কয়েক হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফোলি স্কয়ারে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ পরে মিছিল আকারে ট্রাইবেকা অতিক্রম করে ফেডারেল ইমিগ্রেশন আদালতের দিকে অগ্রসর হয়। পুলিশ জানায়, বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ৮৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৪ জনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ দায়ের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অবস্থানের প্রতিবাদে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মানুষের বিরুদ্ধে পুলিশের আটক অভিযান। মঙ্গলবার নিউইয়র্কের লোয়ার ম্যানহাটনে।

দেশের নিরাপত্তায় আ.লীগের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে

লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা বুধবার লন্ডনে থিঙ্কট্যাংক চ্যাথাম হাউসে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়নি উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, দেশের নিরাপত্তা, দেশের রাজনীতির নিরাপত্তার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

চ্যাথাম হাউসের পরিচালক ব্রনওয়েন ম্যাডক্সের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস

শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে তার ছেলে জয় ভারতে

বিবিসি বাংলা

সজীব ওয়াজেদ

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে ভারতে রয়েছেন তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর একাধিক সূত্র ও দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একাধিক শীর্ষ নেতা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, ৬ জুন সজীব ওয়াজেদ জয় ভারতে আসেন। তার পরদিনই ছিল পবিত্র ঈদুল আজহা। মায়ের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নথিপত্রহীন ইমিগ্র্যান্টদের প্রতি প্রতারণার ফাঁদ

‘ভার্চুয়াল কোর্ট’ প্রতারণা

নথিপত্রহীন অভিবাসীদের বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সহজ শিকারে পরিণত করছে অসংখ্য ভার্চুয়াল প্রতারক।

- প্রতারকরা ফেসবুক, টিকটক, হোয়াটসঅ্যাপসহ সামাজিক মাধ্যমে নির্দিষ্ট অভিবাসন গোষ্ঠী বা ভাষাভাষী মানুষদের টার্গেট করে।
- অভিবাসীদের মূল মামলার ভবিষ্যতও হুমকির মুখে পড়ছে।
- সাম্প্রতিক তদন্তে দেখা গেছে, প্রতারকরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই কাজটি করছে। অভিবাসীদের মূল মামলার ভবিষ্যতও হুমকির মুখে পড়ছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

নথিপত্রহীন অভিবাসীদের জন্য আমেরিকার মাটি যেমন স্বপ্নের জায়গা, তেমনি এটি একটি দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পথ। রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রশাসনিক জটিলতা এবং কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন আতঙ্কে দিন কাটান। বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী অবস্থানের পর থেকে অভিবাসীদের এই ভয় আরও প্রবল হয়েছে। এই আতঙ্ক আর

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

যোহরান মামদানীর স্বপ্নযাত্রা

নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র হতে পারবেন?

ইব্রাহীম চৌধুরী

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য যোহরান মামদানী। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী। ইতিহাসে প্রথম একজন মুসলমান নিউইয়র্ক সিটিতে মেয়র প্রার্থী হয়েছেন। সামাজিকভাবে ধর্ম পরিচয় আমেরিকায় কখনো বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু রাজনীতিতে এ পরিচয় এড়ানোর সুযোগ নেই। নামে মুসলমান হলেই এ পরিচয় তাড়া করে। এটিই হয়ে ওঠে পরিচয়—রাজনীতিতে, সামাজিকতায়।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যোহরান মামদানী

CDPAP Transition
Community Outreach Partner
• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish
+1 347 571 1804

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

‘তাণ্ডব’ আসছে নিউইয়র্কে

ফরিদা ইয়াসমীন

উত্তর আমেরিকার বাংলা সিনেমা দর্শকদের জন্য সুখবর। বায়োস্কোপ ফিল্ম তাদের ৫০তম বাংলা সিনেমা হিসেবে নিয়ে আসছে বহুল আলোচিত ছবি ‘তাণ্ডব’। রায়হান রাফির পরিচালনায় নির্মিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুপারস্টার শাকিব খান।

নিউইয়র্কের জ্যামাইকার কিউ গার্ডেন সিনেমা হলে ১৩ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত চলবে ছবির প্রদর্শনী। প্রতিদিন তিনটি শো হবে—দুপুর ১:৩০, বিকাল এবং রাত ৮টায়। এ উপলক্ষে গত ১১ জুন (বুধবার) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন বায়োস্কোপ ফিল্মের কর্ণধার রাজ হামিদ এবং নওশাবা রুবনা রশীদ। অসুস্থতার কারণে রাজ হামিদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যুক্ত ছিলেন।

শামীম আল আমিনের সঞ্চালনায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নওশাবা রুবনা রশীদ, তানভীর তারেক, পিয়াল হোসেন, ফারজানা রহমানসহ আরও অনেকে।

সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নওশাবা বলেন, এটা নিঃসন্দেহে বাংলা সিনেমার জন্য একটা মাইলফলক। ৫০তম ছবি হিসেবে 'তাণ্ডব' নিয়ে আসতে পারা আমাদের জন্য গর্বের। এক সময় আমেরিকায় বাংলা ছবি দেখানো ছিল স্বপ্ন। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

নিউইয়র্কে সিনেমা মুক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি নিউইয়র্কের মেয়ে। অনেক আগে এখানেই বসতি গড়েছিলাম। নিউইয়র্কে বাংলা সিনেমার দর্শক সবচেয়ে বেশি, তাই এখান থেকেই যাত্রা শুরু করি।

‘তাণ্ডব’ কোন ভারতীয় ছবির নকল নয়—এ কথা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলেন, শাকিব খান শাহরুখ খানের অনুকরণ করেননি। এই ছবির গল্প সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে উঠে এসেছে সমসাময়িক রাজনীতি আর পরিবর্তিত বিশ্বের প্রতিফলন।

অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে নওশাবা রুবনা রশীদ সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং সপরিবারে ‘তাণ্ডব’ দেখার আমন্ত্রণ জানান। কেক কেটে বায়োস্কোপ ফিল্মের ৫০তম সিনেমা মুক্তির এই আনন্দঘন মুহূর্ত উদযাপন করা হয়।

প্রসঙ্গত, ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় শাকিব খান ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, সিয়াম আহমেদ, আফরান নিশো, আফজাল হোসেন, সাবিলা নূর, রোজী সিদ্দিকী, ডা. এজাজ, এফএস নাঈম, ফজলুর রহমান বাবু, কাজী রাকায়েতসহ আরও অনেকে।

ইতিহাসে প্রথমবার বিধ্বস্ত হলো বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিমান নির্মাতা বোয়িংয়ের জন্য এটি আরেকটি বড় ধাক্কা। ভারতের জাতীয় বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিধ্বস্ত হয়েছে। এই মডেলের ইতিহাসে এটিই প্রথমবার কোনো ভয়াবহ দুর্ঘটনার ঘটনা।

১৪ বছর আগে বাজারে আনা হয় বোয়িং ৭৮৭, যা ‘ড্রিমলাইনার’ নামে বেশি পরিচিত। এটি বোয়িংয়ের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত মাঝারি থেকে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বিমান। মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে বোয়িং গর্ব করে ঘোষণা দিয়েছিল—বিশ্বজুড়ে ১ হাজার ১৭৫টিরও বেশি উড়োজাহাজ মিলিয়ে এখন পর্যন্ত পাঁচ কোটিরও বেশি ঘণ্টা উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে বোয়িং ৭৮৭ এবং একসঙ্গে ১০০ কোটির বেশি যাত্রী পরিবহন করে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছেছে।

তবে এই দুর্ঘটনা সেই অর্জনের ওপর বড় রকমের ধাক্কা। ৭৩৭ ম্যাক্স সিরিজের একাধিক প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার পর বোয়িং আগেই নানা জটিলতায় পড়েছিল। নতুন করে ৭৮৭ মডেলের এই দুর্ঘটনা কোম্পানির ওপর চাপ আরও বাড়াবে।

বোয়িং ৭৮৭ নিয়ে উড়োজাহাজশিল্পে এত দিন একটি নির্ভরতার ভাবমূর্তি ছিল। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই মডেলের দুর্ঘটনা একটি বিরল ঘটনা।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by: SCHEV, NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, ডিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

Do you want apply for a green card? Are you being deported?
Are you having credit card problems? Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed? Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAMZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ব প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিষ্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
এয়ার লাইন সমূহ
SAUDIA
QATAR
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

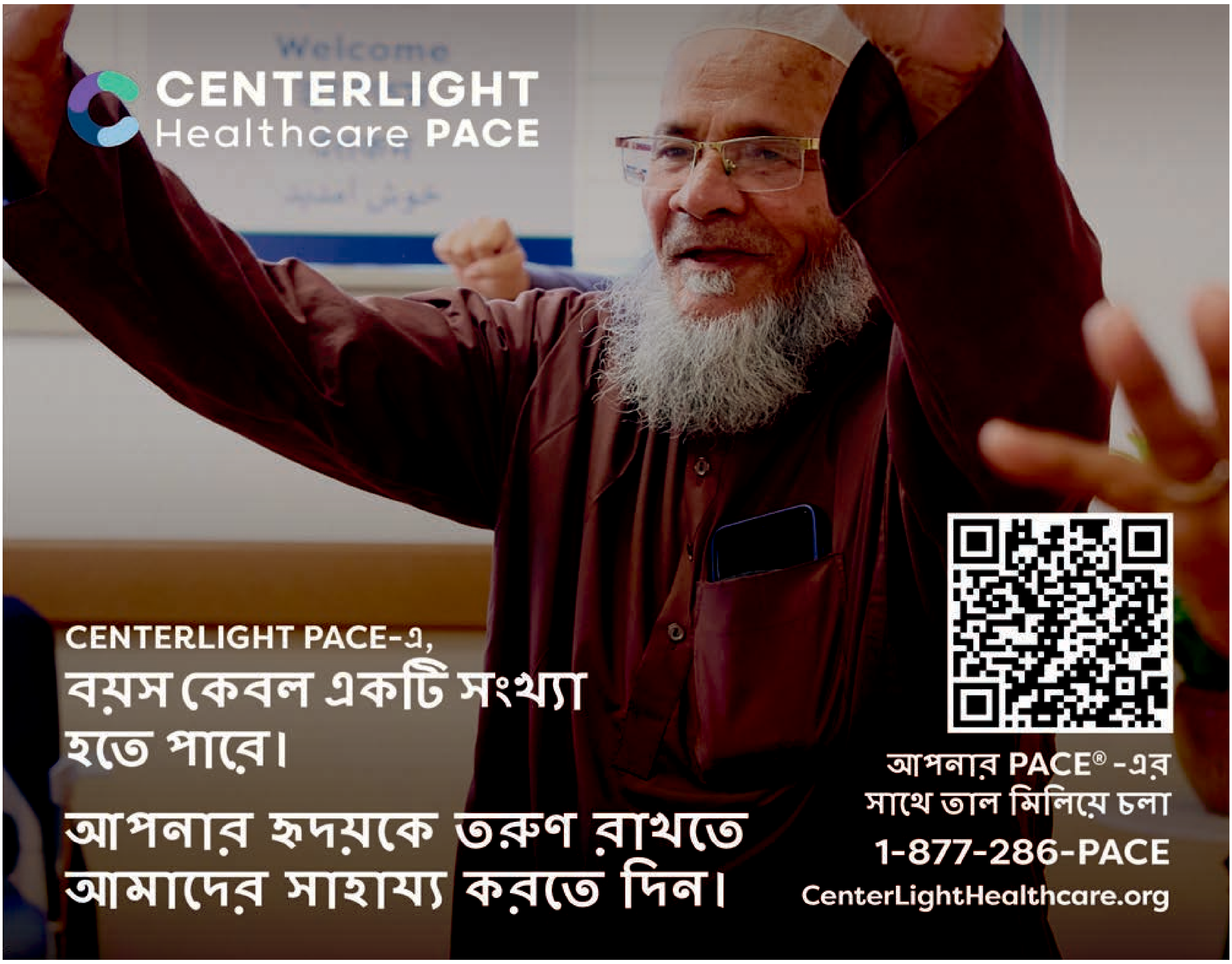
CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

Not-for-profit Tax Exempt under IRS Section 501(c)(4). EIN: 20-5160921
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইন্‌ক
CHURCH MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.
CHURCH MCDONALD 2005 BANGLADESH BUSINESS ASSOCIATION CMBBA
উদ্বোধন করবেন লায়ন ফজলুল কাদের
প্রতিষ্ঠাতা: ফজলুল কাদের ফাউন্ডেশন
15th Brooklyn Street Fair
McDonald Ave
(Bet. Church Ave & Ave C)
Sunday, June 22
নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলীন
পথ মেলা-২০২৫
GOLDEN AGE HOME CARE
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Ph: 718-775-7852
PERRY D. SILVER
Attorney at Law
Ph: 917-533-1033
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
KARNAFULLY TRAVEL INC
DESHBANGLA PHARMACY
CARING FRIEND DIRECT
NAZ PHARMACY
HAMZA AUTO REPAIR
Law Office Of Michael Gasi Esq. And Associates, P.C.
Fresh Food
Mohammad Sarwar
Alim Abdul
Ashiana
NY INSURANCE BROKERAGE
CareGiver Pro Home Care
QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
Mahfuzul Haque
Forhad CPA & Associates
FAHAD SOLAIMAN
CEO
Fauma
MHC
Gold Sponsor
CAREGIVER PRO
(718) 504-8054
122-01 Liberty Avenue
2nd Floor, Richmond Hill
NY 11419
Silver Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Empire Care Agency
NURUL AZIM
CEO
Ph: 516-451-3748
Mois Chowdhury, Esq.
917-282-9256
ALEGRA HOME CARE INC.
Maimonides Health
PROHEALTH HOMECARE
TDS Insurance Brokerage Corp.
118 Beverley Road Brooklyn, NY 11218
ETERNAL
Utshob Group
Reliable Home Care
TEL: 718-785-9700
1st AIDE
917-722-0901
Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare
র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ
আকর্ষনীয় পুরস্কার
Car Sponsor By: বিশিষ্ট সমাজ সেবক
আব্দুল কাদের মিয়া ও মো: জাফর উল্লাহ
CMBBA
সংগীত পরিবেশন করবেন
দেশী ও প্রবাসের শিল্পীবৃন্দ
Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914
Abul H Mohiuddin
Chief Co-ordinator
(917) 627-1051
স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন
আনোয়ারুল আজিম
646-261-4386
মইনুল আলম বাপ্পী
347-459-4538
মোহাম্মদ এল আলী
ম্যাগাজিন সম্পাদক
Mehedi Hasan Symon
Co-ordinator
(929) 331-3565
Anowarul Azim
Member Secretary
(646) 261-4386
Rafiqual Islam Patwary
President
917-217-5040
Moinul Alam Bappy
General Secretary
(347) 459-4538
ABDUR ROB CHOWDHURY (CHIEF ADVISOR, CMBBA)
NURUL AMIN (ADVISOR, CMBBA), ABUL HASHEM (ADVISOR, CMBBA)
JAHID MINTU (ADVISOR, CMBBA), NURUL AMIN (ADVISOR, CMBBA)
উপদেষ্টা: পথমেলা ২০২৫
সহযোগীতায়:
শাহ নেওয়াজ (প্রধান পৃষ্ঠপোষক), লুৎফুল করিম, শামসুদ্দিন আজাদ, ফিরোজ আলম, এস এম ফেরদৌস, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, জসীম ভূইয়া
Bangladeshi American Friendship Society of New York Inc.

সম্পাদকীয়

২৪ জুন নিউইয়র্ক সিটির প্রাইমারি নির্বাচন

নিউইয়র্ক সিটি এখন অদৃশ্য এক উত্তেজনায় টগবগ করছে। চারদিকে ঘুরে ফিরে একটাই আলোচনা—ভোট। কে জিতবে, কে হারবে, কে বদলে দেবে এলাকার চেহারা? কেউ বলছেন, “এইবার ওকে ভোট দেব না।” কেউ বলছেন, “এই ছেলেটা নতুন, ভালো কিছু করতে পারে।”

২৪ জুন—নিউইয়র্ক সিটির প্রাইমারি নির্বাচন। একজন নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের দিন। এই দিনই নির্ধারণ করতে পারে আমাদের রাস্তাঘাট, স্কুল, বাড়িভাড়া, নিরাপত্তা—সবকিছুর ভবিষ্যৎ।

নিউইয়র্কের বৈচিত্র্য যেমন, প্রার্থী তালিকাও তেমনই। অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের পাশাপাশি আছেন নতুন প্রজন্মের প্রগতিশীল তরুণরা। তাঁদের বক্তব্যে আছে ভিন্নতা, ক্ষোভ, আবার আশাবাদের ঝলক।

এই তালিকায় সবচেয়ে আলোচিত নাম যোহরান মামদানী। মুসলিম, ভারতীয় বংশোদ্ভূত, জন্ম উগান্ডায়। বর্তমানে কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়া থেকে নির্বাচিত স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য। এই প্রথমবার নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে এক মুসলিম প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ভাড়ার নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসী অধিকার, পুলিশ সংস্কারের মতো ইস্যুতে তাঁর অবস্থান তাঁকে তরুণদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে এমন এক প্রজন্ম, যারা চায় অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক নেতৃত্ব।

তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সহজ নয়। তাঁর বিপরীতে আছেন সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো—একজন অভিজ্ঞ, প্রভাবশালী রাজনীতিক, যাঁর পেছনে আছে শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামোর সমর্থন।

৪০০ বছরের মুসলিম উপস্থিতির ইতিহাস যেন এসে ঠেকেছে এই নির্বাচনের মোড়ে। ১৬৩৩ সালে অ্যান্টনি ভ্যান সালি ছিলেন ম্যানহাটনের প্রথম মুসলিম বাসিন্দা। আজ ২০২৫ সালে এসে আমরা ভাবছি—নিউইয়র্ক শহরের মেয়র কি হতে পারেন একজন মুসলিম?

এই প্রতিযোগিতার ভেতরেই আমাদের সামনে প্রশ্ন—আমরা কার পক্ষ নেব? কাকে চাই এই শহরের নেতৃত্বে?

নিউইয়র্কের মুসলিম সম্প্রদায় আজ একটি প্রভাবশালী শক্তি। প্রায় ৮ লাখ মুসলিমের বসবাস এখানে, যা শহরের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের মতো। বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, ইয়েমেনি, মিশরীয়, আফ্রো-আমেরিকান—সবাই মিলে গড়ে তুলেছে এক জীবন্ত ও সচল সমাজ।

জ্যাকসন হাইটস থেকে স্টেইনওয়ে, ক্যানারসি থেকে রিচমন্ড হিল—সবখানেই প্রার্থীদের পোস্টার, প্রচারণা, বিতর্ক। কখনো টিক্কা খেতে খেতে, কখনো মসজিদের বারান্দায় বসে এই আলোচনা।

৪০০ বছরের মুসলিম উপস্থিতির ইতিহাস যেন এসে ঠেকেছে এই নির্বাচনের মোড়ে। ১৬৩৩ সালে অ্যান্টনি ভ্যান সালি ছিলেন ম্যানহাটনের প্রথম মুসলিম বাসিন্দা। আজ ২০২৫ সালে এসে আমরা ভাবছি—নিউইয়র্ক শহরের মেয়র কি হতে পারেন একজন মুসলিম?

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের হাতেই। আপনার ভোটই নির্ধারণ করবে—এই শহর কে চালাবেন, কোন নীতিতে চলবে নিউইয়র্ক, কারা আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা করবেন।

চুপচাপ বসে থাকবেন না। ভোট দিন—আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী দিন। ভালো না লাগলে অন্তত খারাপটাকে ঠেকাতে দিন।

নিউইয়র্ক আমাদের শহর। এখানে যেমন আছে হালুয়া-রুটি, তেমনি আছে মতের পার্থক্য, নেতৃত্বের বিকল্প, আর আছে পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

২৪ জুন—চলুন, যাই ভোট দিতে।

যেন আগামী দিনে বলতে পারি—আমরাও এই শহরের পরিবর্তনে অংশ নিয়েছিলাম।

নির্বাচন নিয়ে ৬ মাসের টানাটানি

ড. মো. গোলাম রহমান

সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত কোনো কোনো শিরোনাম ও সংবাদ বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়তে চান পাঠক। আজকের পত্রিকায় ৩১ মে প্রকাশিত প্রধান শিরোনাম, ‘৬ মাসের টানাটানিতে ভোট’ শীর্ষক সংবাদটি সম্পর্কে আমাকে একজন সম্পাদক ফোন করে প্রশংসা করলেন। আমি বুঝতে পারলাম শিরোনামটি যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ভোট নিয়ে জনগণের আগ্রহ এবং ভোটে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দেশের মানুষের কাছে সব সময়ই ছিল এবং আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের ভোটের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য জনগণকে শুধু নিরুৎসাহিতই করেনি, বরং রাজনীতিবিমুখ হতে বাধ্য করেছে। উপরিউক্ত সংবাদটিতে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন মহলের ভাবনার প্রতিচ্ছবি উন্মোচিত হয়েছে। বিএনপি বলছে ভোট ডিসেম্বরের মধ্যেই হতে হবে; সরকার আশ্বস্ত করেছে জুনের পর এক দিনও না। এই দোলাচলে দেশের জনগণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে—কবে নাগাদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?

১০ মাস। যেকোনো হিসাবেই ১০ মাস খুব সংক্ষিপ্ত সময় নয়। একজন মা অনেক কষ্ট আর যত্ন দিয়ে জন্ম দেন তাঁর শিশুটিকে। এই বিশ্বে অনেক শিশুর মতো ১০ মাসে একটি শিশু জন্মলাভ করে। নতুন আলোর মুখ দেখে। নতুন প্রত্যাশায় জন্ম নেয় প্রতিটি শিশু। দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। যে শিরোনামের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তার মূল বিষয়টি হচ্ছে নির্বাচন।

‘মুহাম্মদ ইউনূসের পদত্যাগ নিয়ে আলোচনাসহ নানা ইস্যুতে সৃষ্ট অস্থির পরিস্থিতিতে গত মাসের মাঝামাঝিতে নড়েচড়ে বসে বিএনপিসহ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো। এ পরিস্থিতিতে ২৪ ও ২৫ মে বিএনপিসহ দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা। এসব বৈঠকে অধিকাংশ দলের পক্ষ থেকেই নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা দিতে প্রধান উপদেষ্টাকে আহ্বান জানানো হয়। বিএনপি নির্বাচনের রোডম্যাপ, জামায়াত সংস্কার ও নির্বাচন, এনসিপির পক্ষ থেকে বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ দেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে আহ্বান জানানো হয়।’ এই সংবাদ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সেই সম্পাদক। এইসব মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশের নির্বাচন সংশয়ের মুখোমুখি।

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সংশয় ও উদ্বেগের পেছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিন্ন মতামত রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল ও নিরপেক্ষতার প্রশ্নে দেখা যায়, ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়, ফলে বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা অনেকের কাছে নিরপেক্ষতার অভাব হিসেবে দেখা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হবে কি না, তা নিয়ে জনমনে গভীর সন্দেহ রয়েছে, পত্র-পত্রিকায় এসব মতামতের প্রকাশ ঘটেছে। দেখা যায়, বিগত নির্বাচনের বিতর্ক ও অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতাও একই কারণে। বিগত নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম। ভোট জালিয়াতি, পেশিশক্তির ব্যবহার এবং প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ প্রসঙ্গক্রমেই উত্থাপিত হয়েছে। তাতে করে নির্বাচন নিয়ে জনগণের আস্থা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক।

গত ২৮ মে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের আয়োজনে অনুষ্ঠিত তারুণ্যের সমাবেশে বলেন, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশের জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ একটি সরকার দ্রুত দেখতে চাই।’ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি তিনি জোর দাবি জানান যে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। তিনি নতুন প্রজন্মের ভাই-বোনদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আপনারা জাতীয় নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রস্তুতি নিতে শুরু করুন।’

এদিকে সুশীল সমাজও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। বর্তমান প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে তারা সন্দেহমুক্ত নয়। ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনীর আচরণ সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় করছে বলে তারা মনে করে। অনেকে মনে করেন, নির্বাচনের আগে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করা উচিত। ভোটারদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা যেমন জরুরি বিষয়, তেমনি রাজনৈতিক সহনশীলতা নিশ্চিত না হলে সুষ্ঠুভাবে জনমুখী নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জনমনে সংশয় ও উদ্বেগ বিরাজ করছে, তা বলাই বাহুল্য। আমরা জানি, সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রশাসনিক নিরপেক্ষতাও প্রয়োজন। নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে, তবে তাদের সিদ্ধান্তের ওপর সুষ্ঠু নির্বাচন যেন নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে।

নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের দোদুল্যমান মনোভাব এবং এর ফলে পরিলক্ষিত হচ্ছে সুস্পষ্ট নীতি-নির্দেশনার অভাব। সংস্কারের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিদ্যমান মতভিন্নতা এই সরকারকে আরও বেশি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলেছে বলে মনে হয়। কিংবা বলা যায়, কোনো কোনো রাজনৈতিক দল, এদের অনেককেই খুচরা দল হিসেবে মনে করে থাকে, তাদের সমর্থন এবং সামর্থ্য যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তারা এই সুযোগে উদ্দেশ্য হাসিলের রাজনীতি করছে। আমরা জানি, জনগণের সমর্থন ব্যতীত কোনো সরকার দেশ শাসনের অধিকার রাখে না। দেশে সংস্কারের যে স্লোগান শুরু হয়েছে, তাতে সময়ক্ষেপণের অভিযোগ হিসেবেও পরিগণিত হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে। সংস্কারের মূল বক্তব্য সম্পর্কে আমরা এখনো কোনো মহল থেকে তার সুস্পষ্ট রূপরেখা পাচ্ছি না।

দেশের উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনীতি, অবকাঠামো এবং সমাজ উন্নয়ন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ গুণগত পরিবর্তনই সংস্কার। অবশ্যই সংস্কার একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কতটুকু ধাবমান কিংবা তার গতিপথে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতিকার করতে পারাই সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। অতএব, সংস্কারের সূত্রপাত যেভাবেই হোক না কেন, তা গতিশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চালু থাকবে। নির্বাচিত সরকারই পারে জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সমাজ উন্নয়নের এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সংস্কারের অন্যতম দর্শন হতে পারে দেশ ও সমাজের স্বাভাবিক সময়ের দাবি এবং গণ-আন্দোলনে সৃষ্ট নতুন ধারার উন্নয়ন চিন্তা সমন্বয়ের মাধ্যমে এই সমাজ কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সংস্কার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে হেলাফেলা করা চলবে না। ‘আজ তরুণদের সুনামি হয়েছে, তাঁরা গণতন্ত্র ও নির্বাচনের বার্তা দিচ্ছেন। সংস্কারের কথা বলে নির্বাচনের রোডম্যাপ পেছানোর কোনো সুযোগ নেই।...এখন বলা হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে নাকি ঐকমত্য হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ঐকমত্য না হয়ে থাকলে সেটা করবে জনগণ। ভোট ও ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার সেই সংস্কার করবে।’

বিএনপিকে যমুনায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উল্লেখ করে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ অভিযোগ করেছেন, ‘আলোচনার কোনো কমতি নেই; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বরং সংস্কারের নামে তাঁদের কলা দেখানো হচ্ছে। ২ তারিখে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার আবার শুভ উদ্বোধন হবে। প্রথম পর্যায়ে আলোচনার একবার উদ্বোধন করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার উদ্বোধন করবেন, তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে আপনারা আবার এটা একত্র করবেন। এভাবে আপনারা আমাদের সংস্কারের কলা দেখাচ্ছেন!’ ডিসেম্বরের আগেই নির্বাচন দিতে হবে জানিয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘এটা জনগণের দাবি। ডিসেম্বরের পর নির্বাচন না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। ডিসেম্বরের পর নির্বাচনের জন্য একটি যুক্তি থাকলেও তা যেন সরকার প্রকাশ করে।’

বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। এ দেশের অর্থনীতি, সমাজ, উন্নয়ন—সবকিছুর সঙ্গে রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি গঠন ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তি বিশেষভাবে আগ্রহ দেখিয়েছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে এসব দেশের চাপ বিভিন্ন সময়ে লক্ষ করা গেছে। তবে আমাদের এই দেশ নিয়ে তাদের নিজস্ব ভূরাজনৈতিক স্বার্থও রয়েছে। এই আন্তর্জাতিক চাপ ও প্রভাব নির্বাচনী পরিবেশকে ক্রমেই আলোচনার বিষয় হিসেবে দেশে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জনগণের মতামত কিংবা রায় ব্যতীত দেশ শাসনের অধিকার কারও নেই। গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান এই যুক্তির কোনো বিকল্পও নেই। কারণ, অনির্বাচিত সরকার কোনো দেশেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে সেই দেশের স্থায়ী মঙ্গল করতে পারেনি। এই ধরনের প্রচেষ্টা যেকোনো দেশের জন্য অভিশাপ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। যত দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প আবিষ্কার না হয়, তত দিন আমাদের এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই চলতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দ ও মতামতকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো জাতির জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচনা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ক্ষমতায় গেলেই সাধারণত শাসকগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় বা বিশেষ উদ্দেশ্যে অন্ধ কিংবা বধির হয়ে যায়। তাদের শ্রবণ বা দর্শন ইন্দ্রিয় পুরোপুরি কাজ করে বলে মনে হয় না। তখন জনগণ অতি ক্ষুদ্র এবং বিরক্তিকর অপ্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে ওঠে। জনগণকে ভুলে থাকতে পারলে তাদের অনেক সুবিধা। জনগণ সত্যি কথা উচ্চারণ করলে কিংবা স্লোগান দিলে তাদের বড় কষ্ট হয়! নির্বোধ জনগণ কেন যে অহেতুক তাদের বিরক্ত করে, তা তারা বুঝতে পারে না! সেই বোধ ও শক্তি তাদের থাকে না। নানা আইনকানুনের আশ্রয়ে তারা জনগণের আন্দোলন, বিদ্রোহ দমন করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলের সমর্থনে ভোটে জয়লাভ করে জনগণের শাসন বহাল রাখার জন্য যে সরকার গঠিত হয়, তাদের নির্দিষ্ট সময় দেশের সেবা করার অধিকার প্রশংসার দাবি রাখে। নির্বাচন নিয়ে ছয়নয় করার কোনো সুযোগ ভোটার কিংবা জনগণ কাউকে দেয়নি। জনগণের সমর্থন ব্যতীত কোনো সরকার দেশের জন্য কল্যাণকামী কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, যুগে যুগে এটি প্রতীয়মান হয়েছে। আশা করি, আমাদের শিক্ষা ভুল হওয়ার নয়। আমরা জনগণের হয়ে তাঁদের সঙ্গে থাকি, তাঁদের নিয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচি।

যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং মজলুমের আর্তনাদ

কাকন রেজা

ড. ইউনূস যখন গত ৩০ এপ্রিল বললেন, ‘বর্তমান বাস্তবতায় যুদ্ধের প্রস্তুতি না নেয়াটা আত্মঘাতী’, তখন অতিবুদ্ধিজীবী কয়েকজন রীতিমত লম্ফ দিয়ে উঠলেন। রাজনীতিবিদদের কথা না হয় বাদই দিলাম, কারণ তারা ক্ষমতাবলয়ের বাইরে অন্য চিন্তা করার সক্ষমতা হারিয়েছেন। কিন্তু এখন অর্থাৎ যখন লিখছি তার থেকে দুদিন আগে গণমাধ্যমের শিরোনাম ছিল,’যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাজ্য-ঘোষণা দিলেন স্টারমার’। যারা ড. ইউনূসকে রীতিমত যুদ্ধবাজ, বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক বললেন, তারা স্টারমারকে কী বলবেন?

তবে কি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীও কোন বিদেশী শক্তির চর! যিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, বিশ্বে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার কথা। বললেন, যুদ্ধ প্রস্তুতির কোনো বিকল্প নেই। রাশিয়া ইউক্রেনের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন তিনি। শুধু প্রস্তুতির কথা বলেই শেষ করেননি স্টারমার পারমানবিক সাবমেরিনসহ অন্যান্য অস্ত্রের ক্ষেত্রে বিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন। যুক্তরাজ্যকে গণতন্ত্রের মডেল হিসেবে ধরা হয়, সেখানের প্রধানমন্ত্রীও কি তবে যুদ্ধবাজ?

আমাদের দেশ বরাবরই আগ্রাসনের শিকার। আর সেই আগ্রাসন শুধু ভূখণ্ডের দিক থেকেই নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সবদিক থেকেই। কাঁটাতারের বেড়া আমাদের ভূখণ্ডকে ঘিরে ফেলেছে। অন্যভাবে দেখতে গেলে আমাদের দেশটাকে কারাগার বানানোর প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক আগ্রাসন তো গত নির্বাচনগুলোতেই দেখেছি। সুজাতা সিংয়ের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ সেই আগ্রাসনের কথাই বলে। সামাজিক আগ্রাসন হলো, কদিন পরপরই ধর্মের নামে উন্মাদনা সৃষ্টি উস্কানি দেয়া। প্রতিবেশী দেশের গণমাধ্যম ফলো করলেই যা পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থনৈতিক দিকের কথা বলতে গেলে সারারাতেও ফুরোবে না। বিদ্যুৎ থেকে পেঁয়াজ সবখানে আগ্রাসন। আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কথা বলতে গেলে চৈত্রসংক্রান্তিকে সর্বজনীন উৎসব বানানোর ফাতরামোর কথা বলতেই পারেন। বলতে পারেন হোলিকে সর্বজনীন করার কূটকৌশলের কথা। অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। কিন্তু দিয়েই লাভ কী, চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী।

আগ্রাসনের কথা বলতে গেলে আত্মসমালোচনা প্রয়োজন। এই আগ্রাসানের জন্য আমরা নিজেরা দায়ী অনেকাংশেই। এর কারণটা জেনেটিকও বলতে পারেন। সামন্তবাদ আমাদের মগজে এখনো রয়ে গেছে। সেই জমিদারদের সমুখে হাত কচলানো রায়ত প্রজা রয়ে গেছেন এখনো কেউ কেউ। একজনকে দেখি, নিজেকে সিনিয়র সাংবাদিক পরিচয় দেন, টেলিভিশনের টকশোতে প্রায় হাত নেড়ে কথা বলেন। তার কথা শুনলেই বোঝা যায়, তার অবচেতন এখনো সেই রায়ত প্রজার পরম্পরাই

দুঃখ হয়, যারা মসনদের দাবিদার এমন কোনো রাজনৈতিক দলকে দেখিনি সচিবালয় বা যমুনার সামনে মাস-মার্ডারের বিচার আর আহতদের পুনর্বাসনের দাবিতে কঠোর অবস্থানে কিংবা অচল করে দিতে রাস্তাঘাট। হ্যাঁ, তারা দিয়েছেন, দিনের পর দিন শুধুমাত্র মসনদের দাবিতে। কে কোন চেয়ারে বসবেন সে চিন্তাতেই তারা মশগুল। তাদের সমুখে শাদ্দাদের বেহেশতের হাতছানি।

ধারণ করে আছে। আরেকজন আছেন বাম ঘরানার বুদ্ধিজীবী, তাকে হালকা আন্দোলনজীবীও বলতে পারেন। জ্বালানি নিয়ে তার অনেক যাতনা। আর যাতনা তখনই বৃদ্ধি পায় যখন ভারতের অপছন্দের শক্তি ক্ষমতায় থাকে। না হলে তেল-গ্যাস নিয়ে যে ভেল্কিবাজী হলো তা নিয়ে তিনি কথা বলেননি। আর বললেও তা ছিলো একেবারে সহনশীল। জানি, একথায় অনেকে লাফ দিয়ে উঠবেন। বলবেন, এমন মানুষের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা বিদেশী শক্তির চর। ওই যে স্টারমার যেমন চর, তেমনি। অথচ কারা যে বিদেশীদের তল্পিবাহক তা সামান্য বোধ থাকলেই অনুধাবন করা যায়। বোঝা যায় অসময়ে সরব এবং সময়ে নীরব দেখলেও।

এদিকে আর না যাই। কারণ এসব লোকদের সাধারণ মানুষ অনেক আগেই বাতিল ঘোষণা করেছে। যার প্রমাণ আমরা জুলাই বিপ্লবে পেয়েছি। তাদের প্রেসক্রিপশন বা ফর্মুলাতে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব ছিল না। আন্দোলন-আন্দোলন খেলা সম্ভব ছিল। যে খেলায় নিরর্থক জীবন দিতে হয়েছে অসংখ্য মানুষকে। গুম হতে হয়েছে, সইতে হয়েছে হামলা-মামলা আর নির্যাতন। আর এসবকে ক্যাশ করে একশ্রেণির রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিল্পী অনৈতিক সুবিধা নিয়েছেন। সত্যিকার অর্থেই তাদের প্রাপ্ত সুবিধার পুঁজি ছিল আন্দোলন-আন্দোলন খেলা আর মানুষের উপর তৎকালীন ক্ষমতাশীনদের জুলুম। তারা ভালোই ছিলেন বিগত ফেসিস্ট রেজিমে, খারাপ থাকলে হয়তো জুলাই বিপ্লবে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নামতে হতো না, অকাতরে প্রাণ দিতে হতো না।

সুবিধাবাদীরা এই তরুণদের আত্মদানকেও ক্যাশ করা শুরু করেছে। এখনও হাসপাতালের শয্যায় কাতরাচ্ছে আহতরা। মাঝেমধ্যেই শহীদী কাফেলায় যুক্ত হচ্ছেন কেউ কেউ। চোখের দৃষ্টি হারিয়ে, হাত হারিয়ে. পা হারিয়ে প্রতিবন্ধী জীবনের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে শত-শত মানুষ। এদিকে কারো দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি শুধু মসনদের দিকে। রাজা হতে চায় তারা, রায়ত প্রজারা শুধু খাজনা দেবে, তাদের জীবন-মৃত্যু কোনো মানে রাখে না মসনদলোভীদের কাছে।

দুঃখ হয়, যারা মসনদের দাবিদার এমন কোনো রাজনৈতিক দলকে দেখিনি সচিবালয় বা যমুনার সামনে মাস-মার্ডারের বিচার আর আহতদের পুনর্বাসনের দাবিতে কঠোর অবস্থানে কিংবা অচল করে দিতে রাস্তাঘাট। হ্যাঁ, তারা দিয়েছেন, দিনের পর দিন শুধুমাত্র মসনদের দাবিতে। কে কোন চেয়ারে বসবেন সে চিন্তাতেই তারা মশগুল। তাদের সমুখে শাদ্দাদের বেহেশতের হাতছানি। হুর আর রাজকোষ সব হাতে পাওয়া যাবে। সুতরাং কারা নিহত হয়েছে, কারা আহত রয়েছে সে খবর কে রাখে। এগুলো তাদের কাছে স্রেফ ঝুট-ঝামেলা। যেমন ছিল বিগত রেজিমের কাছে। মানুষের মৃত্যু তাদের কাছে ছিল ডালভাত। মানুষকে নির্যাতিত হতে দেখে তারা আনন্দ পেত। মানুষের কষ্টে থাকতো নির্বিকার। সৃষ্টিকর্তা রুষ্ট হয়েছিলেন। তার পরিণতিতে সেই রেজিম আজ বিতারিত। আজকে যারা শহীদদের অবজ্ঞা করছেন, আহতদের আর্তনাদ কানে পৌঁছছে না, তাদের উপরও নেমে আসবে লানত। একদিন তারাও বিতারিত হবে। বিগত রেজিমের বিরুদ্ধেও এই পরিণতির কথা আগাম লিখেছি, এখনও লিখছি পরবর্তী রেজিমের জন্য। জানি, এটাও ফলে যাবে যদি না তারা সঠিক পথে ফিরে আসে। মজলুমের আর্তনাদ কখনো বৃথা যায় না।

সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের নয়, রাজনীতির ব্যাপার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মানুষ তো সমাজেই বাস করে এবং সমাজের দ্বারা যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ওদিকে ধর্ম বলতে যদি সদাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণকামিতা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বোঝায়, তাহলে সব মানুষেরই ধর্ম থাকতে পারে, এমনকি নাস্তিকেরও। কিন্তু ধর্মের আবার আনুষ্ঠানিক দিকও রয়েছে; অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচার-আচরণের ব্যাপার থাকে না, সমাজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মের ভিত্তিতে সমাজে বিভাজনও দেখা দেয়, ধর্ম প্রবেশ করে রাজনীতিতে। রাজনীতির মূল বিষয়টি হচ্ছে ক্ষমতা, ক্ষমতার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। আর তখন উদ্ভব ঘটে সাম্প্রদায়িকতার। সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের নয়, রাজনীতির ব্যাপার।

সাম্প্রদায়িকতায় ধর্ম চলে যায় রাজনীতির অধীনে, তখন হানাহানি অনিবার্য হয়ে পড়ে। আমাদের এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অনাচার আমরা অতীতে দেখেছি, এখনো দেখছি। কেবল উপমহাদেশে কেন, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এখন সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব চলছে। ক্রুসেড ও জিহাদের ঘটনা অতীতকালের ব্যাপার নয়, একালেও বিদ্যমান। ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে প্যালেস্টাইনবাসীকে উচ্ছেদ করে ধর্মরাজ্য কায়েম করা হয়েছে।

আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও খনিসমৃদ্ধ এলাকায় দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠার যে ভয়াবহ উদ্যোগ নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সেসব দেশের বামপন্থীদের রুখে দাঁড়ানোর কথা ছিল; কিন্তু সেখানে বামপন্থীদের নির্মূল করেছে স্থানীয় শাসকেরা, নিজেদের স্বৈরশাসনকে পাকাপোক্ত করার প্রয়োজনে। মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো উঠবেই, উঠেছে ধর্মীয় জঙ্গিদের কাছ থেকে, যাদের একসময় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল বামপন্থীদের ধ্বংস করার প্রয়োজনে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই পরিণত হয়েছে ধর্মীয় জিহাদে। ওদিকে আমেরিকার সক্রিয় উসকানিতে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানেও সেই ব্যাধি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজনীতিতে তাই ধর্ম এসে যায়। পুঁজিবাদীরা ও সাম্রাজ্যবাদীরাই নিয়ে আসে; ধর্মের স্বার্থে নয়, নিজেদের বস্তুগত স্বার্থে। নিষ্পেষিত মানুষকে শান্ত রাখার উদ্দেশ্যেও তারা ধর্মকে ব্যবহার করে। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের সবচেয়ে অনুন্নত যে এলাকা, যেখানে দরিদ্র শ্রমজীবীদের বসবাস, সেখানে গেলে দেখা যায় সবকিছুই নোংরা ও বিষণ্ন, কেবল দুটি ভবন ছাড়া, একটি হচ্ছে উপাসনালয়, অপরটি পানশালা। দুটিতেই মাদকের সরবরাহ চলে, একটি ধর্মীয় তৃপ্তির, অপরটিতে নগদ দামে কেনা উত্তেজনার। সেই সঙ্গে পুঁজিবাদ যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে, তার থেকে সাময়িক মুক্তিরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। উপাসনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে অনুভূতি তৈরি হয়, তা ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা তো অবশ্যই, সেই সঙ্গে ক্ষমতাহীনতা ও হতাশার ভাব কাটাতেও সাহায্য করে। শাসনকর্তারা এভাবেই ধর্মকে ব্যবহার করাকে অত্যন্ত সুবিধাজনক হিসেবে দেখে।

কয়েক বছর আগে লন্ডনের রাস্তায় দুজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী বলে কথিত আফ্রিকান যুবক প্রকাশ্য দিবালোকে এক তরুণ ব্রিটিশ সৈন্যকে হত্যা করেছিল। এ কাজের সময় তারা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়েছে, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে তারা মুসলমান। কেন এ কাজ করেছিল, দুজনের একজন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছে। ব্যাখ্যাটা এই যে ব্রিটিশ সৈন্যরা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের হত্যা করছে। কাজটার জন্য মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীরাই দায়ী, কিন্তু তাদের যেহেতু হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ওই সৈন্যকে হত্যা করে তারা রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছে যে মুসলমানদের ওপর হত্যাকাণ্ড না থামালে এ ধরনের প্রতিশোধগ্রহণ চলতে থাকবে।

ওই যুবক জন্মসূত্রে মুসলমান নয়, সে ধর্মান্তরিত। ধর্মান্তরিত হয়ে সে তার মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়েছে এবং তার ভেতরে ক্ষমতার একটি বোধ জন্মেছে, যেটিকে সে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করেছে। সে ভাবেনি যে সে কোনো পাপ করেছে, বরং তার ধারণা হয়েছে যে সে একজন পাপিকে শাস্তি দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করেছে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পেছনে এ ধরনের মনোভাব কাজ করে থাকে।

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধের মূল কারণটি রাজনৈতিক, যার সঙ্গে রাষ্ট্র জড়িত থাকে। সে জন্যই রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের প্রতিরোধক বৈকি। কিন্তু সেটিই প্রধান কারণ নয়, যে জন্য রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রয়োজন। মূল কারণ হলো, রাষ্ট্র হচ্ছে নাগরিকের স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র সব নাগরিককে সমান চোখে দেখবে, এটিই প্রত্যাশিত। তেমন আচরণ অবশ্য কোনো রাষ্ট্রই করে না।

রাষ্ট্রমাত্রই রাষ্ট্রশাসকদের স্বার্থ দেখে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব নাগরিকের মধ্যে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে এমন অঙ্গীকার বেশ জোর গলায় ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র তা মান্য করে না। না করুক, তবু এমনকি বুর্জোয়া গণতন্ত্রও যদি কায়েম করতে হয়, তাহলেও রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা হবে একেবারে প্রাথমিক পদক্ষেপ। কারণটি সোজা। রাষ্ট্র তো ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রের স্বঘোষিত পরিচয় হলো সব নাগরিকের জন্য গড়ে তোলার প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তির ধর্ম থাকতে পারে, থাকেও, কিন্তু রাষ্ট্র যদি কোনো বিশেষ ধর্মে 'বিশ্বাসী' হয়, তাহলে তো তার সর্বজনীনতা একেবারে শুরুতেই নাকচ হয়ে গেল। সে যে নিরপেক্ষ থাকবে না, বিশেষ একটি ধর্মের প্রতি তার পক্ষপাত রয়েছে, এটি তো সে জানিয়েই দিচ্ছে। তাহলে?

এ রকম একটি ধারণা প্রচলিত আছে, বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশে, যে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো সব ধর্মকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমান মর্যাদাদান। আশা করা হয় যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করবে না। এর অর্থ প্রকারান্তরে দাঁড়ায় যে সব ধর্মকেই সমপরিমাণে উৎসাহ দেওয়া হবে। এই ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ধর্মনিরপেক্ষতার সরল অর্থ রাষ্ট্রের ধর্মহীনতা। রাষ্ট্রের নাগরিকদের যার যার ধর্ম তার তার, রাষ্ট্র ধর্মাচরণে বাধা দেবে না, আবার উৎসাহও যে দেবে তা-ও নয়; রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকবে। উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে পাকিস্তান ঘোষিত রূপেই ধর্মনিরপেক্ষ নয়, নিজেকে সে সরাসরি ইসলামি রাষ্ট্রই বলে থাকে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সঙ্গে এমন আচরণে অভ্যস্ত যে তারা অনেকেই প্রাণভয়ে ইতিমধ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ভারত অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে পরিচিত। কিন্তু সেখানে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতাও কবজা করে ফেলেছে। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যরা যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় না এমন নয়। বাংলাদেশের ব্যাপারটি ভিন্ন। এই রাষ্ট্রের অভ্যুদয় একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে। কিন্তু সেই চরিত্র সে রক্ষা করতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ছাঁটাই হয়ে গেছে। এখানে ধর্ম মন্ত্রণালয় তো আছেই, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে সাংবিধানিক স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। উপমহাদেশের শাসকশ্রেণি ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার অভ্যাস এখনো ছাড়তে পারেনি।

যাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা বলছি, তার একটি রাজনৈতিক চরিত্র যেমন আছে, তেমনি রয়েছে একটি দার্শনিক দিক। রাজনৈতিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্রের ধর্মহীনতা; দার্শনিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থটি হলো ইহজাগতিকতা। ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইংরেজিতে বলে সেক্যুলারিজম। ধারণাটি ইউরোপ থেকেই এসেছে, সেক্যুলারিজম নামটিও সেখানকারই, সেক্যুলারিজমের বাংলা ইহজাগতিকতাই সংগত হতো, কিন্তু রাষ্ট্রের গুরুত্ব বিবেচনা করেই হয়তো সেক্যুলারিজমের নামকরণ ধর্মনিরপেক্ষতা দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করা চাই, এটিই হয়তো আকাঙ্ক্ষা।

ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব মধ্যযুগের শেষে, রেনেসাঁসের কালে। মধ্যযুগ ছিল খ্রিষ্টীয় ধর্মশাসনের কাল: সময়টিকে অন্ধকারের যুগ বলেও অতিশয় সংগত কারণেই অভিহিত করা হয়ে থাকে। যুগটি ছিল ঈশ্বরকেন্দ্রিক, রেনেসাঁস সেখানে নিয়ে এল মানবকেন্দ্রিকতা। বলা হলো ঈশ্বর আছেন, তিনি থাকবেনও, তবে থাকবেন তাঁর নিজের জায়গাতেই; তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা সবই জানানো হবে, কিন্তু ইহজগতে মানুষই প্রধান, এই জগৎ মানুষেরই জগৎ। ধর্মীয় শাসনের অন্ধকার যুগে বিধানটি ছিল এমন যে মানুষ তার জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণের মধ্যে। নতুন যুগের প্রত্যয়টা দাঁড়াল জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নয়নে-উদ্ভাবনায় ইহজগৎকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করা চাই। কেননা, মানুষের মনুষ্যত্বের সার্থকতা ওইখানেই নিহিত রয়েছে।

ঈশ্বর নয়, মানুষই হয়ে উঠল সবকিছুর মাপকাঠি। ফলে এমন সব অর্জন সম্ভব হলো, পূর্বকালে যা ছিল অকল্পনীয়। পুঁজিবাদ এগোতে থাকল, শিল্পবিপ্লব ঘটল। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু মুক্তি তো সবার জন্য এল না। পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা মালিকে-শ্রমিকে ব্যবধান তৈরি করল। সমস্যা দাঁড়াল ওই বৈষম্য নিয়েই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লব বৈষম্য দূর করবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু বৈষম্য দূর হলো না, যার জন্য বিংশ শতাব্দীতে রুশ বিপ্লব ঘটেছে। ইহজাগতিকতা মানুষের জন্য মানসিক এবং কারও কারও জন্য ইহজাগতিক মুক্তি এনেছে, কিন্তু সব মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি যে নিশ্চিত করবে, তা পারেনি।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
NYS Department of Health LHCSAs
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

দেশের নিরাপত্তায় আ.লীগের কার্যক্রম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বার্থে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

গতকাল বুধবার লন্ডনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক থিঙ্কট্যাংক চ্যাথাম হাউসে আলাপচারিতায় এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। দ্য রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স নামে পরিচিত চ্যাথাম হাউস ১৯২০ সাল থেকে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ওপর গুরুত্ব দেয় এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা বিভিন্ন বিষয়ে এখানে কথা বলেন।

চ্যাথাম হাউসের পরিচালক ব্রনওয়ে ম্যাডক্সের সঞ্চালনায় আলাপচারিতায় প্রধান উপদেষ্টা অন্তর্বর্তী সরকারের তিন দায়িত্ব—সংস্কার, জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার ও নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নেওয়া পদক্ষেপগুলো বিস্তারিত তুলে ধরেন। সংস্কার নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য তৈরিতে কাজ চলছে এবং আগামী জুলাই মাসে সব রাজনৈতিক দলের মতৈক্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ ঘোষণা করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সেখানে সঞ্চালক তাঁকে প্রশ্ন করেন, যে জুলাই সনদ হচ্ছে, সমালোচকেরা বলবেন, অনেক রাজনৈতিক দলকে এর বাইরে রাখা হচ্ছে, যারা এর সঙ্গে একমত নয়, যেমন আওয়ামী লীগ; তাদের জন্য কোনো জায়গা রাখছেন না। সুতরাং, মানুষকে কোনো বিকল্প দেওয়া হচ্ছে না। তারা বলছে, এটা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। এটা ঐকমত্য সম্পর্কে অনেক কথায় সুন্দরভাবে মোড়ানো বাংলাদেশের জন্য একটি কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ।

জবাবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'হ্যাঁ। ঠিক আছে, এ নিয়েও বিতর্ক আছে। বিতর্ক হলো আওয়ামী লীগ কি রাজনৈতিক দল? যদি তারা

রাস্তায় এভাবে তরুণদের হত্যা করতে পারে, এভাবে মানুষকে গুম করতে পারে, এভাবে টাকা চুরি করতে পারে, আমরা কি তখনো এটিকে রাজনৈতিক দল বলব? সুতরাং এটি একটি বিতর্ক। এটি কোনো সিদ্ধান্ত নয়।'

৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর সারা দেশের মানুষ তা উদ্‌যাপন করেছিল উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'তারা ভেবেছিল অবশেষে আমরা মুক্ত। তাই আমরা ভেবেছিলাম, ৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থানের পর এটি শেষ হবে। আমাদের জন্য সেই অধ্যায় বন্ধ হয়ে গেছে। এই অংশ শেষ। এখন এটি একটি নতুন দেশ, যেখানে তারা নেই। কিন্তু যারা পালিয়ে গেছে, তাদের জন্য এটা শেষ হয়নি। তারা একই কাজ করে যাচ্ছে। অনুপস্থিত থেকেও অন্য দেশ থেকে একইভাবে কাজ চালিয়ে গেছে, মানুষকে উসকানি দিচ্ছে, রাস্তায় সংঘর্ষ করছে। এখন ১০ মাস পার হয়ে গেছে, এর মধ্যে দলটির কেউ অনুশোচনা, দুঃখ প্রকাশ বা দোষ স্বীকার করেনি। বলেনি, কেউ আদেশ দিয়েছে, তাতে কেউ নিহত হয়েছে, আমি এর জন্য দায়ী নই। আমার খারাপ লাগছে যে আমাকে এটার অংশ হতে হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। ফলে আমাদের কাছে এটা শেষ, কিন্তু তাদের কাছে এটা এখনো চলছে।'

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ইউনূস আরও বলেন, 'তাই আমরা নিরাপদ বোধ করি না, তারা রাস্তায় বিক্ষোভ করে, লোকজনকে হুমকি দেয়, তারা ইতিমধ্যে এই অভ্যুত্থানের নেতাদের হুমকি দিয়েছে। সুতরাং দেশের নিরাপত্তা, দেশের রাজনীতির নিরাপত্তার জন্য জাতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। এটুকুই আমরা করেছি। আমরা আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করিনি। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।'

শেখ হাসিনা ভারতে একটি সুরক্ষিত বাড়িতে আছেন উল্লেখ করে সঞ্চালক প্রশ্ন করেন, বিচারের বিষয়টি কেন পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না? কেন অন্তর্বর্তী সরকার এটা নিয়ে কাজ করবে?

জবাবে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'আমি এই সিদ্ধান্ত নিইনি। যারা আমাদের দায়িত্ব নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তারাই আমাদের এ কাজটি দিয়েছে। দায়িত্ব, তিনটি কাজ এবং আমরা সেই তিনটি কাজ গ্রহণ করেছি এবং আমরা কেবল সেটিই করছি।'

নির্বাচনের সময়সূচি নিয়ে বাংলাদেশে যে বিতর্ক চলছে, সে বিষয়টি সামনে এনে সঞ্চালক বলেন, সব মিলিয়ে অনেকে বলছেন, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না। জবাবে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এটা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সুন্দর নির্বাচন। তিনি বলেন, 'সময় ঠিক আছে, জনগণও প্রস্তুত। ১৭ বছর পর আপনি একটি সত্যিকারের নির্বাচন পাচ্ছেন। দেশের মানুষের মনে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে যে তারা সত্যিই ভোট দিতে যাচ্ছে।' প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আগামী নির্বাচন একটি নতুন সরকার নির্বাচনের রুটিন ভোট হবে না, এটা হবে নতুন বাংলাদেশের জন্য ভোট। আমরা পুরোনো বাংলাদেশকে বিদায় বলে নতুন বাংলাদেশ তেরি করতে চাই।'

এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, জাপানসহ সব দেশ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান সবাই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় আইএমএফের তহবিল ছাড়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ আলোচনায় ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার শর্তের কথা উল্লেখ করেন অধ্যাপক ইউনূস।

আলাপচারিতার শেষে উপস্থিত দর্শক–শ্রোতাদের প্রধান উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়। একজন জানতে চান, সংস্কার প্রস্তাবের ওপর গণভোট হবে কি না। জবাবে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'হ্যাঁ। আমরা সেটা শুনেছিলাম, আমরা যে সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করছি, সেগুলোর ওপর একধরনের গণভোট হবে। এখানে অনেক জটিল বিষয় আছে। যুক্তি হলো গণভোট অর্থহীন হবে। কারণ, বেশির ভাগ মানুষও বোঝে না আপনি কিসের উল্লেখ করছেন, তারা কিসের জন্য ভোট দিচ্ছে। তাই লোকেরা এটি নিয়ে হাসবে যে এটি কোনো অর্থ বহন করে না। সুতরাং রাজনীতিবিদেরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সব দল এসব রাজনৈতিক বিষয় এবং সব জাতীয় বিষয়ে জড়িত এবং তারা বুঝতে পারবে বলে আশা করা হয়। তাদের বিতর্ক করা উচিত। যদি তারা সব দল একসঙ্গে একমত হয়, তাহলে এটি আরও বাস্তব হবে গণভোটের চেয়ে।'

নিউইয়র্কে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে পুলিশের কাজে বাধা প্রদান, আক্রমণ এবং গ্রেপ্তার প্রতিরোধ। এছাড়া, একজনকে উদ্বেগজনক ঝুঁকি সৃষ্টি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি ৫২ জনকে আদালতের সমন দিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে রাত ৯টার পর বিক্ষোভকারীরা যখন ফের ২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে জড়ো হন। তখন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিছু বিক্ষোভকারী পুলিশকে লক্ষ্য করে বোতল ছোঁড়ে, রাস্তায় ট্রাফিক কন ও আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে লেভেল ৩ মোতায়েন ঘোষণা করে এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল স্পিকার অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, নিউইয়র্ক পুলিশ গোপনে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইস) সঙ্গে তথ্য ভাগাভাগি করছে। যা নগরীর নীতিমালার পরিপন্থী। তিনি বিষয়টি তদন্তের জন্য সিটি ইনভেস্টিগেশন বিভাগের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। বর্তমানে অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস এর অফিস থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এটি একজন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর 'সস্তা প্রচারণার চেষ্টা'। মেয়র আরও বলেন, 'নিউইয়র্কে সহিংসতা ও আইনভঙ্গ সহ্য করা হবে না।'

এদিকে বিক্ষোভকারীরা বুধবার বিকেল ৫টায় আবার ফোলি স্কয়ারে জমায়েত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এর আগে সোমবার দিনেও অনুরূপ বিক্ষোভে ৩০ জনেরও বেশি মানুষ গ্রেপ্তার হন।

উল্লেখ্য, অভিবাসনবিরোধী এই পদক্ষেপে শুধু নিউইয়র্ক নয়, লস অ্যাঞ্জেলেসেও ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার বিক্ষোভে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও ফ্ল্যাশ গ্রেনেড ব্যবহার করেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৭০০ মার্কিন মেরিন সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। নিউইয়র্ক শহরের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ অভিবাসী। যার ফলে এই ধরনের নীতি ও অভিযান শহরের সামাজিক ভারসাম্যে গভীর প্রভাব ফেলছে।

নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উগান্ডায় জন্ম, ভারতীয় বংশোদ্ভূত যোহরান মামদানী। কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়া থেকে অ্যাসেম্বলি সদস্য নির্বাচিত ২০২০ সালে। এবারের মেয়র নির্বাচনে তিনিই প্রথম মুসলিম প্রার্থী। ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট। প্রগতিশীল রাজনীতির পরিচিত মুখ। ভাড়া নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসী অধিকার, পুলিশ সংস্কার—সব ক্ষেত্রেই তাঁর স্পষ্ট অবস্থান। তরুণ এবং প্রগতিশীল ভোটারদের ভরসার নাম এখন তিনি।

ইতিহাসবিদদের মতে, নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে প্রথম মুসলিম বসতি স্থাপনকারী ছিলেন অ্যান্থনি জানসেন ভ্যান স্যালি। ১৬৩৩ সালে ডাচ-উত্তর আফ্রিকীয় মুসলিম হিসেবে নিউ আমস্টারডামে (বর্তমান নিউইয়র্ক) পদার্পণ করেন। তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলিম। ছয় বছরের মধ্যে শহরের সবচেয়ে বড় ভূমিমালিক হন। পরে নানা অপরাধে ১৬৩৯ সালে তাঁকে ব্রুকলিনে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানেই কনি আইল্যান্ডে ২০০ একর ফার্মের মালিক হন। ব্রিটিশ শাসনামলে স্টোন স্ট্রিটে ফিরে এসে সম্পত্তি কেনেন। প্রমাণ করেন—বাধা তাঁকে থামাতে পারেনি।

১৭শ শতাব্দীর এক বিদ্রোহী জলদস্যুপুত্রের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ২১শ শতাব্দীর এক প্রগতিশীল মেয়রপ্রার্থীর স্বপ্নে। নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র দেখার স্বপ্ন দেখছেন অনেকে। নিউইয়র্ক সিটি—একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ শহর। ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি মিলিয়ে এমন বৈচিত্র্য বিশ্বের আর কোথাও নেই। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই গড়ে উঠেছে এক শক্তিশালী মুসলিম জনগোষ্ঠী।

আফ্রিকান মুসলিম দাস, পরে আরব, দক্ষিণ এশীয়, আফ্রিকান, ইউরোপীয় অভিবাসী—ধাপে ধাপে গড়ে তুলেছেন নিউইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটি। এখন নিউইয়র্ক সিটিতে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ। মোট জনসংখ্যার ৯-১০%। শহরের পাঁচটি বরো—ব্রুকলিন, কুইন্স, ম্যানহাটন, ব্রঙ্কস, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড—সবখানেই মুসলিমদের দৃশ্যমান উপস্থিতি। সবচেয়ে বেশি ব্রুকলিন ও কুইন্সে।

কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস, জামাইকা, রিচমন্ড হিলে বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, আফগান, গায়ানিজ মুসলমান। ব্রুকলিনের ক্যানারসি, বে রিজ, অ্যাটলান্টিক এভিনিউ—ইয়েমেনি, মিশরীয়, আফ্রো-আমেরিকান মুসলিমদের ঘনবসতি।

নিউইয়র্ক সিটিতে ৩৫০টিরও বেশি মসজিদ। শুধু ব্রুকলিনেই ৯০টির বেশি। রয়েছে মাদ্রাসা, ইসলামিক স্কুল, হাফেজ মেকিং সেন্টার, উইমেন ইসলামিক ফোরাম। মুসলিম শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জন্য এসব প্রতিষ্ঠান বড় ভূমিকা রাখছে। রমজান মাসে এ শহর যেনো বদলে যায়। ফুড প্যান্ট্রি, ইফতার বিতরণ, ক্যাব চালকদের ইফতার, মসজিদের ভিড়—সব মিলিয়ে ভিন্ন এক জীবন্ত চিত্র। ২০১৫ সালে ঈদকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে নিউইয়র্ক সিটি স্কুলগুলো। মুসলিমরা এখন শুধু ধর্মীয় পরিচয়েই নয়—মূলধারার সমাজের অংশ। কাউন্সিল মেম্বার, স্কুল বোর্ড প্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী—সবখানেই দৃপ্ত উপস্থিতি।

৪০০ বছরের ইতিহাস। নতুন স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক গভর্নর এন্ড্রু কুমো—একজন শক্ত প্রতিপক্ষ। তবুও প্রশ্ন উঠছে—যোহরান মামদানি কি পারবেন সব বাধা পেরিয়ে মেয়র হতে? লন্ডনের মতো নিউইয়র্কও কি বলতে পারবে—আমরাও পেরেছি, আমরা পেয়েছি প্রথম মুসলিম মেয়র?

নথিপত্রহীন ইমিগ্র্যান্টদের প্রতি প্রতারণার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনিশ্চয়তার সুযোগ নিচ্ছে সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র। তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তুলছে এক ধরনের 'ভার্চুয়াল কোর্ট' প্রতারণা, যা নথিপত্রহীন অভিবাসীদের নতুন দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে।

আমেরিকায় অভিবাসন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। কেউ যদি আইনি কাগজপত্র ছাড়া থাকেন, তার কাছে প্রতিটি দিন একটি যুদ্ধ। আদালতের তারিখ মিস করা, ভুল তথ্য প্রদান, অথবা অনুপস্থিতি, এসব ছোট ছোট ভুলের কারণে ডিপোর্টেশনের ঝুঁকি বাড়ে। বেশিরভাগ নথিপত্রহীন অভিবাসী আইনি কাঠামো ভালো বোঝেন না। অনেকেই ইংরেজি ভাষায় দুর্বল। আইনি সহায়তা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা তাঁদের নেই। এই ভয়, অজ্ঞতা এবং একাকীত্ব তাদের সহজ শিকার করে তোলে। সাম্প্রতিক তদন্তে দেখা গেছে, প্রতারকরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই কাজটি করছে। প্রতারণার পদ্ধতিটি বেশ কয়েক ধাপে বিভক্ত। প্রতারকরা সচরাচর ফেসবুক, টিকটক, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক মাধ্যমে নির্দিষ্ট অভিবাসন গোষ্ঠী বা ভাষাভাষী মানুষদের টার্গেট করে। অভিবাসীদের মোবাইল নম্বরে পাঠানো হয় শুনানির নোটিশ বা আদালতের তারিখ সংক্রান্ত ভুয়া মেসেজ। মেসেজে উল্লেখ থাকে, 'আপনার শুনানি আজ, এই জুম লিঙ্কে যুক্ত হোন।'

ভুয়া বার্তায় যুক্ত করা হয় আমেরিকান পতাকা, আদালতের সিল, এমনকি স্থানীয় ভাষায় কথা বলা 'বিচারক'-এর স্ক্রিনশট। অনেক সময় লাইভ জুম মিটিংয়ে একজন লোক বিচারকের পোশাক পরে উপস্থিত থাকেন। প্রথমে কিছু প্রশ্ন করে ভুয়া শুনানির 'রোল প্লে' করা হয়। তারপর বলা হয়, শুনানি চালিয়ে যেতে হলে 'বন্ড' বা জরিমানা হিসেবে দ্রুত টাকা পাঠাতে হবে। তারা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, অথবা অনলাইন অর্থ প্রেরণ মাধ্যম ব্যবহারের কথা বলে।

অর্থ নেওয়ার পর প্রতারকরা লাইন কেটে দেয়। ভুক্তভোগী বুঝতেই পারেন না যে, তিনি কোনো প্রকৃত আদালতের সঙ্গে কথা বলেননি। এর মধ্যেই অর্থের পাশাপাশি তার আইনি অবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ তিনি হয়তো আসল শুনানি মিস করেছেন।

মোহাম্মদ হাসান (ছদ্মনাম) সম্প্রতি ফেসবুক মেসেঞ্জারে একটি মেসেজ পান। বলা হয়, তার শুনানি আজ বিকেল ৩টায় জুম-এ। হাসান ভয়ে তড়িঘড়ি করে জুম মিটিংয়ে যুক্ত হন। বিচারকের পোশাকে একজন লোক তাকে প্রশ্ন করেন। কিছুক্ষণ পর বলা হয়, 'তোমাকে এখানে থাকার জন্য ৯০০ ডলার বন্ড দিতে হবে, না হলে আজই রায় হয়ে যাবে।' আতঙ্কিত হাসান দ্রুত ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে টাকা পাঠান। পরে বুঝতে পারেন, পুরো ব্যাপারটাই ছিল ভুয়া। হিউস্টনে বসবাসকারী সালমা বেগম (ছদ্মনাম) হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ পান, যেখানে বলা হয়, তার শুনানি মিস হয়েছে। জরিমানা বাবদ তাকে ৫০০ ডলার দিতে হবে, না হলে তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হবে। সালমা বেগম ভয় পেয়ে টাকা পাঠিয়ে দেন। পরে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন।

কীভাবে প্রতারকদের ফাঁদ চিনবেন? আসল আদালতের নিয়ম হচ্ছে, শুনানি হয় WebEx প্ল্যাটফর্মে বা সরাসরি কোর্টে। জুম, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক মেসেঞ্জারে কখনো শুনানি হয় না। কোর্ট বা বিচারক কখনো ফোনে বা মেসেজে টাকা চায় না। বন্ড বা জরিমানার অর্থ শুধুমাত্র আইচ বা নির্ধারিত সরকারি মাধ্যমেই জমা হয়। সব শুনানির নোটিশ আসবে সরকারি ডাকযোগে বা USCIS / EOIR পোর্টালের মাধ্যমে।

এমন বার্তা পেলে কী করবেন?

নিজের 'A-number' দিয়ে USCIS বা EOIR-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে শুনানির তারিখ এবং বিস্তারিত তথ্য যাচাই করুন। সন্দেহজনক কোনো লিঙ্ক বা বার্তা পেলে সাড়া দেবেন না। দ্রুত অভিজ্ঞ অভিবাসন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কোনো অর্থ পাঠানোর আগে যাচাই করুন, এটি সরকার নির্ধারিত মাধ্যম কি না।

এই প্রতারণার ফলে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই হচ্ছে না, অভিবাসীদের মূল মামলার ভবিষ্যতও হুমকির মুখে পড়ছে। অনেক সময় ভুয়া শুনানির কারণে মানুষ আসল শুনানি মিস করে ফেলছে, যার পরিণতিতে ডিপোর্টেশন রুল জারি হচ্ছে। এছাড়া, এসব ঘটনা অভিবাসীদের মধ্যে আরও আতঙ্ক তৈরি করছে। তারা আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন, সরকারের প্রতি তাদের আস্থা কমে যাচ্ছে। কমিউনিটির মধ্যে এক ধরনের নীরব আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সঙ্গেই ঈদ উদ্‌যাপন করেছেন তিনি।

সূত্রগুলো বলছে, মায়ের সঙ্গে ঈদ উদ্‌যাপন করার জন্যই ভারতে এসেছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তাঁর এ সফর যতটা না রাজনৈতিক, তার থেকেও বেশি পারিবারিক।

বাংলাদেশে কার্যত নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতারা জানিয়েছেন, সজীব ওয়াজেদ জয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন, কিন্তু তাঁর বাংলাদেশি পাসপোর্ট ছিল। তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ওই পাসপোর্ট বাতিল করে দেয়।

তাঁরা আরও জানান, সজীব ওয়াজেদ জয় সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট পেয়েছেন। পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার কয়েক দিন আগেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড পান। গ্রিন কার্ড পাওয়ার পর থেকেই সজীব ওয়াজেদ জয়ের ভারত ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা চলছিল। ভারতের সূত্রগুলোও এমন তথ্য দিয়েছে।

ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থার সূত্রগুলো জানাচ্ছে যে প্রাথমিকভাবে মাস কয়েক পরে সজীব ওয়াজেদ জয়ের ভারতে আসার কথা ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও তাঁর ভারতে আসার ব্যাপারে সবুজসংকেত দিয়েছিল। তবে সেই সফর এগিয়ে এনে ৬ জুন দিল্লিতে আসেন সজীব ওয়াজেদ জয়।

নিরাপত্তা সংস্থার সূত্রগুলো বলছে, বিমানবন্দর থেকে যথাযথ নিরাপত্তা দিয়েই তাঁকে শেখ হাসিনা যে গোপন ঠিকানায় আছেন, সেখানে পৌঁছে দেওয়া হয়। ওই ঠিকানায় শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানাও রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগের কয়েকটি সূত্র।

আবার শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলও কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকেন। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচওর দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক। কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে কি না, সেটা কোনো সূত্র থেকেই নিশ্চিত করা যায়নি।

পারিবারিক সফর

আওয়ামী লীগের যেসব নেতা এখন ভারতে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একাধিক জন বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন যে সজীব ওয়াজেদ জয়ের এই ভারত সফর মূলত পারিবারিক।

এক শীর্ষ নেতা বলছিলেন, 'মায়ের সঙ্গে এত মাস পর ছেলের দেখা হয়েছে। তাঁরা ঈদ কাটিয়েছেন একসঙ্গে, গত কয়েক দিন একসঙ্গেই আছেন। নিশ্চয়ই রাজনৈতিক আলোচনাও হয়েছে কিছু। তবে জয়ের এ সফর বেশিটাই পারিবারিক সফর।'

অন্য নেতাদের সঙ্গে কী দেখা হয়েছে?

গত বছরের ৫ আগস্ট ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর উড়োজাহাজে চড়ে ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে দিল্লিতেই শেখ হাসিনার থাকার ব্যবস্থা করেছিল ভারত সরকার।

প্রথম দু-চার দিন শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানাকে রাখা হয়েছিল দিল্লির উপকণ্ঠে গাজিয়াবাদের হিন্দন বিমানঘাঁটির টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে, যেটির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার দেশের বিমানবাহিনীর।

কিন্তু চট করে শেখ হাসিনার তৃতীয় কোনো দেশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর ভারত সরকার তাঁকে হিন্দন থেকে সরিয়ে দিল্লির কোনো গোপন ঠিকানায় আনে। পরে তাঁকে হয়তো দিল্লির কাছাকাছি অন্য কোনো সুরক্ষিত ডেরাতে সরিয়েও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারত সরকার কোনো তথ্যই প্রকাশ করেনি।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা, যিনি শেখ হাসিনা ভারতে আসার পর থেকেই তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের ব্যাপারে অবগত, তিনি বিবিসি বাংলার সংবাদদাতা শুভজ্যোতি ঘোষকে জানিয়েছিলেন 'মুভমেন্টস অ্যান্ড ভিজিটস—অ্যাজ লিটল অ্যাজ পসিবল', অর্থাৎ শেখ হাসিনাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া, কিংবা তার সঙ্গে অন্যদের দেখা করানোর ব্যবস্থা—এটাও যতটা সম্ভব এড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে শেখ হাসিনার মুভমেন্টস বা ভিজিটস যে পুরোপুরি বন্ধ নয়, তাঁর কথায় সেই ইঙ্গিতও ছিল!

তবে ভারতে অবস্থানরত এক শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে শেখ হাসিনার নিয়মিত কথা হলেও সশরীর কারও সঙ্গে দেখা করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী—এ রকমটা তার জানা নেই।

কত দিন ভারতে থাকবেন জয়?

আওয়ামী লীগের সূত্রগুলো জানাচ্ছে, শেখ হাসিনার কাছে এসে তাঁর ছেলে পারিবারিক সময় কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করছেন ঠিকই, তবে ভারতে থেকে গিয়ে দলের কাজকর্মে সশরীর যোগ দেওয়ার অভিপ্রায় নেই সজীব ওয়াজেদ জয়ের।

একটা সময়ে অবশ্য শোনা গিয়েছিল যে ভারত সফরে এসে সজীব ওয়াজেদ জয় কলকাতায়ও আসতে পারেন। কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলেও যেহেতু আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা, সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা থাকছেন এবং এই অঞ্চলেই রয়েছেন বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা আওয়ামী ঘনিষ্ঠ অনেক ব্যবসায়ী, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা, আইনজীবী প্রমুখ, তাই কলকাতায় এসে তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন সজীব ওয়াজেদ জয়—এ রকমটা জানা যাচ্ছিল।

এখন ভারতের নিরাপত্তা সংস্থার সূত্রগুলো বলছে, অন্তত এবার তাঁর কলকাতায় আসার কোনো পরিকল্পনা নেই।

নিউইয়র্কেও আসছে 'ডেথ উইথ ডিগনিটি'!

বিশেষ প্রতিনিধি

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে থাকা নিউইয়র্কের বাসিন্দারা নিজেদের জীবনের ইচ্ছামতো অবসান ঘটানোর আইনি সুযোগ পেতে যাচ্ছেন। সোমবার (৯ জুন) এ সংক্রান্ত একটি বিল নিউইয়র্ক রাজ্য আইনসভায় পাস হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনটি এখন গভর্ণর ক্যাথি হোকুলের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। গভর্ণরের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, তিনি বিলটি পর্যালোচনা করবেন।

বিল অনুযায়ী, যেসব মানুষ অসাধ্য ও মরণব্যাধিতে আক্রান্ত এবং যাদের জীবনের সময় সীমা ছয় মাসের মধ্যে নির্ধারিত, তারা চিকিৎসকদের অনুমতি নিয়ে ওষুধের মাধ্যমে নিজ ইচ্ছায় জীবন শেষ করার সুযোগ পাবেন। এজন্য রোগীকে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে হবে এবং দুইজন চিকিৎসকের সম্মতি লাগবে।

গত সোমবার রাতে দীর্ঘ বিতর্কের পর রাজ্য সিনেট বিলটিতে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। সমর্থকদের ভাষায়, এই আইন মানুষের জীবন দ্রুত শেষ করার জন্য নয়, বরং যন্ত্রণার অবসান ঘটানোর পথ।

বিলের প্রধান প্রস্তাবক, ডেমোক্র্যাট সিনেটর ব্র্যাড হোয়েলম্যান-সিগাল বলেন, 'এটা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার জন্য নয়, বরং কষ্টের অবসানের জন্য।'

অন্যদিকে, বিরোধীরা বলছেন, রাজ্যের উচিত হবে শেষ জীবন পর্যায়ে উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা, আত্মহত্যার অনুমোদন নয়। রিপাবলিকান সিনেটর জর্জ বোরেলো বলেন, 'আমরা কখনোই রাষ্ট্রীয় অনুমোদিত আত্মহত্যার পক্ষে হতে পারি না।'

এর আগে এপ্রিলের শেষের দিকে রাজ্যের অ্যাসেম্বলি বিলটি পাস করেছিল। বিলে বলা হয়েছে, মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে লিখিতভাবে ওষুধ চাওয়ার আবেদন করতে হবে এবং সেখানে দুজন সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকতে হবে, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় রোগীকে কেউ জোর করছে না। এরপর আবেদনটি রোগীর প্রধান চিকিৎসক ও একজন পরামর্শক চিকিৎসকের অনুমোদন নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি রাজ্য সহ ওয়াশিংটন ডিসিতে 'ডেথ উইথ ডিগনিটি' আইনটি চালু আছে।

মর্যাদাপূর্ণ আইভিএলপি প্রোগ্রাম সম্পন্ন সোহানের

ডেস্ক রিপোর্ট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর আয়োজিত মর্যাদাপূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর লিডারশিপ প্রোগ্রাম (আইভিএলপি) সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন তরুণ পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকারকর্মী সোহানুর রহমান। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ নেতৃত্ব ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ পান। তার এই অংশগ্রহণ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জনগণভিত্তিক কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে। ২০২৪ সালে জাতিসংঘের জেনেভা সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ইয়ং এক্টিভিস্ট সামিটে তিনি সম্মানিত হন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মিশন সহ-আয়োজক ছিল।

তিন সপ্তাহব্যাপী আইভিএলপি এই পেশাগত এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামটি ১৭ মে থেকে ৭ জুন ২০২৫ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। "ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুব ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততা" শিরোনামে আয়োজিত এই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ১০টি দেশের তরুণ ও উদীয়মান নেতারা। প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে, উচ্চ পর্যায়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রাম শুরু হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীরা উত্তর ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী র‌্যালি ও শার্লট, নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের আলবুকার্কি এবং ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের সিয়াটল শহর সফর করে বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের সংলাপ, মাঠ পরিদর্শন এবং সহযোগিতামূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এই ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও অংশগ্রহণ দেশের তরুণ নেতৃত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা গ্লোবাল লেভেলে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং বৈশ্বিক সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের প্রসার ঘটায়।

ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর লিডারশিপ প্রোগ্রাম হলো যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ফ্ল্যাগশিপ পেশাগত বিনিময় কর্মসূচি ১৯৪০ সালে চালু হয়। এটি বিশ্বের তরুণ ও উদীয়মান নেতাদের যুক্তরাষ্ট্রে পরিদর্শনে এনে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও নেতৃত্ব উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক নেতা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের অনেকেই পরবর্তীতে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নোবেল বিজয়ী ও সামাজিক নেতায় পরিণত হয়েছেন। এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করা যায় না; অংশগ্রহণকারীদের মনোনয়ন করে সংশ্লিষ্ট দেশের মার্কিন দূতাবাস তাদের নেতৃত্ব, প্রভাব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে।

ইসরায়েলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নিয়ে আর ভাবছে না যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আর স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অনুসরণ করছে না'। এমন মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি। ব্লুমবার্গ নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাকাবিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এখনো কি যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য কি না। জবাবে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় না।'

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত এই প্রাক্তন আর্কানসাস গভর্নর আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে কোনো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবা হলে তা যেন ইসরায়েলের কোনো ভূখণ্ড ছাড়াই হয়।

পৃথক এক সাক্ষাৎকারে মাইক হাকাবি বলেন, 'মুসলিম দেশগুলোর মোট ভূমির পরিমাণ ইসরায়েলের চেয়ে ৬৪৪ গুণ বেশি। সুতরাং যদি সত্যিই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের এত আগ্রহ থাকে, তাহলে হয়তো কেউ বলবে—আমরা এর জন্য জায়গা দিতে চাই।'

এদিকে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, হাকাবির এই বক্তব্য দীর্ঘদিনের মধ্যপ্রাচ্যনীতি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্পষ্ট সরে আসাকে তুলে ধরছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির স্মারকলিপি

ডেস্ক রিপোর্ট

কনস্যুলার সেবার ফি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক। গত ৫ জুন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভাইস কনসালের কাছে স্মারকলিপিটি হস্তান্তর করেন। প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ভূঁইয়া রুমি, কার্যনির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল কাশেম।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, যেখানে প্রবাসীরা প্রতিনিয়ত রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন, সেখানে কনস্যুলার ফি এভাবে হঠাৎ করে বাড়ানো প্রবাসীদের প্রতি অবহেলার সামিল। এতে প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং তারা হতাশার মধ্যে পড়ছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে কনস্যুলেট সার্ভিসের বিভিন্ন সেবার ফি হঠাৎ করে অনেক ক্ষেত্রে ৭৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সাধারণ প্রবাসীদের জন্য একটি অন্যায্য ও অযৌক্তিক আর্থিক চাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

প্রাইমারি নির্বাচনে মেয়র প্যানেলের প্রার্থীরা এগিয়ে

আটলান্টিক সিটি

নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে ১০ জুন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত প্রাইমারি নির্বাচনে মেয়র প্যানেলের প্রার্থীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। ডেমোক্রেটিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র মেয়র পদে, কাউন্সিল এট লার্জ পদে স্টিফেনি মার্শাল, প্যাটিসিয়া বেইলি ও বাংলাদেশি আমেরিকান সোহেল আহমদ রয়েছেন। বেসরকারি ফলাফলে তাদের এই সাফল্যে কমিউনিটিতে ব্যাপক উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে।

নির্বাচনী সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে মেয়র স্মল সিনিয়র ভোটার, কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি তার প্যানেলের প্রার্থীদের প্রতি ভোট দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে তারা চূড়ান্ত নির্বাচনে সফল হবেন।

বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত আরেকটি সমাবেশে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর রফিক এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান প্রাইমারি নির্বাচনে মেয়র প্যানেলের বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইনক
BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC
A Non Profit Tax Exempt Social-Cultural Organization

সাধারণ সভা

তারিখ: ৩০জুন, সোমবার ◆ সময়: সন্ধ্যা ৮টা
স্থান: আব্দুল্লাহ ব্যাংকুয়েট হল, (7402 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11416)

সুধী,
আগামী ৩০জুন, ২০২৫, সোমবার বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক সাধারণ সভার আয়োজন করেছে।
উক্ত সাধারণ সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আমন্ত্রণে
মোঃ আব্দুল মান্নান, সভাপতি, 347-605-2458
রেজাউল আলম (অপু), সাধারণ সম্পাদক, 929-372-5360

সার্বিক সহযোগিতায়
মুহিবুর রহমান (রুহুল), *সহ-সভাপতি* • রাজু আহমদ, *সহ-সাধারণ সম্পাদক* • আব্দুল হান্নান দুখু, *কোষাধ্যক্ষ* • মাহমুদুল কবির (রুবেল), *সাংগঠনিক সম্পাদক* • ছিদ্দিক আহমদ, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • শামছুল আলম (শিপলু), *দপ্তর সম্পাদক* • আবু রাসেল, *প্রচার সম্পাদক* • জামিল আহমদ (জাফরুল), *ক্রীড়া সম্পাদক* • ফয়েজ আহমদ, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • হাফছা ফেরদৌস হেলেন, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা* • *কার্যকরী সদস্য* মাহবুব উদ্দিন (আলম) • মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন • ইকবাল হোসেন • মাসুদুর রহমান • রেজওয়ান আহমদ • শরিফ আহমদ • ফরহাদ হোসাইন

সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী
মোজাহিদুল ইসলাম • মো: ফখর উদ্দিন • গহর কিনু চৌধুরী • হারুন মিয়া • ফখরুর ইসলাম (বেলাল)

প্রচারে: আবু রাসেল, *প্রচার সম্পাদক* || www.beanibazarsociety.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

▪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

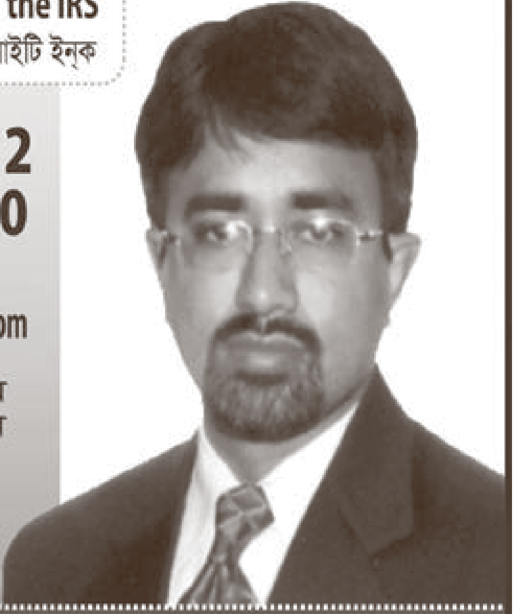

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

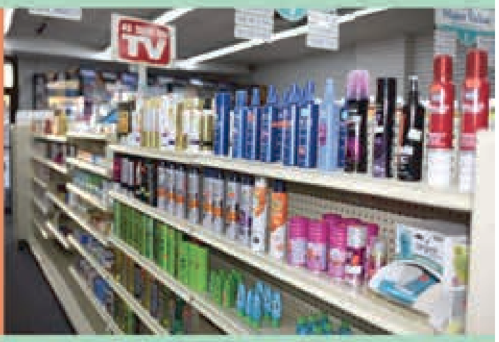

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ▪ ফ্যাক্স সার্ভিস ▪ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ▪ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ডরচেস্টার হোটেলের সামনে বিক্ষোভ

আজিজুল আম্বিয়া

যুক্তরাজ্য সফররত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানাতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ১০ জুন, মঙ্গলবার লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে।

"ইউনূসকে না বলুন"—এই মূল স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহস্রাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন। সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমান, সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক সংসদ সদস্য আবু জাহির এমপি এবং সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দও বিক্ষোভে অংশ নেন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, ড. ইউনূস যুদ্ধাপরাধের ইতিহাস বিকৃতকারী, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা এবং কথিত এনজিওর আড়ালে জনবিরোধী কার্যক্রমের উদ্যোক্তা। তারা তাকে আন্তর্জাতিকভাবে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণার দাবি জানান।

সমাবেশ চলাকালে ড. ইউনূসের সমর্থক কিছু ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানানো হয়। ঘটনাস্থলে জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিসসহ সমমনা দলগুলোর কিছু ব্যক্তি এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ব্যানার হাতে কয়েকজনকে অবস্থান করতে দেখা যায়। জামায়াত নেতা ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা, ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ এবং খেলাফত মজলিসের নেতা মাওলানা সালেহ আহমদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া কমিউনিটির পরিচিত মুখ, যেমন সিরাজ মিয়া, ব্যারিস্টার আতাউর রহমান এবং ডা. গিয়াস উদ্দিন—ড. ইউনূসের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে বোটের পাশে অবস্থান নেন, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

৪ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্ত রুপা-শাকিল

ঢাকা ডেস্ক

শেষবারের মতো প্রয়াত মায়ের মুখ দেখতে কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন সাংবাদিক ফারজানা রুপা। তাঁর সঙ্গে স্বামী সাংবাদিক শাকিল আহমেদকেও প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা ৬টার পর কারাগার থেকে পুলিশি প্রহরায় তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। বুধবার সন্ধ্যায় অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (মিডিয়া) জান্নাতুল ফরহাদ এ তথ্য জানান। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে হত্যা মামলায় পৃথক কারাগারে বন্দী এই সাংবাদিক দম্পতি।

জান্নাতুল ফরহাদ জানান, সাংবাদিক ফারজানা রুপার মা মারা যান। তাঁর মাকে শেষবার দেখার জন্য তাঁকে ও তাঁর স্বামী সাংবাদিক শাকিল আহমেদকে চার ঘণ্টার জন্য পুলিশি প্রহরায় কারাগার থেকে যেতে দেওয়া হয়। গাজীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা রুপার মায়ের মৃত্যুতে এই আদেশ দেন। কারাগারে এই আদেশ পাওয়ার পর তাঁদের পুলিশের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। তবে আদেশে বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সময় দেওয়া হলেও পুলিশ আসতে দেরি হওয়ায় তাঁদের সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মানবিক বিবেচনায় পরবর্তী চার ঘণ্টার জন্য তাঁদের পুলিশি প্রহরায় যেতে দেওয়া হয়।

Tax & Immigration Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
IRS e-file
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানির মতবিনিময় সভা।

জোহরান মামদানির সাথে মতবিনিময়

নিউইয়র্ক সিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির পরবর্তী মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সবচেয়ে তরুণ, উদ্যমী ও মুসলিম প্রার্থী জোহরান মামদানির সাথে এক বিশাল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার (৯ জুন) জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান ও ফাহাদ সোলায়মানের উদ্যোগে, প্রিসিলা ফাতেমার সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জ্যাকসন হাইটসসহ নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বরো থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতা ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জ্যাকসন হাইটসের প্রায় ৯৫ শতাংশ কমিউনিটি লিডার ও বাসিন্দারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পাকিস্তানি, আফগানিস্তানি ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান নিজে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ফোন করে আমন্ত্রণ জানান এবং ঈদের আগের রাতে এলইডি ডিজিটাল ট্রাকের মাধ্যমে ভিডিও প্রচার করে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, নিউইয়র্ক সিটির প্রায় ৫০০ মসজিদে যদি জুমার নামাজের আগে ইমামগণ মুসলিম ক্যান্ডিডেট হিসেবে জোহরান মামদানির পক্ষে ভোট চাওয়ার আহ্বান জানান, তাহলে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে এ নির্বাচনে জোহরান মামদানি বিজয়ী হবেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ, বারী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট আসেফ বারী টুটুল, সা জে চৌধুরী, মূলধারার রাজনীতিবিধ গিয়াস আহমেদ, শাহ শহিদুল হক, তরিকুল ইসলাম বাদল, ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান, ‘পরিচয়’ পত্রিকার সম্পাদক নাজমুল হুদা, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, ফারহান, মালিহা প্রমুখ।

নাভা'র ১৮তম বার্ষিক নৈশভোজ ও সম্মাননা ১৯ জুন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ আমেরিকান ভোটারস অ্যাসোসিয়েশন (নাভা) ১৮তম বার্ষিক নৈশভোজ ও সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে। আগামী বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) নিউইয়র্কের ফ্লাশিং’র বিশ্বখ্যাত ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনায় সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে এই জমকালো আয়োজন।

এবারের অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে ‘জুনটিন্থ উদযাপন : বৈচিত্র্য, সাম্য ও অন্তর্ভুক্তির চেতনায়’। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা বিলুপ্তির স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে উদযাপিত জুনটিন্থ’র তাৎপর্যকে সামনে রেখেই নাভা এবারের আয়োজন সাজিয়েছে। যেখানে তুলে ধরা হবে অভিবাসী কমিউনিটির সংগ্রাম, সাফল্য ও অবদান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিবাসীদের অধিকার ও উন্নয়নে অবদান রাখা ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা জানানো হবে। অংশ নেবেন নিউইয়র্ক রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

এতে যাদের সম্মাননা জানানো হবে তারা হলেন—কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস, গভর্নরের এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স প্রতিনিধি সিবু নায়ার, শিক্ষা-অধিকারকর্মী লিওনি হেইমসন, কমিউনিটি সংগঠক আলি রশিদ ও দিলরাজ বাচ্চু এবং বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ পরিবেশনা হিসেবে থাকছে ভিক্টরি মিউজিক অ্যান্ড ডান্স গ্রুপের ‘জুনটিন্থ ট্রিবিউট’ পরিবেশনা। মূল বক্তব্য দেবেন নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানি উইলিয়ামস। এ ছাড়াও বিশিষ্ট অতিথি ও কমিউনিটির সক্রিয় সদস্যগণ এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে করেছে আয়োজক সংস্থা।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, যারা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগ্রহী তারা নির্ধারিত অনলাইন লিঙ্কের মাধ্যমে ডিনার টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। এবারের আয়োজন হবে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি, সহমর্মিতা ও নেতৃত্ব বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, এমনটাই আশা সংশ্লিষ্টদের।

সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী

নিউইয়র্ক

রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে ওয়েস্টচেস্টার অ্যাভিনিউর সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার হলরুমে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশি প্রবাসীদের সংগঠন ‘সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশি কমিউনিটি ইনক’-এর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (৮ জুন) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে ওয়েস্টচেস্টার অ্যাভিনিউর সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার হলরুমে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে

কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে কোরবানির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা ওবায়দুল্লাহ। তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হালিম মুন্সী, উপদেষ্টা কমান্ডার (অব.) মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, কামাল উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, খবির উদ্দিন ভূঁইয়া ও প্রকৌশলী আবদুল খালেক।

কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—সহসভাপতি লিয়াকত আলী ও মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ খায়রুল ইসলাম নাসির, সমাজকল্যাণ সম্পাদক খলিলুর রহমান, সাহিত্য ও গ্রন্থাগারবিষয়ক সম্পাদক কবি সুধাংশু কুমার মণ্ডল, প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক কবি আবু তাহের চৌধুরী এবং শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক হীরা লাল দাস।

এ ছাড়া কার্যকরী সদস্য আনোয়ার ইসলাম, লুৎফুর রহমান, করপোরেট (অব.) আবদুল মতিন, মোহাম্মদ কামালসহ অনেকে অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সাধারণ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমডি মতিউর রহমান, ফারুক আহমেদ, আলতাফ হোসেন, এমডি গোলাম সাদমান, মোহাম্মদ আলম, আজমল চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল ইসলাম সাঈদ, (অব.) ব্যাংক কর্মকর্তা আতিকুর রহমান, আজিজুল হক চৌধুরী প্রমুখ।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300
OFF
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
* Minimum $10000 cash
purchase required
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

LEGAL NETWORK
INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব
অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং
CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL
COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

আজই ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করুন

আপনার ভোট গুরুত্বপূর্ণ

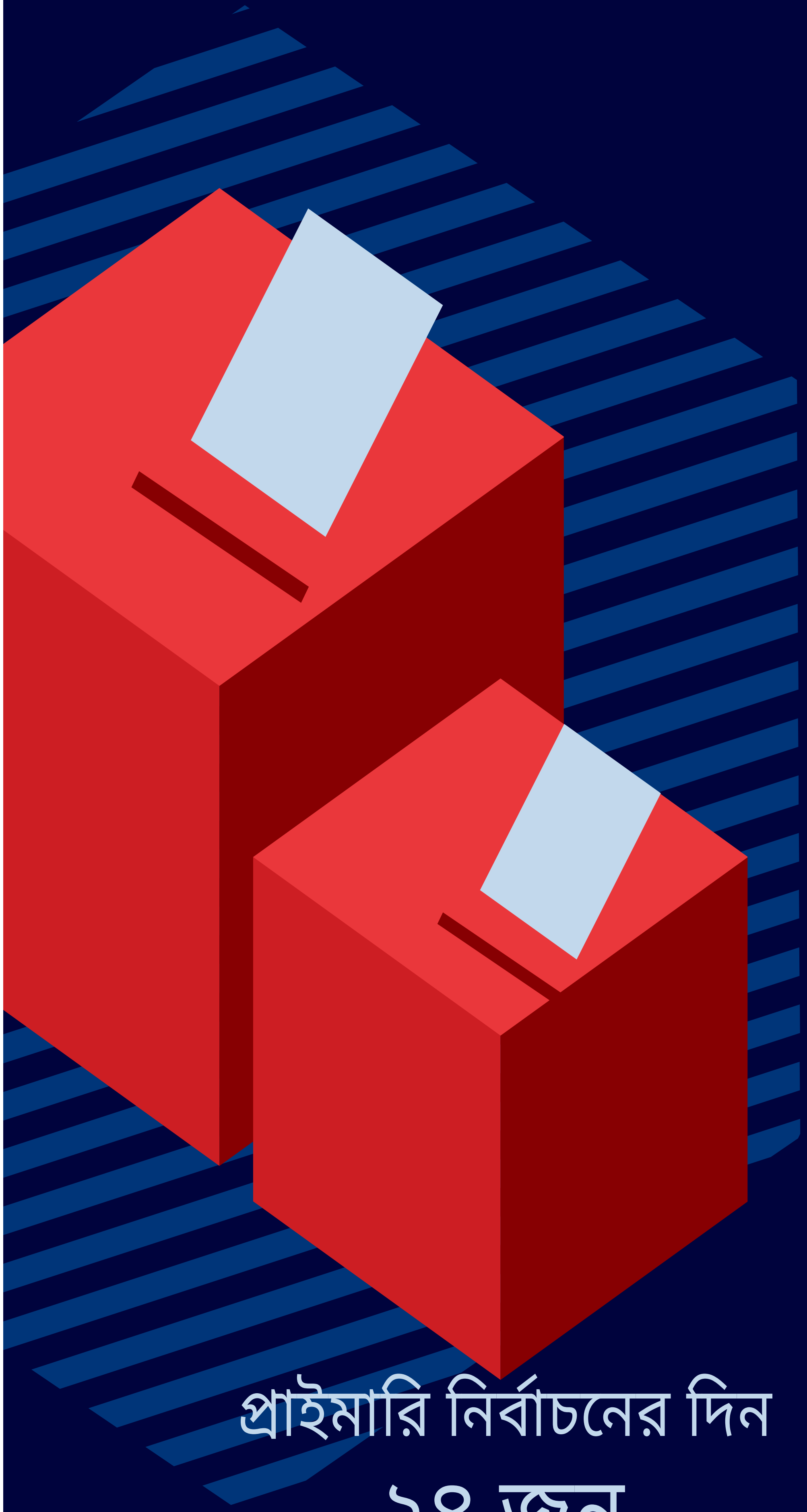

ভোট দেওয়ার জন্য কীভাবে নিবন্ধন করবেন:

অনলাইনে নিবন্ধন করতে e-register.vote.nyc দেখুন

আপনি ডাকযোগে নিবন্ধন করতে পারেন অথবা জমা দিতে পারেন। আপনি ডাকঘর বা নির্বাচন অফিস থেকে ভোটার নিবন্ধন ফর্ম পেতে পারেন, তারপর আপনি এটি ডাকযোগে পাঠাতে পারেন অথবা আপনার স্থানীয় নির্বাচন বোর্ডে জমা দিতে পারেন।

জুনের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকানদের মতো কোনও দলের সাথে নিবন্ধিত হতে হবে।

প্রাইমারি নির্বাচনের দিন
২৪ জুন

নিবন্ধনের শেষ দিন ১৪ জুন

আরও তথ্যের জন্য কল নম্বর ৩৪৭-৯৬৫-৩১৯৪ ইমেল নম্বর *kazi@drumnyc.org*
www.DrumBeatsNYC.org

DRUM
DESIS RISING UP AND MOVING

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR
CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace
Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট
CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।
COMMITTED HOME CARE
সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।
PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।
আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813
কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।
আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।
Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com
CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

• Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
• Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

- **Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- **Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- **We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
- **We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care – we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI TOWER | BARI HOME CARE | BARI SUPERMARKET | BARI RESTAURANT | BARI PARTY HALL | BARI MEDIA | BARI CHARITY FOUNDATION | BARI &BARI | BARI ESTATE | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

২২ জুন 'লিটল বাংলাদেশ' ব্রুকলিন পথমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে বসতে যাচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ ও প্রতীক্ষিত আয়োজন 'লিটল বাংলাদেশ, ব্রুকলীন পথমেলা'। ১৫তম ঐতিহ্যবাহী এ পথমেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২ জুন। চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ)-এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সহযোগিতায় আয়োজন করা হচ্ছে এ মেলা। মেলা অনুষ্ঠিত হবে 'লিটল বাংলাদেশ' খ্যাত ব্রুকলিনের ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে।

গত ৯ জুন সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ইটজি রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনে মেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সিএমবিবিএর প্রেসিডেন্ট রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি মইনুল আলম বাপ্পী। বক্তব্য রাখেন মেলা কমিটির আহ্বায়ক মামুন-উর রশিদ, মেম্বার সেক্রেটারি আনোয়ারুল আজিম, বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী আজম, সেক্রেটারি এস এম ফেরদৌস এবং বিশিষ্ট কমিউনিটি লিডার আহসান হাবিব।

আয়োজকরা জানান, এবারের মেলা পূর্বের সকল আয়োজনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাঙালি সংস্কৃতির ধারাকে প্রবাসে ধরে রাখতে মেলায় থাকবে শতাধিক স্টল, যেখানে পরিবেশিত হবে বাঙালি খাবার, পোশাক, হস্তশিল্প ও বিভিন্ন পণ্য। মেলায় থাকবে র‍্যাফেল ড্র, যার প্রথম পুরস্কার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে একটি নতুন গাড়ি। পাঁচ ডলারের টিকিটের বিনিময়ে অংশগ্রহণকারীরা আরও প্রায় বিশটি মূল্যবান পুরস্কার জেতার সুযোগ পাবেন।

প্রবাসী প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে এবং তাদের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এবারও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হবে। সেইসঙ্গে যারা কমিউনিটির উন্নয়নে আজীবন কাজ করে গেছেন, এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া হবে 'আজীবন সম্মাননা'। এছাড়াও এমন নারীদের খুঁজে বের করে সম্মাননা জানানো হবে, যারা প্রতিকূল পরিবেশেও সন্তানদের শিক্ষিত করতে ভূমিকা রেখেছেন, পাশাপাশি পরিবারের আর্থিক দায়িত্বও কাঁধে নিয়েছেন।

মেলার উপস্থাপনা হবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়, যাতে নতুন প্রজন্মও তাদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। পুরো মেলা জুড়ে সংগীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেবেন দেশ-বিদেশের জনপ্রিয় শিল্পীরা। এছাড়া সিটি ও স্টেট পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি এবং প্রবাসী কমিউনিটির গুণীজনদের শুভেচ্ছা বক্তব্যও থাকবে। বহুজাতিক সমাজে যেসব বাংলাদেশি মেধা ও কর্মগুণে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাদেরও এ মেলায় সম্মানিত করা হবে।

আয়োজকরা আরও জানান, আগত দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে থাকবে পর্যাপ্ত ভ্রাম্যমাণ টয়লেট। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, একই স্থানে ১৫ জুন বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির নিজস্ব পথমেলা আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও, কমিউনিটির বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে তারা সেই আয়োজন বাতিল করে ২২ জুনের মেলায় সম্পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় কয়েক বছর আগে নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশী নারী ও মুসলিম কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফের উদ্যোগে 'লিটল বাংলাদেশ' সাইনবোর্ড স্থাপিত হয়। এরপর থেকে এই এলাকার নামেই পথমেলার নামকরণ করা হয়েছে 'লিটল বাংলাদেশ, ব্রুকলীন পথমেলা'।

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাবের আত্মপ্রকাশ

জুয়েল সাদত

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হলো 'সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব ইনক'। সম্প্রতি ওরলান্ডোর বোম্বে গ্রিলে অনুষ্ঠিত এক উন্মুক্ত সভায় এই ক্লাবের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ওরলান্ডোর কৃতি খেলোয়াড় শফিক চৌধুরী এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠক রাসেল মিয়া। স্থানীয় খেলোয়াড়, সংগঠক ও কমিউনিটির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতভাবে একটি কার্যকর কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় শফিক চৌধুরীকে সভাপতি এবং বাহার হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত নতুন কমিটিতে সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক, ট্রেজারার, বিভিন্ন স্পোর্টস সেক্রেটারি, মিডিয়া ও এন্টারটেইনমেন্ট সেক্রেটারিসহ একটি বিস্তৃত পরিসরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের

মনোনয়ন দেওয়া হয়। পাশাপাশি, অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি পরামর্শক বোর্ডও গঠন করা হয়েছে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এই সংগঠনটি ভবিষ্যতে ওরলান্ডোসহ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার সকল ক্রীড়া কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। ক্লাবটির নেতৃত্বে প্রবাসী তরুণদের মাঝে খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে রুতবা ইয়াসমিন চাঁদে পা রাখতে যাচ্ছেন!

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রথম বাংলাদেশি ও নারী হিসেবে চাঁদে পা রাখতে যাচ্ছেন রুতবা ইয়াসমিন। 'স্পেস নেশন'-এর মুন পায়োনিয়ার মিশনের প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করে চাঁদে পা রাখার দৌড়ে সামনের সারিতে আছেন। গত ১৬ এপ্রিল স্পেস নেশন জানায়, তাদের মিশনে অংশ নেওয়া অধিকাংশ সদস্যই নারী এবং রুতবা তাদের একজন।

রুতবা ঢাকার স্কলাস্টিকা স্কুল থেকে ম্যাসাচুসেটসের মাউন্ট হোলিওক কলেজে যান। ২০১৪ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে ডিগ্রি এবং গণিতে মাইনর শেষ করেন। পরবর্তীতে কোভিডের সময় বাংলাদেশে ফিরে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ডেটা সায়েন্সে উচ্চতর ডিগ্রি এবং ২০২৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আলাবামা থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

মহাকাশ আবহাওয়া নিয়ে রুতবার গবেষণা। বিশেষ করে 'ভূচৌম্বকীয় ঝড়' তাঁর আগ্রহকে আরও গভীর করে। রুতবার অনুপ্রেরণা ছিলেন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। রুতবা মনে করেন, মহাকাশে নারীর অংশগ্রহণ এখনও সীমিত, তবে এটি পরিবর্তনের সময় এসেছে। তিনি বলেন, 'মহাকাশ শিল্পে মাত্র ১১ শতাংশ মহাকাশচারী নারী। এ চিত্র বদলানো জরুরি।'

'মুন পায়োনিয়ার মিশনে' তাঁর প্রশিক্ষণ ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং। স্পেসস্যুট পরা, ইভিএ বা মহাকাশের বাইরে কাজ এবং মিশন কন্ট্রোলে যোগাযোগ রক্ষা করার কৌশল শেখা ছিল মূল বিষয়। সিমুলেশনে একটি বিপজ্জনক ত্রুটির সময়, রুতবা জরুরি ইভিএ করে পরিস্থিতি সামাল দেন। পরে তিনি মিশন কন্ট্রোলের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দলের সদস্যদের আইএসআরইউ (স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার) মডিউলের দিক নির্দেশনা দেন।

রুতবার মতে, এই মিশন দলগত কাজ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও চাপের মধ্যে সমস্যা সমাধানের দারুণ এক পরীক্ষা। তিনি বলেন, 'আমাদের সাফল্য ছিল প্রস্তুতি, সমন্বয় ও নেতৃত্বের ফল।' তাঁর দল, 'ম্যাগ৭' এই মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

রুতবা ভবিষ্যতে চাঁদের ওপর গবেষণা, নমুনা সংগ্রহ এবং আর্টেমিস মিশনের মতো বড় প্রকল্পে কাজ করতে চান। তাঁর লক্ষ্য, শুধু চাঁদে পা রাখা নয়, ইতিহাস গড়ে নারীদের সামনে পথ খুলে দেওয়া। তিনি বলেন, 'আমি মহাকাশ অনুসন্ধানে ঐতিহাসিক অবদান রাখতে চাই'।

ট্রাম্পকে নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়ে অনুতপ্ত ইলন মাস্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

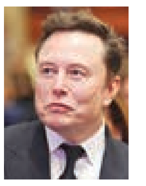

ইলন মাস্ক সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। দুই জনের মধ্যে সম্পর্ক যে তলানিতে তারই ইঙ্গিত ছিল এগুলো। তবে সেসব মন্তব্যের জন্য এখন অনুশোচনা করছেন মাস্ক। নিজেই বিতর্ক উসকে দেওয়ার কয়েক দিন পর মাস্ক অবস্থান থেকে সরে এসেছেন।

বুধবার এক্স হ্যান্ডলে মাস্ক লিখেছেন, 'গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট @realDonaldTrump সম্পর্কে আমার কিছু পোস্টের জন্য আমি অনুতপ্ত। সেগুলো একটু বেশিই বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল।'

এই বিরোধের সূত্রপাত ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবিত ব্যয় বিল নিয়ে মাস্কের মন্তব্য থেকে। এই বিলটি ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের অভ্যন্তরীণ এজেন্ডার কেন্দ্রবিন্দু বলে বিবেচিত হয়েছিল। মাস্ক এই বিলটিকে 'ঘৃণ্য জঘন্য কাজ' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং এর সমর্থনকারী রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিশোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কানাডার লেকে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও পাইলটের মর্মান্তিক মৃত্যু

ফারজানা নাজ শম্পা

কানাডার অন্টারিও প্রদেশের কাওয়ার্থা লেক অঞ্চলের স্টারজন হ্রদে নৌকা উল্টে প্রাণ হারিয়েছেন বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং ৭৮৭-এর ক্যাপ্টেন সাইফুজ্জামান গুড্ডু ও বিজিএমইএ-এর সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ও টিম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল্লাহ হিল রাকিব (পাপ্পু)। গত রোববার (৮ জুন) দুপুরে তাঁরা রাকিবের ছেলে সহ একটি ছোট ক্যানু বোটে হ্রদে ঘুরতে নামলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাকিবের ছেলে সাঁতরে তীরে ফিরতে পারলেও বোট উল্টে যাওয়ার পর গুড্ডু ও রাকিব শীতল পানিতে ডুবে যান। উদ্ধারকারী দল পরে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

ক্যাপ্টেন গুড্ডু সম্প্রতি পরিবারসহ টরন্টো এসেছিলেন বড় মেয়েকে দেখতে। অন্যদিকে, আবদুল্লাহ হিল রাকিব ছেলের সঙ্গে সেখানে অবস্থান করছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, সঠিক প্রশিক্ষণ ও লাইফ জ্যাকেটের অভাবেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

রাকিবের প্রথম জানাজা বুধবার সন্ধ্যায় টরন্টোর ড্যানফোর্থ এলাকার সুন্নাতে জামাত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর মরদেহ বৃহস্পতিবার ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবে এবং শুক্রবার রাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবে। শনিবার বিজিএমইএ ভবন ও ডিওএইচএস মসজিদে জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হবে।

ক্যাপ্টেন সাইফুজ্জামানের মরদেহ বাংলাদেশে আনার বিষয়ে বিমানের টরন্টো অফিস কানাডায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এই দুই মৃত্যুতে কানাডা ও দেশের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিউইয়র্কে সেরাদের সেরা বাঙালি কন্যা জেকে অরণী

রোকেয়া দিপা

শত ব্যস্ততা, চ্যালেঞ্জ, প্রতিবন্ধকতার সাথে সম্ভাবনার শহর নিউইয়র্ক। এখানে কেউ পিছিয়ে পড়ে আবার কেউ এগিয়ে যান, এগিয়ে নিয়ে যান পিছিয়ে পড়াদের। তেমনি একজন জেকে অরণী গুণগুণ। যার আলোয় আলোকিত হলো পুরো বাঙালি কমিউনিটি। সিটি কলেজ অব নিউইয়র্কের (সিসিএনওয়াই) দ্য গ্রোভ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং'র ২০২৫ সালের 'ভ্যালেডিকটোরিয়ান' হিসেবে শুধু নিজের বিভাগ নয়, বরং পুরো ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের সেরা ছাত্রীর সম্মান অর্জন করেছেন তিনি।

বাংলাদেশি প্রবাসী পরিবারে বেড়ে ওঠা গুণগুণের শিক্ষা, সংগ্রাম আর সাফল্যের এই পথ সহজ ছিল না। মূলত আর্থ সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ালেখা করেন। এর পাশাপাশি সোশিওলজিতেও দ্বিতীয় মেজর করেন কলিন পাওয়েল স্কুল থেকে। যা তার চিন্তার ব্যাপ্তি ও বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ দেয়।

গুণগুণের নেতৃত্বগুণও অনন্য। কোভিড-১৯ মহামারির ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যাওয়া নিউইয়র্ক ওয়াটার এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের স্টুডেন্ট ক্লাবকে তিনি নিজ উদ্যোগে পুনরায় সচল করেন এবং চেয়ারপারসনের দায়িত্বে থেকে ক্লাবটিকে রাজ্যসেরা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সিসিএনওয়া 'র ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই ক্লাব নিউইয়র্ক স্টেটের সেরা ক্লাবের মর্যাদা পায়।

তার সাফল্যের ঝুলিতে রয়েছেসি সিএনওয়াই ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই মেডেল, কিউনি ক্রেস্ট অ্যাওয়ার্ড এবং এশিয়ান অ্যালামনাই স্কলারশিপসহ নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। প্রতি সেমিস্টারেই তিনি ডিন'স লিস্টে নিজের জায়গা নিশ্চিত করেছেন, যা তার একাডেমিক উৎকর্ষের ধারাবাহিকতার প্রমাণ।

নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে গুণগুণ বলেন, এই অর্জন আসলে আমার একার নয়। আমার বাবা-মা, শিক্ষকেরা, এবং বন্ধুদের প্রতিটি সহায়তা, উৎসাহ আর বিশ্বাস আমাকে বারবার ভরসা জুগিয়েছে।

জেকে অরণী গুণগুণ

আমি শুধু পড়াশোনায় নয়, নেতৃত্ব, কমিউনিটি বিল্ডিং ও পরিবেশগত সচেতনতা নিয়েও কাজ করতে পেরেছি। সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমি বিশ্বাস করি নারী, সংখ্যালঘু বা প্রবাসী—এই পরিচয়গুলোকে সীমাবদ্ধতা নয়। শক্তি হিসেবে দেখলেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

গুণগুণের পেছনে রয়েছে একটি দৃঢ়, উৎসাহদায়ী পরিবার। বাবা খাইরুল ইসলাম পাখি একজন অভিনেতা, উপস্থাপক ও শিক্ষাবিদ। নিউইয়র্ক স্টেটের একজন লাইসেন্সড রিয়েলটর হিসেবেও কাজ করছেন। মা জ্যাকলিন গোমেজ কাজ করছেন হিউম্যান রিসোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে। একমাত্র ভাই রণবীর রাজ্যও লেখাপড়ায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

নিউইয়র্কে সিসিএনওয়াই'র সেরা ছাত্রীর স্বীকৃতি পাওয়া জেকে অরণী গুণগুণের এই কৃতিত্বকে বাঙালি কমিউনিটি গভীর সম্মান জানাচ্ছে। কমিউনিটি সদস্যরা বলছেন, গুণগুণের এই সাফল্য আমাদের সবার জন্য গর্বের বিষয়। নিউইয়র্কের মতো প্রতিযোগিতামূলক শহরে একজন বাঙালি মেয়ে যেভাবে নিজের পরিচয় ধরে রেখেছে এবং শীর্ষে উঠে এসেছে, তা আমাদের তরুণদের জন্য এক অনুপ্রেরণা। আমরা আশা করি তার মতো আরও অনেক তরুণ প্রতিভা বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করবে।

ZOHRAN
MAMDANI
মেয়র পদপ্রার্থী
VOTE
JUNE
24
ভোট দিন
২৪ জুন
RANK ZOHRAN #1
FOR A SAFE AND AFFORDABLE NEW YORK
নিরাপদ ও সাশ্রয়ী নিউ ইয়র্কের জন্য
Zohran-কে ১ নম্বরে রাখুন
ZOHRANFORNYC.COM
PAID FOR BY ZOHRAN FOR NYC, A CANDIDATE FOR NYC MAYOR

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে ইসলামের অনুসারী—পিউ গবেষণার তথ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ধর্মীয় জনসংখ্যা নিয়ে করা গত এক দশকের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বৈশ্বিক জনসংখ্যায় ইসলামের অংশ বেড়েছে, অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মের অংশ কমেছে। গত সোমবার প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর হার ১.৮ শতাংশ বেড়ে ২৫.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা ২৩০ কোটি ছাড়ালেও, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের অংশ ১.৮ শতাংশ কমে হয়েছে ২৮.৮ শতাংশ।

এই পরিবর্তনের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে গবেষকেরা মুসলিমদের কম বয়স এবং তুলনামূলকভাবে বেশি জন্মহারকে চিহ্নিত করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের গড় বয়স ছিল প্রায় ২৪ বছর, যেখানে মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের গড় বয়স ছিল ৩৩ বছর।

পিউয়ের প্রধান গবেষক কনরাড হ্যাকেট বলেন, 'মাত্র দশ বছরে এত বড় পরিবর্তন খুবই বিস্ময়কর।

যুক্তরাষ্ট্রে 'ট্রাম্প কার্ড' বিক্রি শুরু, খরচ ৫৩ কোটি টাকা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের নতুন পথ হিসেবে চালু হলো 'ট্রাম্প কার্ড'। মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং পুনরায় প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এই কার্ড চালুর ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন। এবার তা বাস্তবায়িত হলো। পাঁচ মিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৩ কোটি টাকা পরিশোধ করে এই কার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে।

'ট্রাম্প কার্ড', যা 'গোল্ড কার্ড' নামেও পরিচিত, সরাসরি মার্কিন নাগরিকত্ব না দিলেও দেশটিতে প্রবেশ এবং বসবাসের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে বলে দাবি করা হয়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই কার্ড হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশে ঢোকার সবচেয়ে সুন্দর পথ।

কার্ডের আবেদন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে ট্রাম্পকার্ড ডট গভ নামক ওয়েবসাইটে। ওয়েবসাইটে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে আগ্রহীদের ওয়েটলিস্টে থাকতে হবে। নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করলেই মিলবে কার্ডটি।

তবে ট্রাম্প স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, কার্ড পাওয়ায় সরাসরি নাগরিকত্ব মিলবে না। তিনি বলেন, এটি একটি অভিজাত সুযোগ, তবে এটি গ্রিন কার্ড নয়। বরং গ্রিন কার্ডের চেয়েও একধাপ উঁচু মর্যাদার প্রতীক।

আইনসভার অনুমতি ছাড়াই এই কর্মসূচি চালু করার বিষয়ে প্রশ্ন উঠলেও ট্রাম্পের যুক্তি, এ কার্ডে কোথাও নাগরিকত্বের নিশ্চয়তা নেই—শুধু প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। মার্কিন বাণিজ্য সচিব হওয়ার্ড লুটনিক বলেছেন, বিশেষ করে ভারতীয় এবং অন্যান্য এশীয় ধনীদের জন্য এটি বড় সুযোগ হতে পারে। যারা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে চান, তাঁদের জন্য এটা একটি প্রিমিয়াম এন্ট্রি স্কিম, মন্তব্য করেন তিনি।

ট্রাম্পের এই ঘোষণা এমন এক সময় এলো যখন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ইস্যুতে বিতর্ক তুঙ্গে। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হলে তিনি কঠোর অভিবাসন নীতিতে ফিরে যাবেন বলে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

এদিকে অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই উদ্যোগে বৈষম্যের ঝুঁকি রয়েছে। ধনীদের জন্য প্রবেশের আলাদা রাস্তা তৈরি হলে সাধারণ অভিবাসনপ্রার্থীদের জন্য সুযোগ আরও সংকুচিত হতে পারে।

আটলান্টিক সিটিতে কৃষ্ণভক্তদের ধর্মসভা

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে কৃষ্ণভক্তদের উদ্যোগে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৮ জুন) সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির ১৪১১ পেনরোজ অ্যাভিনিউর প্রার্থনা হলে আয়োজিত এ ধর্মসভায় ছিল ধর্মীয় আলোচনা, হরিনাম সংকীর্তন, মালা জপ, সমবেত প্রার্থনা, ভজন ও কীর্তন।

আলোচকেরা বলেন, ভগবানকে লাভ করতে হলে চাই চিত্তশুদ্ধি। আর ভগবানের ভজনেই চিত্তশুদ্ধি ঘটে। চিত্তশুদ্ধি ছাড়া ভগবৎ দর্শন সম্ভব নয়। তাঁরা আরও বলেন, ধর্মচর্চা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল হতে শেখায়। পাশাপাশি ধর্মচর্চা নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরিতে সহায়তা করে।

ধর্মসভার পরিবেশজুড়ে ধ্বনিত হতে থাকে—

'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম',

যা সৃষ্টি করে এক অপূর্ব সুরমূর্ছনা।

ধর্মসভার বিভিন্ন পর্বে অংশ নেন কৃষ্ণভক্ত সুমন মজুমদার, প্রদীপ দে, তৃপ্তি সরকার, গঙ্গা সাহা, মেরি দে, দীপা দে জয়া, সুমি মজুমদার সরকার, মিনু নন্দী, ইন্দিরা চৌধুরী ও সোমা বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মিলিত কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তনের সুললিত সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রার্থনা হল। 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম' ধ্বনিতে উপস্থিত সবার মনপ্রাণ ভরে ওঠে এক অনির্বচনীয় আনন্দে। ধর্মসভা শেষে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভারতে বিধ্বস্ত উড়োজাহাজ, নিহত আড়াই শতাধিক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতের গুজরাট রাজ্যের আহমেদাবাদে বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই শিশুসহ ২৩২ যাত্রী এবং ১২ জন ক্রুবাহী যুক্তরাজ্যের লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে। উড্ডয়নের মাত্র পাঁচ মিনিট পর আহমেদাবাদের মেঘানি অঞ্চলে বিজে মেডিক্যাল কলেজ নামে একটি হাসপাতালের হোস্টেল ভবনের ওপর এটি বিধ্বস্ত হয়।

এয়ার ইন্ডিয়ার এআই১৭১ ফ্লাইটটি আহমেদাবাদের সরদার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাচ্ছিল। উড়োজাহাজটি বেলা ১টা ৩৮ মিনিটে সরদার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করেছিল। এক কর্মকর্তা জানান, আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের (গ্যাটউইক) উদ্দেশে ১টা ৩৮ মিনিটে উড্ডয়ন করে উড়োজাহাজটি। টেকঅফের পাঁচ মিনিট পরই মেঘানি নগরের একটি আবাসিক এলাকায় এটি বিধ্বস্ত হয়। একে এক দশকের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা বলা হচ্ছে।

গুজরাটের শীর্ষ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তা বিধি চৌধুরী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘প্রায় ২৯৪ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থীও রয়েছেন। কারণ, উড়োজাহাজটি যে ভবনের ওপর বিধ্বস্ত হয়, সেখানে তাঁরা অবস্থান করছিলেন।’ উড়োজাহাজের এক যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান বিধি চৌধুরী। হাসপাতালগুলোয় জীবিত অনেককে পাওয়া যেতে পারে বলে ধারণা তাঁর।

পুলিশ কর্মকর্তা বিধি চৌধুরীর বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনায় ২৬০ জন নিহত হয়েছেন। উড়োজাহাজটি আছড়ে পড়া এলাকায় থাকা ১৯ জন নিহত হয়েছেন।

তবে ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইকে স্থানীয় পুলিশের উপকমিশনার কানন দেশাই জানিয়েছেন, আহমেদাবাদের সিভিল হাসপাতালে ২৬৫ জনের মরদেহ নেওয়া হয়েছে বলে তাঁরা জেনেছেন।

উড়োজাহাজের প্রধান পাইলট ছিলেন ক্যাপ্টেন সুমিত সাবহারওয়াল ও সহকারী পাইলট ছিলেন ক্লাইভ কুন্ডার। প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উড্ডয়নের পরপরই বিমানে বড় ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়, যে কারণে দ্রুত নিচে নামতে গিয়ে উড়োজাহাজটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনার পর আহমেদাবাদ বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছে ও সব ফ্লাইট চলাচল স্থগিত করা হয়েছে।

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণীর। ঘনিষ্ঠদের এ কথা জানিয়েছেন সে রাজ্যের পুলিশের ডিজি।

এর আগে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের বরাত দিয়ে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, ওই উড়োজাহাজের ২৪২ আরোহীর সবাই নিহত হয়েছেন। তবে বিধ্বস্ত উড়োজাহাজটির একজন যাত্রী অন্তত বেঁচে আছেন। যুক্তরাজ্যের নাগরিক ওই ব্যক্তির নাম বিশ্বাস কুমার রমেশ (৪০)। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail: jibonsongi2024.com
Phone: 281-912-7812
713-900-6023

বেইজমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ প্লেস কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ লং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে । 718-675-9305

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

কানাডায় সড়ক দুর্ঘটনায় তরুণ ইবরাজ এহসানের মৃত্যু

ডেস্ক রিপোর্ট

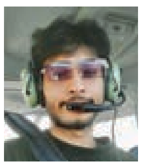

জারিফ ইবরাজ

কানাডার টরেন্টোতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বাংলাদেশি তরুণ জারিফ ইবরাজ এহসান (২২)।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল গত ৪ জুন, বুধবার। টরেন্টোর পিকারিং এলাকায় স্কুটি চালিয়ে যাওয়ার সময় একটি গাড়ি ইবরাজকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পর তাঁকে দ্রুত সানিব্রুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে দীর্ঘ সময় লাইফ সাপোর্টে থাকার পর, ১০ জুন, সোমবার ইবরাজ মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইবরাজের বাবা আবু সাঈদ মোহাম্মদ কিবরিয়া পেশায় পাইলট। দুই ছেলের মধ্যে ইবরাজ ছিলেন বড়। বাবার পথ অনুসরণ করে তিনিও পাইলট হওয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লাইং ক্লাবে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বর্তমানে কানাডার ফ্লাইং ক্লাবে প্রশিক্ষণরত ছিলেন।

ইবরাজের মা তাইফা জোবাইয়ের সিদ্দিকী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জোবায়ের সিদ্দিকীর কন্যা। ইবরাজের মৃত্যুর খবরে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন মন্ট্রিয়েলে ছুটে আসেন। পরিবারের সদস্য তালহা সিদ্দিকী জানান, ইবরাজের নামাজে জানাজা ১১ জুন, বুধবার স্থানীয় সময় বাদ জোহর পিকারিং ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে তাঁকে ডাফিন মেডোস কবরস্থানে দাফন করা হবে। শোকাহত পরিবার, বন্ধু, স্বজন এবং কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইন্জিনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রযজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

রুম ভাড়া

জুলাই মাসের জন্য এলমহার্স্ট (M & R Train) সাবওয়ের ১ ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ১টি বড় ফার্নিশড রুম ভাড়া হবে।Contact: (347) 935 9410.

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা ১৪৫-০২ ১০৭ এভিনিউ তে একটি বেসমেনট ব্যাচেলর এর কাছে ভাড়া দেয়া হবে । সাবওয়ে J, E,F LIRR, Air Train, বাস: Q 40,60,8,6,112, মসজীদ ও গ্রোসারী ইত্যাদি হাতের নাগালে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে । 917 939-1866, 347 990 5862, 646 413 2229

Apartment for Rent

173-06 Warwick Crescent, Jamaica, NY 11432 (between 173rd & 175th street on Hillside Avenue).
2 bedroom, 2 full bathroom, open concept kitchen and living room for rent starting July 1st 2025. Monthly rent is $2,300.00 (Heating, Gas & Electricity are tenant’s responsibility).No garage or parking spot available. **Contact Phone: (347)684-2169, (347)239-7512**

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com
Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

মিশিগানে ঈদুল আজহা উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে গত শুক্রবার (৬ জুন) ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়েছে। অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট, হ্যামট্রাম্যাক, ওয়ারেন, ট্রয়, স্টার্লিং হাইটস, রয়েল অক, ডিয়ারবর্নসহ বিভিন্ন স্থানের বাঙ্গালি মুসলিম অধিবাসীরা সকালে বিভিন্ন মসজিদে ঈদের জামাতে অংশ নেন। সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত হয় ওয়ারেন সিটির হলমিচ পার্কে। এখানে ঈদের নামাজ শুরু হয় সকাল সাড়ে ৮টায়। এতে কয়েক হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

মিশিগানে বাংলাদেশি আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন মসজিদেও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কয়েকটি মসজিদে একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে। ঈদের জামাতে মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

প্যাটারসনের প্রবাসী ইছবর আলী আর নেই

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউজার্সির প্যাটারসনে বসবাসরত প্রবাসী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (ইছবর আলী) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। ৮ জুন রোববার বিকেল ৫টায় তিনি প্যাটার্সনের নিজ বাড়িতে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

ইছবর আলী ছিলেন সিলেটের প্রখ্যাত অভিবাসী মরহুম হাবিব আলীর ভাগ্নে। বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় অভিবাসনের ইতিহাসে হাবিব আলী এক কিংবদন্তি নাম, আর তার ভাগ্নে ইছবর আলী সেই উত্তরাধিকার বহনকারী একজন সম্মানিত প্রবাসী। তাদের পরিবারের বহু সদস্য বর্তমানে নিউজার্সি ও আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছেন।

একজন সফল ব্যবসায়ী, সমাজসেবক ও সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে ইছবর আলী কমিউনিটিতে ছিলেন অতি পরিচিত। প্রবাস জীবনে তিনি শুধু নিজেই প্রতিষ্ঠিত হননি, বরং অন্যদের পাশে দাঁড়িয়েছেন নিঃস্বার্থভাবে।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার গ্রামের বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার ঘাঘুয়া গ্রামে।

সোমবার এশার নামাজের পর প্যাটারসনের জালালাবাদ মসজিদে তার নামাজে জানাজা শেষে পরদিন নিকটস্থ মুসলিম সেমিট্রিতে তাকে সমাহিত করার কথা পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে। ইছবর আলীর মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

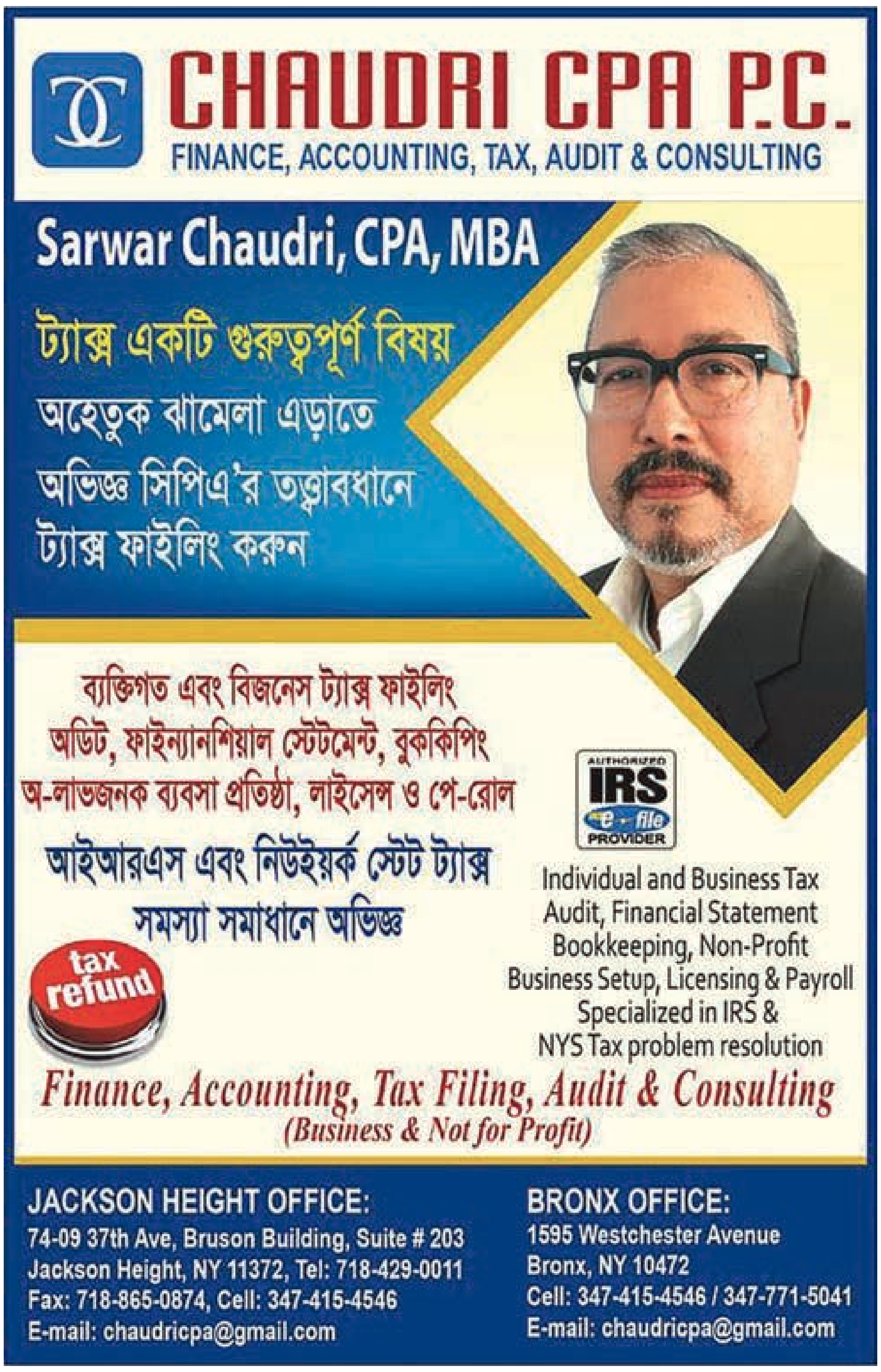

ফ্লোরিডায় ২৯তম এশিয়ান

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে জর্জিয়া স্টেট সিনেটর নাবিহা ইসলাম পার্কার্স ফিতা কেটে এক্সপোর আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘোষণা করেন। দুই দিনের এই আয়োজনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাসহ ১০টি দেশের শিল্পীদের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

এক্সপোর প্যাভিলিয়নের বাইরে ছিল নানা দেশের খাবারের স্টল, গহনা ও পোশাকের দোকান। প্রায় ৯০টি স্টলে ছিল দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। প্রথম দিনে মোজা ও মোনালীর সঙ্গীত পরিবেশনা এবং দ্বিতীয় দিনে অরবিন্দ, প্রীতম ও প্রতিক হাসানের দুর্দান্ত পারফর্মেন্স মঞ্চ মাতিয়ে তোলে।

দুই দিনে প্রায় ২৫ হাজার প্রবাসীর উপস্থিতিতে এই আয়োজন হয়ে ওঠে এক বিশাল মিলনমেলা। পুরো আয়োজন জুড়ে ছিল নিখুঁত পরিকল্পনা, সময়নিষ্ঠতা এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা। প্রধান আয়োজক এম রহমান জহির ও তাঁর টিমের প্রতি দর্শকদের সম্মান ও প্রশংসা ছিল চোখে পড়ার মতো।

২০২৫ সালে শুটিং

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমাদের কমিউনিটি ও প্রতিবেশীদের কথা শুনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এলাকায় বিভিন্ন রিসোর্স ব্যবহার করেছি। ফলাফল স্পষ্ট—২০২৫ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে শুটিং ও হত্যা অপরাধের হার রেকর্ড স্তরে নামেছে। গত মে মাসে রেকর্ড তৈরি হয়েছে ইতিহাসে সর্বনিম্ন শুটিং ও হত্যাকাণ্ডের জন্য। এই বিশাল কমে যাওয়ার কারণে ২০২৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসে শহরজুড়ে শুটিং ও হত্যার ঘটনা ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে।"

তিনি বলেন, "এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং আমাদের প্রশাসনের বন্দুক সহিংসতা নির্মূলের প্রতি স্পষ্ট ও অবিচল মনোযোগের ফল।"

এই বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত নিউইয়র্ক পুলিশ ২ হাজান ২০০টির বেশি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে; যা পাড়া, পরিবার ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। এবং ক্ষমতায় আসার পর অ্যাডামস প্রশাসন দ্বারা গত তিন বছরে ২২ হাজারের বেশি অবৈধ বন্দুক রাস্তা থেকে সরানো হয়েছে। প্রতিটি বন্দুক সরানো মানে একটি জীবন বাঁচানো এবং সহিংসতার প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি।

অ্যাডামস্ বলেন, "আমি আগেও বলেছি—আমাদের অপরাধীদের রাস্তা থেকে সরাতে হবে এবং অবৈধ অস্ত্র তাদের হাত থেকে নিতে হবে। আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে, অপরাধীদের বিচার করতে হবে এবং অপরাধ পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হবে। প্রতিটি নিউইয়র্কবাসীকে নিরাপদ বোধ করতে হবে, সে শহরের যেকোনো স্থানে থাকুক না কেন।"

গত তিন বছরে শুটিং ও হত্যাকাণ্ডে ধারাবাহিক পতন ঘটেছে। অ্যাডামস্ প্রসাশন ক্ষমতায় আসার পর শুটিং ও হত্যা অপরাধ যথাক্রমে ৫৩.৯ শতাংশ ও ৪১.৪ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে ষষ্ঠ ত্রৈমাসিকে অপরাধ হ্রাস পাচ্ছে, যেখানে হত্যা, ডাকাতি, গুরুতর আঘাত, চুরিসহ বড় ধরনের অপরাধ কমেছে। বিশেষ করে, ২০২৫ সালের মে মাসে শহরজুড়ে মোট অপরাধের হার ৪.৯ শতাংশ কমেছে। আরও দেখা যাচ্ছে শুটিং এবং ভিকটিমদের সংখ্যা, পরিবহন অপরাধ, আবাসন অপরাধ, খুচরা চুরি ও হেইট ক্রাইমে আশাব্যঞ্জক পতন ঘটেছে। শুটিংয়ের ঘটনা আগের বছরের তুলনায় ৩৮.৬ শতাংশ কমেছে, যা ৪১ জন কম শুটিং ভিকটিম নির্দেশ করে।মেট্রোও ক্রমশ নিরাপদ হচ্ছে; গত মাসে সমস্ত বরো জুড়ে ট্রানজিট অপরাধ ৫.৬ শতাংশ কমেছে।

অ্যাডামস্ বলেন, "যদিও এই সংখ্যা প্রকৃত অগ্রগতি দেখাচ্ছে, আমরা থামবো না যতক্ষণ না প্রতিটি নিউইয়র্কবাসী নিজের বাড়িতে, মেট্রোতে এবং রাস্তায় নিরাপদবোধ করে। আমাদের অবিচল নিরাপত্তা মনোযোগ এবং সাহসী এনওয়াইপিডির কঠোর পরিশ্রমের জন্য নিউইয়র্ক সিটি আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ বড় শহর হিসেবে আছে। আমরা প্রতিদিন ও প্রতিটি স্থানে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাবো যাতে একটি নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং পরিবার গড়ার জন্য আদর্শ শহর গড়ে উঠতে পারে।"

সংগ্রামের দীর্ঘ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর নির্বাচিত হওয়ায় এদিন লায়ন শাহ নওয়াজকে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রবাসী সমাজের বিশিষ্টজনরা, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

লায়ন শাহ নেওয়াজ বলেন, এই সম্মান আমার একক অর্জন নয়, এটি আপনাদের সকলের ভালোবাসা ও সহযোগিতার ফল। তিনি বলেন, এই দীর্ঘ পথচলায় অনেক বাধা এসেছে, অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। তবে আমি কখনো হাল ছাড়িনি। সততা, কঠোর পরিশ্রম আর মানুষের ভালোবাসা ও দোয়াই আমাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ বলেন, এই যাত্রাপথে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, যদি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার সহধর্মিণী রানো নেওয়াজ সব সময় আমার পাশে ছিলেন। তার সাহস, সহনশীলতা আর ভালোবাসা না থাকলে আমার এই পথচলা আরও কঠিন হতো। আমি সব সময় চেষ্টা করেছি প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশের মানুষের জন্য কিছু করার—চাকরির সুযোগ, সহযোগিতা কিংবা কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করা।

শাহ নেওয়াজ বলেন, আজ আমি শুধু আমার নিজের জন্য না, আমার দুই সন্তান যেন সৎ, পরিশ্রমী ও মানুষের উপকারে আসে এই প্রার্থনাই করি। তারা যেন সত্যিকারের মানুষ হয়ে বাঙালি কমিউনিটির কল্যাণে অবদান রাখতে পারে এই দোয়া চাই আপনাদের সবার কাছে।

তিনি আরও বলেন, আমি স্বপ্ন দেখি, প্রবাসী বাংলাদেশিরা একদিন একটি সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও সম্মানজনক কমিউনিটি গড়ে তুলবে। যা দেশের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা লায়ন শাহ নওয়াজের এই সফলতাকে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য গৌরবের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন। তারা তার কমিউনিটির প্রতি অবদান স্বীকার করে ভবিষ্যতেও কমিউনিটির পাশে থাকার জন্য উৎসাহ দেন।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কেক কাটা এবং ভোজের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে সন্ধ্যাটি শেষ হয়।

সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পত্তি জব্দ

শেষ পৃষ্ঠার পর

মিত্র। সাইফুজ্জামানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ তদন্ত করছে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো।

আই–ইউনিটকে দেওয়া বিবৃতিতে এনসিএর একজন মুখপাত্র বলেন, 'আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে চলমান একটি দেওয়ানি তদন্তের অংশ হিসেবে এনসিএ কয়েকটি সম্পত্তি জব্দের আদেশ (ফ্রিজিং অর্ডার) পেয়েছে।'

সম্পত্তি জব্দের আদেশের ফলে কার্যত সাইফুজ্জামান চৌধুরী এখন সেগুলো আর বিক্রি করতে পারবেন না। এমন সময় 'ব্রিটেনের এফবিআই' হিসেবে পরিচিত পুলিশি সংস্থাটি এই পদক্ষেপ নিয়েছে, যখন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস লন্ডন সফর করছেন।

এর আগে ২৩ মে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের ছেলে আহমেদ শায়ান এফ রহমান ও ভাতিজা আহমেদ শাহরিয়ার রহমানের লন্ডনের ৯টি সম্পদ জব্দের আদেশ পাওয়ার কথা জানিয়েছিল এনসিএ। এসব সম্পদের অর্থমূল্য প্রায় ৯ কোটি পাউন্ড (১৬৪ টাকা ধরে যা প্রায় ১ হাজার ৪৭৯ কোটি ৩৮ লাখ টাকা)।

গত বছর আল–জাজিরার এক প্রামাণ্যচিত্রে বলা হয়েছিল, ৫৬ বছর বয়সী সাইফুজ্জামান যুক্তরাজ্যে ৩৫০টির

> গত বছর আল–জাজিরার এক প্রামাণ্যচিত্রে বলা হয়েছিল, ৫৬ বছর বয়সী সাইফুজ্জামান যুক্তরাজ্যে ৩৫০টির বেশি সম্পদের (বাড়ি ও ফ্ল্যাট) মালিক। এর মধ্যে ঠিক কতগুলোর বিষয়ে এনসিএ পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

বেশি সম্পদের (বাড়ি ও ফ্ল্যাট) মালিক। এর মধ্যে ঠিক কতগুলোর বিষয়ে এনসিএ পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে আই-ইউনিট এতটুকু জানাতে পেরেছে যে লন্ডনের সেন্ট জনস উডে সাইফুজ্জামানের বিলাসবহুল বাড়িটি জব্দের তালিকায় রয়েছে।

আল-জাজিরার আই-ইউনিটের ছদ্মবেশী সাংবাদিকদের গোপনে ধারণ করা ভিডিওতে ১১ মিলিয়ন পাউন্ড (১৮১ কোটি ৪৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা) দিয়ে কেনা এই বাড়ির দৃশ্য ছিল। সরকারের মন্ত্রী থাকাকালে সাইফুজ্জামান যে সম্পদ অর্জন করেছিলেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সাংবাদিকেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

ওই সাক্ষাতের সময় সাইফুজ্জামান সাংবাদিকদের কাছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা তাঁর সম্পত্তির বিবরণ তুলে ধরেন। ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে আল–জাজিরার সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, 'আমি আসলে তাঁর ছেলের মতো।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'তিনি জানেন, আমার এখানে ব্যবসা আছে।'

গত অক্টোবরে "দ্য মিনিস্টার'স মিলিয়নস" শীর্ষক আল–জাজিরার ওই প্রামাণ্যচিত্রে বলা হয়, বন্দরনগরী চট্টগ্রামের একটি প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য সাইফুজ্জামান। দেশের মুদ্রা আইন অনুযায়ী একজন নাগরিকের বাংলাদেশ থেকে বছরে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ডলার বিদেশে নিতে পারার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও একটি বিশাল সম্পদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন তিনি। তদন্তে বেরিয়ে আসে, সাইফুজ্জামান লন্ডন, দুবাই ও নিউইয়র্কে আবাসন ব্যবসায় ৫০ কোটি ডলারের বেশি ব্যয় করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ট্যাক্স রিটার্নে তাঁর এসব বিদেশি সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

আল–জাজিরাকে দেওয়া আগের এক বিবৃতিতে সাইফুজ্জামান বলেছিলেন, বিদেশে তাঁর সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যবহৃত তহবিল বাংলাদেশের বাইরের বৈধ ব্যবসা থেকে এসেছে। তিনি বছরের পর বছর এসব ব্যবসার মালিক। সাবেক এই মন্ত্রী আরও দাবি করেন, তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দমননীতির শিকার।

ড. ইউনূসকে ভোটে বিদায় দিন

শেষ পৃষ্ঠার পর

অবস্থার অবসান ঘটান এবং একটি সুস্থ সুন্দর পরিবেশ পৃথিবীতে ফিরে আসে।'

কোরবানীর আগে গরুর মুখ বেঁধে রাখা, রাতভর ঘুমাতে না দেয়া বা পশুর সামনে দা ধারানো নিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষের মতো পশুরও প্রাণ আছে আবেগ অনুভূতি আছে। সমগ্র জাতি গোষ্ঠী পশু বক্ষণ করে, সেটার একটা সহজাত প্রক্রিয়া হচ্ছে, খাওয়ার জন্য জবাই করা। আমেরিকায় দেখেছি কোরবানীর সময় হাতে স্টানার করা হয়, পশুর গলার এমন একটি অংশে কাটা হয়, যেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই পশুটি নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আবার মেশিনের মাধ্যমে বা মাথায় শ্যুট করেও কোরবান করা হয়। কোরবানীর জন্য যে পশুটিকে নির্ধারণ করা হবে তা হতে হবে নিঁখুত, সুন্দর প্রেজেন্টেবল। আরেকটি বিষয় হল সেই পশুটির সামনে কোরবানীর সময় বা আগে এমন কিছু করা যাবে না যাতে পশুটি বুঝতে পারে যে সে কোরবান হতে যাচ্ছে। ইসলামের শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে, পশুটাকে কষ্ট দেয়া যাবে না, যত দ্রুত সম্ভব জবাই করে মাংস থেকে চামড়া আলাদা করতে হবে। তার সামনে আরেকটা পশুকে কোরবানী করা যাবে না, এটা আরেকটা নিয়ম। প্রশ্ন করতে পারেন কষ্ট না দিয়ে কোরবানী হবে কীভাবে? বিষয়টা হল কোরবানী তাকে করতে হবে, তবে হাদিস শরিফে বিস্তৃত আছে প্রক্রিয়াটা সহজ হতে হবে, কষ্ট দেয়া যাবে না। কোরবানীর আগে গরুর মুখ বেঁধে রাখা, রাতভর ঘুমাতে না দেয়া বা পশুর সামনে দা ধারানো-অমানবিক কাজ।'

শ্যুটিং করে কোরবানী করা জয়নান আবেদীনের কাছে অমানবিক বলে মনে হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'শ্যুট করে জবাই করার বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তবে শ্যুট করে জবাই করলে হালালের বিষয়ে কোনো অসুবিধা হবে না, পশুটার এত জোর থাকে যে তাকে কনট্রোল করার কোনো সুযোগ থাকেনা এবং যাতে সে অন্যকে আক্রমণ করতে না পারে, এমন অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে এই প্রক্রিয়াটা করা হয়।'

কোরবানির বদলে সে অর্থে দুস্থদের সাহায্য করলে ভালো হয় কিনা-কুলসুম আক্তার সুমীর এমন প্রশ্নে জয়নাল আবেদীন বলেন, 'আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে পালনের জন্য যে নিয়মনীতিগুলো বলে দিয়েছেন, সেগুলি অনুসরণ করতে হবে। যেমন-রোজা না রাখতে পারলে সেটার বিনিময়ে দুস্থদের খাওয়াতে হবে, যাকাতের জন্য বিধান আছে আপনার সম্পদের ২.৫ শতাংশ আল্লাহ এর রাস্তায় দান করতে হবে। এগুলো বাধ্যতামূলক। কোরবানীর বিষয়টা হল-আপনাকে কোরবানী দিতে হবে যেহেতু আপনার সন্তানকে কোরবানী করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তাঁর শিশুপুত্র ইসমাইলকে কোরবানী করার সিদ্ধান্তে পৃথিবীর ইতিহাসে যে উদাহরণ স্থাপন করে গিয়েছেন, সে উদাহরণের প্রেক্ষিতে পশু কোরবানীর জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আল-আমিন তাঁর হাবিবের মাধ্যমে পরবর্তিতে জানিয়ে দিয়েছেন পশু কোরবানী দিলেও আপনার পক্ষ থেকে কোরবানীটা আদায় হবে। সুতরাং কোরবানী দিতে হবে সামর্থ্য থাকলে, আপনি কোরবানীর গোস্ত বিতরণের সাথে

> জয়নাল আবেদীন জানান, সরকারের ভালো কাজগুলো দেখতে হবে, সাথে মন্দ কিছু হলেও আলোচনায় আনতে হবে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষ করে কিছু বিএনপি নেতার মন্তব্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'বিএনপি কোনো বিশেষ দেশের প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে এবং পতিত সরকারের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসন করতে চাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

দুস্থদের কিছু আর্থিক সহায়তা করতে পারেন যেন তারা প্রয়োজনীয় আনুসাঙ্গিক জিনিসগুলো কিনতে পারে। ফলে একটা আরেকটার সাবস্টিটিউট হবে না। অর্থাৎ কোরবানী যেটা ওয়াজিব করা হয়েছে, সেটা না করে শুধুমাত্র দান করার মাধ্যমে আপনার ওয়াজিব আদায় হবে না।'

ঈদ প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে উপস্থাপিকা কুলসুম আক্তার সুমী বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বিভাজন, জটিলতা ও অস্থিরতার বিষয়টি টেনে বলেন, বাংলাদেশের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ, সংস্কার না নির্বাচন- তা এখন আলোচনার তুঙ্গে। ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চাইছে বিএনপি। তবে অন্তর্বর্তী সরকার ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন দেওয়ার কথা বলছে। আমরা জানি, নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আসলে বর্তমানে দেশের সংস্কার ও নির্বাচন কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায় জয়নাল আবেদিন বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে দেশের কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত নই। তবে বাংলাদেশী হিসেবে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন আমাদের ভাবনায় দেশ থাকেই। সবারই তা থাকে এবং থাকা উচিত— দেশপ্রেম ঈমানেরও অঙ্গ। সেই ভালোবাসা ও উদ্বেগের জায়গা থেকে আমি যে জিনিসটা প্রত্যক্ষ করেছি, স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৫৪ বছরে দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো—আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জামাত ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে। সেক্ষেত্রে কে কিভাবে তা উপভোগ করেছে সেটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের বিষয়। এ সময়ের মধ্যে নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে দেশ এখন এক ক্রান্তিকালে উপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন দেওয়ার কথা আসছে, সংস্কারের কথা আসছে। নির্বাচন, সংস্কার ও সরকারের ম্যান্ডেট নিয়ে জোরালো আলোচনা হচ্ছে। বিগত সরকারের স্বৈরশাসনে জনগণ ভোটাধিকার হারিয়েছে। ভালো সরকারের জন্য যে শক্তিশালী বিরোধী দল প্রয়োজন তাকে ধ্বংস করা হয়েছে। আমরা দেখেছি দেশে কোন রকমের কোন নিরাপত্তা ছিলো না, ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, ৫৭ জন সেনা অফিসারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, গুম-খুন আয়না ঘরের মতো নানা পদ্ধতিতে ভিন্ন মতকে দমন করা হয়েছে। এসবের প্রেক্ষিতে অতিষ্ট মানুষ, ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হয়েছে তার ম্যান্ডেট নেই-তা ঠিক নয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন বিকল্প না পেয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছে, ঘর ও বাইরের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে গত দশ মাস সম্মানের সাথে সেই সরকার দেশ পরিচালনা করে আসছে।'

আলেচনা পর্বে শেষের দিকে যুক্ত হন এইচ বি রিতা। তিনি জয়নাল আবেদীনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকেও নির্বাচন নিয়ে হুমকি দিতে দেখা গেছে। তারেক রহমানের 'কড়া বার্তার' পরও যখন সরকার থেকে ডিসেম্বরে নির্বাচন নিয়ে কোনো রোডম্যাপের আশ্বাস নেই, প্রতিশ্রুতি নেই, তখন বিএনপি আসলে কী করতে পারে-বলে আপনি মনে করেন?

জয়নাল আবেদীন বলেন, 'গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই। তবে যে বিএনপি গত পনেরো বছর ধরে কোন কথাই বলতে পারেনি, রাস্তায় দাঁড়াতে পারেনি আজকের দিনে তাদের এসব কথায় সন্দেহের অবকাশ জাগে। বিএনপির নেতৃবৃন্দের দশমাস আগের কথা আর আজকের কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষের প্রেসক্রিপশন আছে আর তা দিচ্ছে আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারত। ভারত কখনোই স্বনির্ভর বাংলাদেশ দেখতে চায় না। আমরা চাই সুপ্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক হোক ভারতের সাথে। বিগত সরকার ক্ষমতা স্থায়ী করার জন্য ভারতকে সবকিছু দিয়েছে বিনিময়ে ফারাক্কা বা তিস্তার পানি কোন একটিও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। বর্তমানে ড. ইউনূসের নেতৃত্বে ভারত এমনকি বিশ্বের অন্য অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিকভাবে সম্মানের সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক উত্তরণের জন্য বর্তমান সরকারকে সাধুবাদ দিতে হবে।'

তিনি আরো জানান, সরকারের ভালো কাজগুলো দেখতে হবে, সাথে মন্দ কিছু হলেও আলোচনায় আনতে হবে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষ করে কিছু বিএনপি নেতাদের মন্তব্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'বিএনপি কোনো বিশেষ দেশের প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে এবং পতিত সরকারের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসন করতে চাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

পরিশেষে তিনি আবারো ফিরে যান ঈদ কেমন হবে সে প্রশ্নের জবাবে। তিনি বলেন, 'আমরা যে নিউইয়র্ক রাজ্যে বসবাস করছি বাংলাদেশ গোটা দেশটাই তার প্রায় সমান অথচ সেখানে একশ আশি মিলিয়ন মানুষের বাস। এতো জনসংখ্যার দেশে সমস্যা, ঝামেলা থাকবেই। তবুও আশা রাখি, রোজার ঈদের মতোই আনন্দমুখর পরিবেশে পালিত হবে এই ঈদ।'

এভাবেই ঈদুল আজহা আনন্দ, প্রশ্ন পর্ব এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সেদিনের 'টক অফ দ্য উইক' পর্বটির সমাপ্তি ঘটে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় 'প্রথম আলো ইউএসএ' ফেসবুক পেইজে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে 'টক ফ দ্য উউক' আলোচনা পর্বটি।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী পালিত

বাফেলো বিএনপির উদ্যোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের বাফেলোতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে এক দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। গত ৩০ মে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির বাফেলো শাখা এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

এসময় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা অহিদুল ইসলাম।

বাফেলো বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা ও নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক সদস্য ইমতিয়াজ আহমদ বেলালের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা, সাবেক নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টম্যান্ট এবং বাংলাদেশ পুলিশের কর্মকর্তা শেখ ওয়াহিদুজ্জামান।

আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটি বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এস আই শাহীন, সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মকবুল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা তানভির আহমেদ, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক মোঃ আব্দুল কাদের, বাফেলো বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হক বাবুল, বাফেলো বিএনপি নেতা এ কে এম হানিফ, সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন; বাফেলো বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ জামাল হোসেন, সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য মোহাম্মদ আজির উদ্দিন, বাফেলো বিএনপির সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম সোহেল, দাউদকান্দি উপজেলার সাবেক যুবদল নেতা শামীম মিয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা মনিরুজ্জামান।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শুকুর আলী, হাবিবুর রহমান, আরশাদ হোসেন, সেলিম খান, এস এম শাহাজাহাজাদা, ফিরোজ আহমেদ, মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ তামজিদ, সুমন আহমদ, বাবুল তালুকদার, মুজিব হায়দার বদরুল, ইঞ্জিনিয়ার বেলাল উদ্দিন, দেওয়ান আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ তামিম, ইয়াদ মোর্শেদ জীবন, ফরিদ হোসেন, আখতার মিয়া, সৈয়দ রাসেল আলি, শামীম তরফদার, ফারুক মিয়া, জাহাঙ্গীর হোসাইন, মাসুদ আহমেদ, মুজিব আহমদ, মোঃ সুহেল সরদার, সুলতান শিকদার, শাকিব আকতার, মোঃ তরিকুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আইনু ইসলাম, মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম, আজগর হোসেন, রাশেদ আহমেদ, মোহাম্মদ আলমগীর, মোঃ সাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, মোঃ চৌধুরী সেলিম, জাহিদুল চৌধুরী, মনিরুল আহসান, ইয়হিয়া খান, সরকার করদ্দুছ, তৌহিদু মাওলা, সৈয়দ রাসেল, মোঃ মাসুদ মিয়া, সামসুদ্দিন, মোঃ শামীম তরফদার, মোঃ কাদের হাওলাদার, আশিকুর রহমান, মোঃ ইউসুফ মিয়াজী, মোঃ টি হোসাইন, মোঃ বাসার, মোঃ আব্দুস সাত্তার টুচুল, মাহফুজ ইয়াস, নাফিস আহমদ, লায়েক মিয়া, লিয়াকত এম তারিফ, রিপন প্রমুখ।

'গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার আগামী ১৪ জুন

বাল্টিমোর

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ১৪ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'দ্যা ফিউচার অব ডেমোক্রেসি এন্ড দ্যা রোল অব ইন্টারিম গভর্ণমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার। ইউএস-বাংলাদেশ এডভোকেসি কাউন্সিলের আয়োজনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে কপিন স্টেট ইউনিভার্সিটির সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি সেন্টারে। বিকেল ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত চলবে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি ও গণতন্ত্রের গতিপ্রবাহ, বিশেষ করে সম্ভাব্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমিকাকে কেন্দ্র করেই এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা ও মার্শা বার্নিক্যাট, যাঁরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও গণতন্ত্র উন্নয়নে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেন।

সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেবেন প্রখ্যাত একাডেমিক, গবেষক, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও সমাজবিদগণ, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর ড. জামাল উদ্দিন, মেজর (অবঃ) মনজুরুল হক, ডা. মাকসুমুল হাকিম, ডা. আহমেদ নেওয়াজ খান সেলাল, মুশফিকুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার খুরশিদ সাব্বির এবং হাসান চৌধুরী।

আটলান্টিক সিটিতে রথযাত্রা আগামী ২৮ জুন

সুব্রত চৌধুরী

আগামী ২৮ জুন (শনিবার) নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উদযাপিত হবে।

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির এন্ড কালচারাল সেন্টার, প্লেনফিল্ড, নিউজার্সির উদ্যোগে ওইদিন দুপুর দুইটায় আটলান্টিক সিটির বোর্ডওয়াক সংলগ্ন রোড আইল্যান্ড এভিনিউ থেকে রথযাত্রা শুরু হয়ে বোর্ডওয়াকের কেনেডি প্লাজায় এসে শেষ হবে।

রথযাত্রার বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে জগন্নাথ দেবের পূজার্চনা, হরিনাম সংকীর্তন, বিশ্ব শান্তি ও মানবতার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহাপ্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি।

আয়োজকরা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রথযাত্রার কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহন করে রথযাত্রা উৎসব সফল করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

গাজায় গণহত্যার নতুন অস্ত্র অনাহার

ক্রিস হেজেস

এটিই শেষ। গণহত্যার রক্তমাখা শেষ অধ্যায়। দ্রুতই সব শেষ হয়ে যাবে। খুব বেশি হলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। বিশ লাখ মানুষ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বা খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। ইসরায়েলি গোলা, ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, বোমা আর গুলিতে প্রতিদিন ডজন ডজন মানুষ হতাহত হচ্ছে। তাদের আরও জুটছে বিশুদ্ধ পানীয় জল, ওষুধ ও খাদ্যের অভাব। তারা ভেঙে পড়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

এই ভয়াবহ গল্পের শেষ পাতাগুলোতে, ইসরায়েল নিষ্ঠুরভাবে ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিদের খাবারের প্রলোভন দেখাচ্ছে। তাদের মিশর সীমান্তবর্তী নয় মাইল দীর্ঘ সংকীর্ণ ও জনাকীর্ণ ভূমির ফালিতে যাওয়ার লোভ দেখাচ্ছে। ইসরায়েল ও তাদের কপটভাবে নামাঙ্কিত গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ), যা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও মোসাদ দ্বারা পরিচালিত বলে অভিযোগ, ক্ষুধাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণ গাজায় প্রলুব্ধ করছে, ঠিক যেভাবে নাৎসিরা ওয়ারশ ঘেটোর ক্ষুধার্ত ইহুদিদের মৃত্যুশিবিরে ট্রেনে উঠতে প্রলুব্ধ করেছিল। উদ্দেশ্য ফিলিস্তিনিদের খাওয়ানো নয়। কেউই গুরুত্ব সহকারে যুক্তি দেখায় না যে, পর্যাপ্ত খাবার বা ত্রাণ কেন্দ্র আছে। উদ্দেশ্য হলো ফিলিস্তিনিদের কড়া পাহারায় রেখে নির্বাসিত করা।

এরপর কী হবে? আমি অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা ছেড়ে দিয়েছি। ভাগ্য আমাদের চমকে দেওয়ার পথ খুঁজে বের করে। কিন্তু গাজার এই মানব-কসাইখানায় একটি চূড়ান্ত মানবিক বিস্ফোরণ ঘটবে। আমরা তা দেখছি ফিলিস্তিনিদের ক্রমবর্ধমান ভিড়ে, যারা একটি খাবারের প্যাকেট পাওয়ার জন্য লড়াই করছে, যার ফলস্বরূপ ত্রাণ বিতরণের প্রথম আট দিনে ইসরায়েলি ও মার্কিন বেসরকারি ঠিকাদারেরা অন্তত ১৩০ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে এবং সাত শতাধিক মানুষকে আহত করেছে। আমরা তা দেখছি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দ্বারা গাজার আইএসআইএস-সংশ্লিষ্ট গ্যাংগুলোকে অস্ত্র সজ্জিত করার মধ্য দিয়ে, যারা খাদ্য সামগ্রী লুট করছে। ইসরায়েল, যারা ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থান সংস্থা (UNRWA)-এর শত শত কর্মচারী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মচারী এবং পুলিশকে হত্যা করেছে, তারা সুপরিকল্পিতভাবে নাগরিক সমাজের পতন ঘটিয়েছে।

আমার সন্দেহ, ইসরায়েল মিশর সীমান্ত বরাবর বেড়া ভাঙার সুযোগ করে দেবে। মরিয়া ফিলিস্তিনিরা হুড়োহুড়ি করে মিশরের সিনাইয়ে ঢুকবে। হয়তো অন্য কোনোভাবে এর শেষ হবে। কিন্তু এটি দ্রুতই শেষ হবে। ফিলিস্তিনিদের আর বেশি কিছু সহ্য করার নেই।

আমরা–এই গণহত্যার পূর্ণ অংশগ্রহণকারী–যারা গাজাকে খালি করা এবং বৃহত্তর ইসরায়েলকে বাড়িয়ে চলার উন্মাদ লক্ষ্য অর্জন করব। আমরা এই সরাসরি সম্প্রচারিত গণহত্যার ওপর পর্দা নামিয়ে দেব। আমরা হলোকাস্ট অধ্যয়নের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামগুলোকে উপহাস করেছি। এটা গণহত্যা বন্ধ করার জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে নয়, বরং ইসরায়েলকে এমন এক চিরন্তন শিকার হিসেবে মহিমান্বিত করতে তৈরি করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ইসরায়েলকে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 'আর কখনো নয়'–এই বাক্যটি এখন একটি প্রহসন। যখন আমাদের গণহত্যা থামানোর ক্ষমতা থাকে এবং আমরা তা করি না, তখন আমরা দোষী–এই বোঝাপড়া আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গণহত্যা একটি জননীতি। আমাদের দুটি শাসক দল দ্বারা এটি অনুমোদিত ও সমর্থিত।

বলার আর কিছু বাকি নেই। হয়তো আমাদের বাকরুদ্ধ করে দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। কেননা পক্ষাঘাতগ্রস্তরা কি কিছু অনুভব করে? হয়তো সেটাও একটা উদ্দেশ্য যে, আমাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেওয়া। কে না আঘাত পেয়েছে, বলুন? সেটাও হয়তো পরিকল্পিত ছিল। মনে হয়, কোনো কিছুতেই এই হত্যাকাণ্ড থামানো যাবে না। নিজেদের অরক্ষিত মনে হয়। আমরা অসহায় বোধ করি। গণহত্যা যেন এক প্রদর্শনী।

আমি আর ছবিগুলো দেখতে পারছি না।

সারি সারি ছোট ছোট কাফনে জড়ানো দেহ। শিরশ্ছেদ করা নারী ও পুরুষ। নিজেদের তাঁবুতে জীবন্ত দগ্ধ পরিবারগুলো। অঙ্গ হারানো বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুরা। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে টেনে বের করা মরদেহগুলোর ফ্যাকাসে মুখাবয়ব। শোকের আর্তনাদ। শীর্ণ মুখ। আমি আর পারছি না।

এই গণহত্যা আমাদের তাড়িয়ে বেড়াবে। এটি সুনামির শক্তিতে ইতিহাসের পাতায় প্রতিধ্বনিত হবে। এটি আমাদের চিরতরে বিভক্ত করে দেবে। ফিরে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই।

আর কীভাবে আমরা মনে রাখব? মনে না রাখার মাধ্যমেই।

একবার এই ঘটনা শেষ হয়ে গেলে, যারা এটাকে সমর্থন করেছে, যারা এটাকে উপেক্ষা করেছে, যারা কিছুই করেনি–তারা সবাই ইতিহাসকে নতুন করে লিখবে। এমনকি তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাসকেও। যুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানিতে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল যে, নিজেকে নাৎসি বলে স্বীকার করত। অথবা আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে বর্ণবৈষম্য শেষ হওয়ার পরও নিজেদের কু-ক্লাক্স-ক্লানের সদস্য বলে স্বীকার করত কেউ কেউ। এক জাতি নিষ্পাপ। এমনকি ভুক্তভোগীও। এবারও একই হবে। আমরা ভাবতে ভালোবাসি যে, আমরা আনা ফ্রাঙ্ককে বাঁচাতাম। কিন্তু সত্যটা ভিন্ন। সত্য হলো, ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে আমাদের প্রায় সবাই কেবল নিজেদেরই বাঁচাব, এমনকি অন্যের ক্ষতি করেও। কিন্তু এই সত্যটা মেনে নেওয়া কঠিন। এটাই হলোকাস্টের আসল শিক্ষা। বরং এটাকে মুছে ফেলাই ভালো।

আপনি একটি জাতিকে ধ্বংস করতে পারবেন না। ২০ মাস ধরে তাদের বাড়িঘর, গ্রাম ও শহর নিশ্চিহ্ন করতে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করতে পারবেন না, হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে পারবেন না, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত করতে অবরোধ আরোপ করতে পারবেন না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ভূমিতে তারা বসবাস করেছে, সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারবেন না এবং পাল্টা প্রতিক্রিয়া আশা করবেন না। গণহত্যা শেষ হবে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হবে। যদি আপনি মনে করেন যে তা হবে না, তাহলে আপনি মানব প্রকৃতি বা ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ওয়াশিংটনে দুই ইসরায়েলি কূটনীতিকের হত্যাকাণ্ড এবং কলোরাডোর বোল্ডারে একটি বিক্ষোভে ইসরায়েলের সমর্থকদের ওপর হামলা কেবল শুরু মাত্র।

চাইম এঙ্গেল। তিনি পোল্যান্ডে নাৎসিদের সোবিবোর ডেথ ক্যাম্পে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন। বর্ণনা করেছেন কীভাবে তিনি একটি ছুরি দিয়ে ক্যাম্পের একজন প্রহরীকে আক্রমণ করেছিলেন। বহু বছর পর চাইম এঙ্গেল ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'এটা কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। আপনি শুধু প্রতিক্রিয়া দেখান, প্রবৃত্তিগতভাবেই আপনি সেটার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখান, এবং আমি ভেবেছিলাম, 'আমাদের এটা করতে দাও, এবং যাও, গিয়ে কর।' আর আমি গেলাম। আমি সেই লোকটির সাথে অফিসে গেলাম এবং আমরা এই জার্মানকে হত্যা করলাম। প্রতিটি খোঁচায় আমি বলছিলাম, 'এটা আমার বাবার জন্য, আমার মায়ের জন্য, এই সব মানুষের জন্য, তোমরা যে সমস্ত ইহুদিদের হত্যা করেছ তাদের জন্য'।"

কেউ কি ফিলিস্তিনিদের ভিন্নভাবে কাজ করার আশা করে? যখন ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র, যারা নিজেদের সভ্যতার অগ্রদূত হিসেবে তুলে ধরে এবং তারা এমন একটি গণহত্যার সমর্থন করেছে, যা তাদের বাবা-মা, তাদের সন্তান, তাদের সম্প্রদায়কে হত্যা করেছে, তাদের ভূমি দখল করেছে এবং তাদের শহর ও বাড়িঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে–তখন তারা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে? যারা তাদের প্রতি এমন করেছে, তাদের ঘৃণা না করে তারা কীভাবে পারবে?

এই গণহত্যা কেবল ফিলিস্তিনিদের কাছে নয়, বরং গ্লোবাল সাউথের কাছে কী বার্তা দিচ্ছে?

এটি দ্ব্যর্থহীন যে, আপনি গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন। মানবিক আইন আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আপনার কষ্ট, আপনার সন্তানদের হত্যায় আমরা পরোয়া করি না। আপনি কীট। আপনি মূল্যহীন। আপনাকে হত্যা করা, অনাহারে রাখা এবং বঞ্চিত করা উচিত। আপনাকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা উচিত।

আমি এমন অনেক মানুষকে চিনি, যাদের সাথে বছরের পর বছর ধরে পরিচয় থাকলেও আর কখনো কথা বলব না। তারা জানে কী ঘটছে। কে না জানে? তারা তাদের সহকর্মীদের বিচ্ছিন্ন করার, ইহুদি-বিদ্বেষী হিসেবে কলঙ্কিত হওয়ার, নিজেদের অবস্থান ঝুঁকিতে ফেলার, তিরস্কৃত হওয়ার বা চাকরি হারানোর ভয় পায়। ফিলিস্তিনিদের মতো তারা মৃত্যুর ঝুঁকি নেয় না। তারা তাদের অবস্থান ও সম্পদের সেইসব করুণ স্মারক নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নেয়, যা তারা সারা জীবন ধরে তৈরি করেছে।

আর এইসব স্মারকের পদতলে পড়ে আছে হাজার হাজার নিহত ফিলিস্তিনি।

ক্রিস হেজেস : দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী সাবেক সাংবাদিক ও মধ্যপ্রাচ্য ব্যুরো প্রধান।

জনআস্থার ডিজিটাল সেবা থেকে দুর্নীতির আখড়া?

শাহাবুদ্দিন শুভ

ডাক বিভাগের ডিজিটাল সার্ভিস নগদ চালুর পর থেকেই নানা ধরনের অভিযোগ উঠে এসেছে। শুরুতেই যদি তিনটি পত্রিকার মাত্র তিনটি শিরোনাম দেখা যায়, তাহলে বোঝা যায় কীভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি এক সময়ে জনআস্থা অর্জনের পরও দুর্নীতির মঞ্চে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে দেশের পটপরিবর্তনের পর অনেকে আশা করেছিলেন যে, অন্তত নতুন বা সংস্কারবাদী শক্তিগুলোর ভেতরে কোনো অনিয়ম হবে না। আমিও ছিলাম সে বিশ্বাসে। কিন্তু বাস্তবতা হতাশাজনক। যাদের উপর মানুষ আস্থা রেখেছিল, সেই নতুন প্রজন্মেরই কিছু সুবিধাভোগী ব্যক্তি এত দ্রুত এবং এত নির্লজ্জভাবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে, তা কল্পনাও করা যায়নি।

এখানেই মুলত হতাশা ফিরে আসে। সাধারণ মানুষ যখন গতানুগতিক রাজনৈতিক শক্তির বাইরে বিকল্প খুঁজছিল, তখন কিছু ব্যক্তির স্বজনপ্রীতি, অস্বচ্ছতা এবং লোভ সেই আশাকে বিষিয়ে তোলে। নগদ এর সাম্প্রতিক দুর্নীতি তথ্যগুলো কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়, পুরো ব্যবস্থার ওপরই প্রশ্ন তুলে দেয়।

শুধু তিনটি শিরোনাম দেখলেই বোঝা যায় কেমন করে নগদ একটি সম্ভাবনাময় প্ল্যাটফর্ম থেকে দুর্নীতির এক রোল মডেলে পরিণত হয়েছে - নগদ-এ ২৩০০ কোটি টাকার দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের প্রমাণ মিলেছে: দুদক (ডেইলি স্টার)

যেভাবে বেহাত নগদের শতকোটি টাকা (মানব জমিন), ব্যক্তিগত কর্মকর্তার স্ত্রীকে নগদে চাকরি দেওয়া ঠিক হয়নি, তদন্ত হবে: ফয়েজ আহমদ (প্রথম আলো)

বাংলাদেশে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) "নগদ" (Nagad)-এর যাত্রা শুরু হয় ২০১৯ সালের ২৬ মার্চ, স্বাধীনতা দিবসে। এটি বাংলাদেশের ডাক বিভাগের একটি ডিজিটাল আর্থিক সেবা, যা বাংলাদেশ পোস্ট অফিস এবং নগদ লিমিটেড যৌথভাবে পরিচালনা করে। নগদের লক্ষ্য ছিল মোবাইলের মাধ্যমে সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ লেনদেনের সুযোগ করে দেওয়া এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করা। যাত্রার পর থেকে নগদ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, বিশেষ করে এর "ডিজিটাল কেওয়াইসি (e-KYC)" ও "ইনস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট খোলা" প্রক্রিয়ার কারণে।

"মোবাইলে অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নগদ-এ প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার দুদকের সহকারী পরিচালক রুহুল হক ও তানজির আহমেদের নেতৃত্বে একটি দল প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালায়। অভিযানের পর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ পাওয়ার কথা জানায় তারা। তানজির আহমেদ বলেন, 'আমরা নথিপত্র সংগ্রহ করেছি। দুদকে বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগে এসব নথিপত্র খতিয়ে দেখা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'নগদের ৭০ শতাংশের বেশি মালিকানা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের। তাই, বিদেশে অর্থ পাচার করা হয়েছে কিনা তা আমরা খতিয়ে দেখব। এ ছাড়াও, নগদের পেছনে আওয়ামী লীগের কে বা কারা রয়েছেন এবং ডাক বিভাগের সঙ্গে অন্যায্য চুক্তিতে কে কে প্রভাব রেখেছিল সেটিও সেটিও যাচাই করা হবে।' এ বিষয়ে নগদের প্রশাসক মোহাম্মদ বদিউজ্জামান দিদার গণমাধ্যমকে বলেন, প্রাথমিক অনুসন্ধানে ১,৭০০ কোটি টাকা পাচার এবং ৬০০ কোটি টাকার ই-মানি সংক্রান্ত অনিয়ম পাওয়া গেছে।" (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ডেইলি স্টার)

এই তথ্যটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যানারে পরিচালিত একটি সংস্থাতেও কীভাবে বিশাল অঙ্কের অর্থ পরিকল্পিতভাবে পাচার করা সম্ভব। এটি কেবল একটি প্রতিষ্ঠান বা একক ঘটনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর ও গভীরতর কাঠামোগত ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরে। নানা সময়ে আমরা দেখতে পাই, কেউ একজন যখন দায়িত্বশীল পদে বসেন, তখন তার চেতনা, মূল্যবোধ ও নৈতিক অবস্থান একধরনের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায় অথবা বলা চলে, সেগুলো হারিয়ে যায়। মানুষের আস্থাকে পুঁজি করে যারা দায়িত্ব গ্রহণ করে, তারা বসার চেয়ারের আরামেই ভুলে যায় জনগণের সেই বিশ্বাস আর প্রত্যাশার কথা। এই বিশ্বাসঘাতকতাই বারবার এই সমাজকে পেছনে ঠেলে দেয়।

নগদের সাম্প্রতিক দুর্নীতির ঘটনাটি কেবল লুটপাটের উদাহরণ নয়, বরং এটি রাষ্ট্রীয় অর্থ কিভাবে পরিকল্পিতভাবে কিছু সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে তার একটি নগ্ন উদাহরণ। যাদের উপর মানুষ নির্ভর করেছিল, যাদের প্রতি ছিল একটুখানি ভিন্ন আশাবাদ, তারাই যখন লোভ, স্বজনপ্রীতি ও অযোগ্যতার মহোৎসবে মেতে ওঠে, তখন সেই আস্থা নিঃশেষ হয়ে যায়।

"আতিক মোর্শেদ বর্তমানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের সঙ্গে কাজ করেন। ডেপুটি সিইও এবং আতিক মিলে নগদের সবকিছু সামলাচ্ছেন। নগদ ভবনের ৬ তলার একই রুমে নিয়মিত অফিস করছেন আতিক। অথচ তিনি নগদের কোনো কর্মকর্তা নন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, নগদের পরিচালনা বোর্ডের সদস্যরা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই আতিক মোর্শেদ নগদে গিয়ে অফিস করছেন। কখনো কখনো সিইও'র চেয়ারে বসছেন। সম্প্রতি তিনি তার স্ত্রী জাকিয়া সুলতানা জুঁইকে নগদের ম্যানেজার কমপ্লায়েন্স পদে বসিয়েছেন। চাকরি দিয়েছেন নিকট আত্মীয়দেরও। নগদ সূত্র বলছে, গত এক সপ্তাহ ধরে নগদে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ডেপুটি সিইও মুয়ীজ নাসনিম ত্বকি (আগে ছিল চিফ স্ট্যাটেজি অফিসার)র রুমে বসে বৈঠক করেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা আতিক মোর্শেদ ও ডাক বিভাগের ডিপিএমজি খন্দকার শাহনুর সাব্বির। ওই সূত্র দাবি করেছেন নগদের নতুন সিইও নিয়োগ হওয়ার পর থেকে আতিক মোর্শেদ নগদে নিয়মিত অফিস করছেন। গত ২০শে মে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কামাল আতাতুর্ক এভিনিউতে নগদের প্রধান কার্যালয়ের ছয় তলায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। এর আগে ১৮ই মে তারা কয়েক ঘণ্টা ধরে একইভাবে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন বলে সূত্র নিশ্চিত করেছে।" (৩০ মে ২০২৫, মানব জমিন)

নগদের সাম্প্রতিক দুর্নীতির ঘটনাটি কেবল লুটপাটের উদাহরণ নয়, বরং এটি রাষ্ট্রীয় অর্থ কিভাবে পরিকল্পিতভাবে কিছু সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে তার একটি নগ্ন উদাহরণ। যাদের উপর মানুষ নির্ভর করেছিল, যাদের প্রতি ছিল একটুখানি ভিন্ন আশাবাদ, তারাই যখন লোভ, স্বজনপ্রীতি ও অযোগ্যতার মহোৎসবে মেতে ওঠে, তখন সেই আস্থা নিঃশেষ হয়ে যায়। শুধু নিজেই নয়, একজন ব্যক্তির ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অভিজ্ঞতাহীন স্ত্রী বা নিকট আত্মীয়দের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেওয়া হয়—যেখানে তাদের কোনো যোগ্যতা নেই, নেই দায়বদ্ধতাও। এইসব পদক্ষেপ ক্ষমতার এমন অপচর্চার বহিঃপ্রকাশ যা শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, রাষ্ট্রকেও ধ্বংস করে দিতে পারে। আহা, মানুষ! আহা, ক্ষমতা! যখন হাতে সামান্য সুযোগ আসে, তখন নৈতিকতা, মূল্যবোধ আর জনগণের স্বপ্ন সবই যেন বিলীন হয়ে যায়।

"আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদে নিজের ব্যক্তিগত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ও স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টি স্বীকার করেছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। তিনি জানান, বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার বেলা তিনটার পর নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে ফয়েজ আহমদ এ কথাগুলো বলেন। এ ঘটনার সঙ্গে তাঁকে এবং তাঁর মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামকে অন্যায়ভাবে জড়ানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ফয়েজ আহমদ।" (প্রথম আলো ৩১ মে, ২০২৫)

এখন প্রশ্ন হলো প্রতিটি দুর্নীতির তদন্ত কি আগের মতোই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ধামাচাপা পড়ে যাবে? নাকি এবার মানুষ সত্যিকারের জবাবদিহিতা দাবি করবে? দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযান ও অনুসন্ধান কেবল নাটকীয়তা হয়ে থাকলে হবে না; এর প্রয়োজন বাস্তবিক ফলাফল এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা। "নগদ" - এর মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেন ভবিষ্যতে আর এ ধরনের অনিয়ম না ঘটে, সেজন্য শক্তিশালী ও স্বাধীন একটি রেগুলেটরি বোর্ড গঠন এখন সময়ের দাবি। এই বোর্ডে থাকতে হবে স্বচ্ছতা, স্বতন্ত্র অডিট ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক অংশগ্রহণের সুযোগ। জনসাধারণের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কেবল নীতিমালা নয়, দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও নৈতিক অবস্থানের সাহসিক বাস্তবায়ন। কারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই কেবল আইনি নয় এটি একটি নৈতিক সংগ্রাম।

লেখক : ফ্রান্স প্রবাসী সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট

সক্রেটিসের শহরে

ইব্রাহীম চৌধুরী

১৮০ ডলারের নোর্স এয়ারলাইন্সের টিকিটে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা সহজ নয়। নিউ জার্সি থেকে জেএফকে এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে হবে। ভোর সাড়ে ৪টায় কমরেড অনির্বাণের গাড়ি এসে হাজির। তার মতো মানুষের জন্যেই ভোরের আলোয় আবীরের রঙ ছড়ায়। নোর্সের গেট সংলগ্ন ক্যাফেতে চিপস আর ডিপে ৮৫ ডলার উড়ল চোখের পলকে। পাশে বসা ইউক্রেনীয় যাত্রী সারগেই ল্যাপটপ খুলে মন্তব্য করে, "ওয়ার্ক ফ্রম হোম এখন ওয়ার্ক ফ্রম ওয়ার্ল্ড!" এয়ারলাইন্সের কর্মী লিলুর মুখে ক্লান্তি, তবু ঠিকানাহীন যাত্রীদের সহায়তায় নিবেদিত। সহযাত্রী জাকির হোসেনের সঙ্গে মাফিন চিবিয়ে শুরু হলো ৯ ঘণ্টার আকাশযাত্রা।

বন্ধুজন শিল্পপতি ফারুক ভুইয়া আগের রাতেই হাতে তুলে দিয়েছিলেন শুভকামনার সুগন্ধি পান। জানালার বাইরে ভেসে বেড়ানো মেঘ আর জাকিরের অবিরাম যত্ন—ক্লান্ত চোখে স্বপ্নের ঘোর জমে। ফরাসি এয়ার হোস্টেসের রোবটিক স্মিত অভ্যর্থনা আর ক্ষুধার জ্বালায় হুঁশ ফেরে এথেন্সে পৌঁছেই।

প্রাচীন এথেন্সের মাটিতে পা রাখতেই ঘ্রাণে মিশে যায় ইতিহাস। এরিস্টটল, সক্রেটিস, প্লেটোর শহরে দাঁড়িয়ে হৃদয় ভরে যায় গৌরবে। খ্রিস্টপূর্ব ৫০৮ সালে এখানেই জন্ম নেয় গণতন্ত্র, যার রেশ আজও বিশ্বজুড়ে। দার্শনিক ক্লিস্থেনিসের সূত্র ধরে জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণের যে চিন্তা, তা আজও প্রাসঙ্গিক। প্লেটোর উক্তি, "ভালোবাসা হলো পূর্ণতার সন্ধান"— এই পূর্ণতার খোঁজেই আজো হন্য হয়ে ছুটছে পৃথিবীর মানুষ।

২০২৫ সালের এপ্রিলে এথেন্সে অনুষ্ঠিত হলো "বাংলা কাগজ কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ডস"। গ্রিসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবদানের স্বীকৃতি। প্রবাসে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐক্য রক্ষায় এই আয়োজন ষষ্ঠ বারের মতো এ আয়োজন। যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম ভিত্তিক বাংলা সংবাদপত্রটি এ আয়োজন করে আসছে। সংগঠক রিয়াদ আহাদ আর শেবুল চৌধুরীর আমন্ত্রণে আমার যুক্ত হওয়া। আগের বছর পর্তুগালের অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের অদম্য উদ্যম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবার সহযাত্রী জাকিরকে নিয়ে এথেন্সের পথে বেরিয়েছিলাম সংহতির এই উৎসবে অংশ নিতে।

জাকির হোসেন—কবি, গায়ক, সৃষ্টিশীল অনুজ। তার যৌবনদীপ্ত হাহাকার শিল্পে মিশে আছে। এথেন্সের প্রতিটি প্রান্তে তার সঙ্গে ইতিহাসের গল্প ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ। যদিও প্রতি ঘণ্টায় তার বাইরে যাওয়ার অভ্যাস আমাকে মুচকি হাসায়। আমার অপর অনুজ ও সতীর্থ আব্দুল করিম কিমেরও এককালে এমন স্বভাব ছিল। সময়ের সঙ্গে তা কেটে গেছে জেনে খুশী হয়েছি। জাকিরের বেলায়ও আশা রাখি এমন একটা পরিবর্তন আসবে।

সকালের আলো যেন ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে এথেন্স শহরতলীর ঘুমন্ত চিত্রপট। হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আমি একমুহূর্ত থেমে থাকি। কফির কাপ হাতে চারদিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা অলস কুয়াশা। বাতাসে লেবু ফুলের ঘ্রাণ মেশানো, পাশে জলপাই পাতার ফিসফিস—সব মিলে এক অদ্ভুত শান্তি। এ শান্তি যেন শহরের অভ্যন্তরে নয়, বরং ইতিহাসের অভ্যন্তরে।

দূরের পাহাড়ের পেছন থেকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। সোনালি আলো এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে বারান্দায় রাখা কাঠের চেয়ার, টেরাকোটার টব আর পুরোনো মার্বেলের দেয়াল। শহর এখনও পুরোপুরি জাগেনি, কিন্তু পাশের বেকারির গরম পাউরুটির ঘ্রাণ জানান দিচ্ছে, নতুন দিন এসে গেছে।

মনে পড়ে যায় সেই মফস্বলের কলেজ ক্লাসরুম, যেখানে আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের ম্যাডাম শেখাচ্ছিলেন গ্রিক ট্র্যাজেডি। ওডিপাস রেক্স। ভাগ্য বনাম মানুষ। দেবতা বনাম ইচ্ছাশক্তি। সেই প্রথম দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের আলাপন শুনেছিলাম।

ম্যাডামের মুখে শোনা সেই গল্প—সোফোক্লিসের ওডিপাস। এক রাজপুত্র, যে নিজের ভাগ্য থেকে পালাতে গিয়ে শেষমেশ নিজেই হয়ে ওঠে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর শিকার। নিজের বাবাকে হত্যা করে, নিজের মাকে স্ত্রী করে নেয়—না জেনে, না চেয়ে।

আজ, এতদিন পরে সেই এথেন্সেই আমি হাঁটছি, যেখানে এই কাহিনির জন্ম। আমি দেখি, এই শহরের প্রতিটি সকাল একেকটি ট্র্যাজেডির নীরব সাক্ষী। এখানকার পাথর, দেয়াল, অলিন্দ—সব যেন বহন করে শত শত বছরের আত্মদর্শনের রেশ।

মনে পড়ে ফ্রয়েডের 'ওডিপাস কমপ্লেক্স'—যার শিকড় এই এথেন্সেরই মঞ্চে, এই মাটিতে। আজকের ব্লেড রানার, দ্য ডার্ক নাইট—এই আধুনিক গল্পগুলোতেও সেই প্রাচীন বেদনাগুলোর ছায়া দেখি। জীবনের জটিলতা, মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত, ক্ষমতা, অহংকার, প্রেম, পাপ, মুক্তি—সব যেন এখানেই শুরু।

বৃদ্ধ এক দম্পতি তাঁদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দিনের সূচনা দেখছেন। তাঁদের মুখে কথা নেই, শুধু দৃষ্টির গভীরতায় আমি খুঁজে পাই গ্রিক ট্র্যাজেডির নিঃশব্দ আর্তনাদ। এ শহর কথা বলে না, কিন্তু তার নিঃশব্দতাই এক অমোঘ সংলাপ।

এথেন্স আমাকে ফিরিয়ে দেয় সেই কৈশোরে, সেই পাঠশালায়—যেখানে প্রথম সাহিত্য আর দর্শনের পরিচয় ঘটেছিল। সেই পরিচয়ের শেকড় খুঁড়তেই আমি যেন আজ এখানে। এই শহরে। এই সকালে। এথেন্সের সকালে সূর্যের আবীর ছুঁয়ে আমি নিমগ্ন হই নিজের অতীত, সাহিত্য আর মানবিক বেদনার সবচেয়ে প্রাচীন পাঠ নিয়ে।

রোববার সকাল থেকেই মিলনায়তনে কোলাহল শুরু হয়ে গেছে ! বিকেল নামলেই প্রবাসীদের অনুষ্ঠান হবে। প্রস্তুত হচ্ছে মঞ্চ এবং মিলনায়তন। বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে সাজানো হচ্ছে। লাল আর সবুজের মিশ্রণ। এথেন্সের শহরতলীর প্রায় নির্জন এলাকাটি বিকেল হতেই স্বদেশীদের কোলাহলে পূর্ন হয়ে উঠে।

জানলাম, এখানে প্রায় ৩০ থেকে ৫০ হাজার বাংলাদেশির বসবাস। কেউ গার্মেন্টসে কাজ করছেন, কেউবা এয়ারবিএনবি-র মালিক। কেউ খামারে ঘাম ঝরান, কেউবা কফি শপে কাস্টমার সামলান। কারও জীবন চুপচাপ, কেউ রাজনীতিতে স্বপ্ন দেখেন। স্কটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ফয়সল চৌধুরী তো অকপটেই বললেন—"এথেন্স পার্লামেন্টেও আমাদের একজন ঢুকবে, সেই দিন খুব দূরে নয়।"

বার্মিংহামভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'বাংলা কাগজ'-এর আয়োজনে, এথেন্সে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো কমিউনিটি এওয়ার্ড ২০২৫। এক আবেগময় উৎসব, প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয় উদযাপনের দিন।

অনুষ্ঠানে ছিলেন সাবেক ব্রিটিশ গভর্নর আনোয়ার চৌধুরী, যিনি পরিবারসহ অংশ নিলেন গল্প-আড্ডা-অভিনন্দনের স্রোতে। মঞ্চে উঠেই আমি ও সহকর্মী জাকির হোসেন, আমেরিকা থেকে এসেছি বলেই হয়ত দর্শকাসনে একটু বাড়তি উচ্ছ্বাস। বক্তৃতার সময় গুরুগম্ভীর কিছু বলতে গিয়ে ট্রাম্প আর ইউরোপীয় ট্যারিফ নিয়ে হালকা ঠাট্টা করে ফেললাম! প্রবাসীরা হেসে উঠলেন—এ যেন তাদেরই গল্প।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি কেবল গান, কবিতা বা পোশাকে সীমাবদ্ধ নয়। যারা বাংলা স্কুল গড়েছেন, যারা প্রতিবছর পহেলা বৈশাখের মেলা আয়োজন করেন, যারা প্রবাসীদের আইনি সহায়তা দেন—তাদের কাজের স্বীকৃতিও মিলেছে এই মঞ্চে। বাংলা কাগজ ঠিক সেই সব নিভৃত যোদ্ধাদের তুলে ধরেছে, যাদের গল্প আমরা সচরাচর জানি না।

একজন স্থানীয় রেস্তোরাঁ মালিক বললেন, "আমরা শুধু এথেন্সে 'বাংলার স্বাদ' ছড়াইনি, এবার ছড়াবো বাংলার গল্পও।" সন্ধ্যার আলো নেমে এলে আক্রোপলিসের পাদদেশে বাংলায় গাওয়া গানে যেন মিশে গেল সক্রেটিসের প্রজ্ঞা ও রবীন্দ্রনাথের সুর। স্থানীয় নবপ্রজন্মের পরিবেশনায় চোখ ছলছল করলো। বিদেশের মাটিতে জন্মানো ছেলেমেয়েরা যে মায়ের ভাষা, দেশের গান, সংস্কৃতির সুরে এতটা আপন হতে পারে—তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

রিয়াদ আহাদ—বার্মিংহামের সাংবাদিক ও স্বপ্নবাজ সংগঠক। তিনিই এই আয়োজনের মূল চালিকা শক্তি। তাঁর ভাষায়, "প্রবাসে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির মশাল জ্বালিয়ে রাখা এক যুদ্ধ। এই পুরস্কার সেই যোদ্ধাদের প্রতি সম্মান।"

আমিও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে বাংলা কাগজকে সম্মাননা স্মারক তুলে দিই। রিয়াদের দল যেন আত্মপরিচয়ের পাহারাদার—বিশ্বজয়ী স্বপ্নের মেঘে ভেসে থাকা কিছু নৌকা। বাংলা কাগজ প্রমাণ করেছে, প্রবাসে থেকেও শেকড়ের টান অমলিন রাখা যায়। আমাদের স্বপ্ন, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের সংস্কৃতি—সবকিছুর এক অপূর্ব সম্মিলন ছিল এথেন্সের এই সন্ধ্যা।

এথেন্স শহর থেকে দক্ষিণে প্রায় ২২৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এক অনামা গন্তব্যের দিকে। সকালবেলা হোটেল থেকে শুরু হওয়া এই বাস ট্যুর যেন ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে এক ঘোরলাগা সময়-ভ্রমণে। ইউরোপের নানা প্রান্ত থেকে আগত আমাদের সহযাত্রীরা—কেউ এসেছেন লন্ডন থেকে, কেউ রোম কিংবা বার্সেলোনা থেকে—কিন্তু সবাই যেন একই সুরে বাঁধা এক অদৃশ্য বন্ধনে। গল্প আর সুরে মিলেমিশে যাচ্ছে ভৌগোলিক ব্যবধান।

পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী সরু রাস্তায় জানালার পাশে বসে দেখি, এক পাশে পাহাড়ের ছায়া, অন্যপাশে বিস্তৃত নীল জলরাশি। আধুনিক লাল-সাদা দালানগুলো পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা ছবি। যেন প্রতিটিই একেকটি গল্প, একেকটি ক্যানভাস।

শহর থেকে দূরের এক ছোট্ট গ্রামে পৌঁছে জানা গেল, এখানে প্রায় দশ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি বসবাস করেন। কেউ স্ট্রবেরি বাগানে কাজ করেন, কেউ লেবুর খেত সামলান। মুখে ক্লান্তির রেখা, কিন্তু চোখে দৃঢ়তা। পদ্মার পাড় থেকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে পৌঁছনো এই মানুষদের কথা শুনে গলা ভার হয়ে আসে। এক তরুণ বলল—

"এখানে দিন গুজরানো সহজ না ভাই। কিন্তু বাঁচতে তো হয়।"

বাসের দীর্ঘ যাত্রায় জমে উঠল আড্ডা, গান, কৌতুক। কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নিঃশব্দে, নিঃস্বার্থে মুহূর্তগুলোকে অর্থবহ করে তোলেন—এই সফরে তেমনই কিছু প্রাণসঞ্চারী মানুষের সান্নিধ্যে এসে হৃদয় ভরে উঠল।

রাত গড়াতে গড়াতে বাস ফিরে এল হোটেলে। ক্লান্ত শরীর হলেও মনে জেগে থাকল অভিজ্ঞতার এক অদৃশ্য ভার। আলো-আঁধারির আবেশে চলল গল্পের আসর, উঠে এল গি দ্য মোপাসাঁ-র নাম। তাঁর কথাই যেন তখন বাস্তব হয়ে উঠল—

"We love because it is the only true adventure."

প্লাকা, মনাস্টিরাকি, ওমোনিয়া স্কয়ার—এথেন্সের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে হাঁটতে হাঁটতে আচমকাই চোখে পড়ে বাংলা সাইনবোর্ড। ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট, মুদি দোকান, গার্মেন্টস শপ—যেন এক টুকরো বাংলাদেশ বুনে রেখেছে এই শহরে।

এক রেস্টুরেন্ট কর্মী রুবেল জানালেন—"আমরা এখানে কাজ করি, পরিবার গড়ি। সন্তানদের মানুষ করি। কিন্তু মন পড়ে থাকে গ্রামে। তাই রান্না, ভাষা, সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে দেশকে ধরে রাখি।"

রেস্টুরেন্টে খিচুড়ি, আলুভর্তা, ডাল—খাবারের গন্ধে মিশে থাকে এক দেশ থেকে বহন করে আনা আবেগের ছায়া।

পৃথিবীর ইতিহাসে কিছু শহর থাকে, যেখান থেকে সভ্যতা মাথা তোলে। এথেন্স তেমনই এক নগরী। শহরের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে অ্যাক্রোপলিস—'উঁচু শহর'—যেখানে দাঁড়িয়ে আছে পার্থেনন মন্দির। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে নির্মিত এই ডোরিক স্থাপত্য ছিল জ্ঞানের দেবী অ্যাথেনার উপাসনালয়। এর স্থপতি ছিলেন ইকটিনাস ও কাল্লিক্রেটিস, আর শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন কিংবদন্তি ভাস্কর ফিদিয়াস। এই পার্থেনন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গির্জা হয়েছে, মসজিদ হয়েছে, যুদ্ধের গুদামও। কিন্তু এর প্রতীকী শক্তি কখনো হারায়নি। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ এই অ্যাক্রোপলিস আজও চিরন্তন এক বার্তা দেয়— "সভ্যতা শুধু পাথর দিয়ে গড়া নয়, বরং মানুষের স্বপ্ন, বিশ্বাস আর নিরন্তর চেষ্টার ফল।"

সিন্তাগমা স্কয়ারে দাঁড়িয়ে গ্রীক সংসদ ভবনের সামনে গার্ড পরিবর্তনের দৃশ্য দেখা এক অভিজ্ঞতা।

ইউনিফর্ম পরা 'ইভজোন' সৈনিকদের নিখুঁত ছন্দে চলাফেরা, প্রতীকী পায়চারি—সব মিলিয়ে এক ধরনের শৃঙ্খলা, ইতিহাস ও গর্বের মিলনবিন্দু।

ভ্রমণের শেষ দিনটি যেন হয়ে উঠল এক অন্তর্জাগতিক সন্ধিক্ষণ। এথেন্স তখন নিজেকে মেলে ধরেছে সোনালি আলোয়, যেন প্রাচীন কোনো দেবতার নীরব উপস্থিতি। সন্ধ্যার আলোর ছায়ায় আমরা হাঁটছি শহরের গলি-ঘুপচিতে। এক সময় বসে পড়লাম এক পুরনো রেস্তোরাঁয়—চারপাশে ইতিহাসের গন্ধ, টেবিলজুড়ে আলোচনার ঝলক।

স্কটিশ পার্লামেন্টের ফয়সাল চৌধুরী কিংবা সাবেক ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বদের সঙ্গও যুক্ত হয় আলাপনে। তর্কের ঝাঁঝ, যুক্তির ভর, আর কখনোবা নিঃশব্দ বোধ—সব মিলিয়ে এ এক ভিন্ন আস্বাদ। ঠিক সেই মুহূর্তে যেন সক্রেটিসের কথা মনে পড়ে যায়—

"The unexamined life is not worth living."

হ্যাঁ, এথেন্সে হাঁটতে হাঁটতেই যেন জীবনকে নতুন করে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে।

রাত বাড়তে থাকে। শহর জেগে ওঠে নতুন এক রূপে—ক্যাফে, রুফটপ বার, গান আর আলোয় মেতে ওঠা মানুষের মুখে ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টির আলো।

নিঃসঙ্গ মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম

(I Wandered Lonely as a Cloud-by William Wordsworth)

ভাষান্তর: শেখর ভট্টাচার্য

নিঃসঙ্গ মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম,
পাহাড়, উপত্যকার উপর দিয়ে উড়ছিলো মন আমার
অকস্মাৎ চোখ জোড়াকে থামিয়ে দিলো
স্বর্ণাভ ড্যাফোডিল ফুলরাশি।
হাওয়ার কোমল পরশে নয়ন হরণ করা দুলুনি
বৃক্ষের ছায়ার মায়ায়, জলের কোমল ঢেউয়ের ছোঁয়ায়
অনিন্দ্য সুন্দর ড্যাফোডিলের নৃত্যে, হৃদয় ছুঁয়ে গেলো।

ছায়াপথ জুড়ে উজ্জ্বল, ঝলমলে তারকা রাশির মতো
বিস্তীর্ণ দিগন্তে ড্যাফোডিলের আলপনা রেখা
উপসাগরের দৃশ্যমান শেষ রেখায় হৃদয় হরণ করা
ফুলেল সৌন্দর্য, আহা এক পলকে দশ হাজার ফুল রাশি,
অন্তরলোকের আনন্দে গড়াগড়ি, দুলুনি, অদ্ভুত এক
স্বর্গীয় অনুভূতি।

বাতাসের ঢেউ, ফুলের সারিতে ঢেউয়ের সৌন্দর্যের আভা
সব সুন্দরের অনুষঙ্গকে হার মানায়
অন্তর থেকে উদগীরিত ড্যাফোডিলের উজ্জ্বল অতীন্দ্রিয় উপস্থিতি।
হৃদয় হরণকরা এই অপার সৌন্দর্য কবিকে ধ্যাণ মগ্ন করে
আরও সুন্দরের জন্য তৃষ্ণার্ত কবি অপেক্ষায় প্রহর কাটান
বিস্মিত্ত হয়ে ওঠেন, আহা এক অপার দৃশ্য যেন সৌন্দর্যের ঝাঁপিকে -খুলে
দেয় অজস্র সৌন্দর্যের প্রত্যাশায়।
অলস সময়ে, ঘুম জাগরণে স্মৃতি-কাতরতা যখন পেয়ে বসে,
হৃদয়ের গহীন থেকে উঠে আসে প্রফুল্ল অনুভূতি
কবির নিঃসঙ্গ সময়ের সঙ্গী হয় , হৃদয় নৃত্য করে
ড্যাফোডিল ফুল রাশির শৈল্পিক নৃত্যের স্মৃতি।।

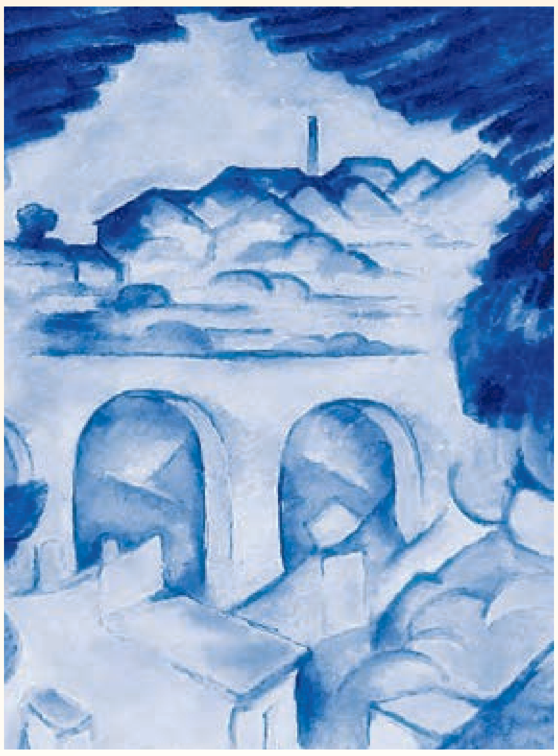

আশা; ভরসার পাখি

(“Hope” is the thing with feathers-Emily Dickinson)

ভাষান্তর: রাবাত রেজা নূর

আশা; ভরসার পাখি
যা বাসা বাঁধে হৃদয়ে
আর সুর তুলে কথা না বলে
কখনোই থামে না সেই গান

ঝড়ো হাওয়ার সুগন্ধি শোনা যায়
ক্ষত যেন ঝড়ের কাফেলা
ছোটপাখিকে উড়ে নিয়ে যায়
যা ধরে রাখে অনেক উষ্ণতা

আমি শুনেছি সেই গান শীতলতম ভূমিতে
সবচেয়ে অদ্ভুত সমুদ্রে
এখনো; হয়তো বা কখনো দূর প্রান্তসীমায়
যা টুকরো টুকরো করতে চেয়েছে আমাকে।

যে পথে হয়নি চলা

(The Road Not Taken-by Robert Frost)

ভাষান্তর: জাকিব জামাল

দুটো পথ দু'দিকে গেছে বেঁকে ঝরাপাতার বনে,
যুগপথ হয়নি চলা তাই দুঃখ সঙ্গমরত মন আমার
হেঁটেছি যতদূর যাওয়া যায়, একটি পথের সনে
আর রেখেছিলাম সযতন দৃষ্টি চোখের কোণে
যেখানে গিয়ে স্তিমিত হয়ে আসে উঠতি বৃক্ষের নিচে ঝোপঝাড়;

অন্যপথের অন্যগল্প হয়তো অনেকটাই সুন্দর সে,
অথবা আবেদনময়ী আরেকটু খানিক,
সবুজ জমিন আর কাঙ্ক্ষিত বেশে;
এমনও আলপথে এখানে হাঁটাহাঁটি শেষে
তবুও রয়ে যায় তেমনই তীব্র নান্দনিক,

আর দুটো পথই থাকে একইরকম শুরুর সকালে
যেখানে থাকে না কারও পদচিহ্ন কিংবা অন্ধকার।
আহ্! আমি প্রথমাকে ফেলে এসেছি অন্যকালে!
জানার বাসনায় কীভাবে যেতে হয় পথ কোন হালে,
আরও ছিল হৃদয়ে সংশয় আমার ফিরে আসবার।

বয়ে চলা দ্বিধায় ছেড়ে দীর্ঘশ্বাস বলি আমি,
যুগ-যুগান্তে এভাবেই থমকে দাড়ায় জনম।
যেন বেঁকে যাওয়া দুটো পথ বনে, আর আমি-
আমি বেছে নিই যে পথ ক্ষণকালের সঙ্গি,
অনন্য ভিন্নতায় মূলত এটাই করেছিল মুখরিত চরম।

সে হাঁটে সৌন্দর্যের আলোছায়ায়

(She Walks in Beauty- by Lord Byron)

ভাষান্তর: শামীম আহমদ

সৌন্দর্যের দ্রাঘিমায়, সে হেঁটে যায়
মেঘহীন নক্ষত্রখচিত আকাশ
নৈসর্গিক রাতের মতো সৌন্দর্যে বিচরণ করে;
অন্ধকার এবং উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত চোখে তার এভাবেই
সেই কোমল আলো মৃদু হয়ে ওঠে যা স্বর্গের উজ্জ্বল
দিনের কাছে তীব্র তার অস্বীকার ;

একটি ছায়া যত দীর্ঘ, একটি রশ্মি ততই নিকট
অর্ধেক বিকৃত করে নামহীন করুণা যা প্রতিটি কৃষ্ণ বৃক্ষের মাঝে তরঙ্গায়িত হয়, অথবা
তার মুখের উপর মৃদুভাবে আলোকিত করে এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মাধুরী; যেখানে
ভাবনার নির্মলতা সুমিষ্ট ভাবের প্রকাশ করে পবিত্র
সত্তার, কত প্রিয় তাদের লৌকিক প্রস্ফুটিত নীলয় ...

এবং সেই চিবুক, সেই ভ্রুতে মখমলের মতো নরম, শবের মতো শান্ত, তবুও স্পষ্টভাষী,
সে হাসি জয় করে জ্বলে ওঠে, দিনগুলি যেনো বলে যায় উৎকৃষ্ট সময়ের উপাখ্যান;
সর্বোপরি প্রশান্তিময় একটি হৃদয় যার ভালবাসা নির্দোষ!

জন্মদিন

(A Birthday-Christina Rossetti)

ভায়ান্তর: সুমন শামসুদ্দিন

হৃদয় আমার সুরের পাখি
জল-প্লাবিত সিক্তডালে;
হৃদয় এক আপেলবৃক্ষসম
ন্যুব্জ শাখা পরিবেষ্টিত ফল;

রামধনুর আবরণে আবৃত হৃদয়
যেন উত্তাল সমুদ্রে সন্তরণরত;
হৃদয়খানি আপ্লুত আজ, যখন-
স্নাত হলাম ভালোবাসার আলিঙ্গনে।

আমাকে একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ সুসজ্জিত কোমল আসন দাও
যেটি দুলতে থাকবে বিলাসী পশমি-বেগুনি সজ্জায়;
যা আরও নকশা করা থাকবে ঘুঘু ও ডালিম এবং
শতচোখ বিশিষ্ট ময়ূরপুচ্ছ খোদিত অঙ্কনে;

আরও সুশোভিত থাকবে সোনালী ও রূপালী আঙুর
এবং মোহনীয় পাতা ও শুভ্র লিলির চিত্রণে;
আজ আমার অস্তিত্বের শুভ জন্মদিন,
আমার ভালোবাসা আমকে করেছে হৃদয়ঙ্গম।

একটি স্বপ্নের ঘোরে দেখা একটি স্বপ্ন

(A Dream Within a Dream-by Edgar Allan Poe)

ভাষান্তর: খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

তোমার ললাটে লও, তুমি আমার চুম্বন!
হ্যাঁ। এই বিদায় বেলায় সব করি স্বীকার,
এ ভাবেই আলাপ করি আমি সাথে তোমার-
চূড়ান্ত পর্যায় মিথ্যা বলনি তো; তুমি আর
আমার দিনগুলো রয়েছে স্বপ্নে নিমগন;
প্রত্যাশা আমার যদিও পলকে গেছে উড়ে
কোন এক রাতে, অথবা কোন দিনের ভাগে,
তা বাস্তবে দেখা গেছে, কিংবা যায়নি দেখা,
তাই বলে কি আর, যায়নি খুব বেশি দূরে?
যা কিছু দেখি আমরা অথবা যা মনে জাগে
এ একটি স্বপ্নের ঘোরে একটি স্বপ্ন দেখা।

আমি দাঁড়িয়ে আছি প্রবল গর্জনের মুখে
ফেনিল যন্ত্রণাময় এক বালুকাবেলায়,
আর আমার হাতে রাখি তুলে পরম সুখে
সোনালী বালুকার বিস্তর স্বর্ণদানা। হায়!-
পরিমাণে অল্প! কেমন তারা ছড়িয়ে যায়!
আমার আঙুল গলে যায় অতল গহনে,
অনুক্ষণ আমি কাঁদি-সর্বদা থাকি ক্রন্দনে!
হে ঈশ্বর! আমি কি পারিনা আনতে আয়ত্বে
তাদের আমার মুঠোয় শক্ত করে ধরতে?
হায় ঈশ্বর! আমি কি রক্ষা করতে পারিনা
নির্দয় ঢেউ থেকে বাঁচাতে কোন বালুকণা?
যা আমরা দেখি, অনুভব করি সমুদয়
এ একটি স্বপ্নের ঘোরে দেখা স্বপ্ন নিশ্চয়?

এ ভেরি শর্ট স্টোরি আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

অনুবাদ: এইচ বি রিতা

পাদুয়ায় তখন সন্ধ্যা নেমেছে। গরম আবহাওয়া। এমনই এক সন্ধ্যায় তারা, 'তাকে' ছাদে নিয়ে গেল, যেন 'সে' ছাদ থেকে শহরের উপরিভাগ তাকিয়ে দেখতে পারে। আকাশে তখন চিমনি-সুইফ্ট পাখি ওড়ে বেড়াচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর অন্ধকার নেমে এলো, সাথে সার্চলাইটগুলি জ্বলে উঠল। অন্যরা নিচে চলে গেল, সাথে করে বোতলগুলোও নিয়ে গেল। 'সে' আর লুস্ নিচে ব্যালকনিতে ওদের আওয়াজ শুনতে পেল। লুস্ তখন বিছানায় বসে ছিল; সেই উষ্ণরাতে তাকে প্রশান্তিদায়ক আর সতেজ লাগছিল।

লুস্ একনাগারে তিন মাস রাতের ডিউটিতে ছিল। সবাই বেশ খুশি হয়েছিল তাকে এই কাজ দিতে পেরে। যখন 'তার' অপারেশন হল, লুস্ই 'তাকে' অপারেশন টেবিলের যাবার জন্য প্রস্তুত করেছিল। আর অন্যরা তখন মজা করে বলত, “ফ্রেন্ড না এনিমা(পিচকি)?"

অ্যানেস্থেসিয়ার অধীনে যাওয়ার সময় 'সে' নিজেকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল, যেন অন্যদের মজা করার সময় 'সে' কিছু আবোলতাবোল বলে না ফেলে। অপারেশনের পর 'তাকে' ক্র্যাচ ব্যবহার করতে হয়। ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটা শুরু করার পর 'সে' নিজে তাপমাত্রা মাপত যাতে লুস্ কে বিছানা থেকে উঠতে না হয়। হাসপাতালে মাত্র কয়েকজন রোগী ছিল, আর সবাই দু'জনের ব্যাপারটা জানত। সবাই লুস্ কে পছন্দ করত।

যখন 'সে' হলওয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তখন বিছানায় শুয়ে থাকা লুস্ এর কথা ভাবছিল।

'সে' যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরার আগে লুস্ কে নিয়ে গিয়ে ডুওমো গির্জায় প্রার্থনা করেছিল। ভেতরটা ছিল আবছা আলোয় ভরা ও নীরব, কিছু লোক প্রার্থনায় মগ্ন ছিল। তারা বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু “ব্যানস”-এর (গির্জায় ঘোষণা) সময় ছিল না। তাছাড়া তাদের কারোই জন্মসনদও ছিল না। তারা মনে করত, যেন তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু চাইত সবাই বিষয়টা জানুক এবং এটা স্থায়ী হোক যাতে কেউ কাউকে হারাতে না হয়।

লুস্ 'তাকে' অনেক চিঠি লিখেছিল, কিন্তু সে চিঠিগুলো যুদ্ধবিরতির আগ পর্যন্ত 'সে' পায়নি। পরে একসঙ্গে ১৫টা চিঠি 'তার' হাতে এসেছিল। আর 'সে' তারিখ অনুসারে সাজিয়ে নিয়ে একনাগাড়ে চিঠিগুলি পড়ে নিয়েছিল। সব চিঠি হাসপাতাল আর তাদের ভালোবাসা নিয়ে লেখা; কীভাবে লুস্ 'তাকে' ভালোবাসতো, 'তাকে' ছাড়া থাকা কতটা কঠিন ছিল এবং রাতে 'তার' অভাব কতটা ভয়াবহ ছিল..ইত্যাদি।

যুদ্ধবিরতির পর তারা একমত হলো যে, 'সে' বাড়ি ফিরে গিয়ে চাকরির খোঁজ করবে যাতে তারা বিয়ে করতে পারে। যতক্ষণ না 'তাঁর' একটা ভালো চাকরি হয় এবং 'সে' নিউইয়র্কে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে পারে, লুস্ বাড়ি ফিরবে না। বোঝা যাচ্ছিল যে, 'সে' মদ্যপান করবে না, এবং সে তার বন্ধুদের বা শহরের কারো সাথে দেখা করতেও চাইবে না। 'তার' তখন একটাই লক্ষ্য- চাকরি খুঁজে পাওয়া এবং বিয়ে করা।

তারা পাদুয়া থেকে মিলান যাত্রা করে। যাত্রাপথে ট্রেনে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। কারণ লুস্ বাড়িতে যেতে রাজি হয়নি। এরই মধ্যে তারা মিলান স্টেশনে পৌঁছায়। স্টেশনে বিদায় নেওয়ার সময় একে অপরকে চুমু খায়, কিন্তু ঝগড়াটা তখনও থামেনি। এমনভাবে বিদায় নিতে গিয়ে 'তার' খারাপ লাগছিল।

এরপর 'সে' জেনোয়া থেকে জাহাজে করে আমেরিকায় চলে যায়। আর লুস্ ফিরে যায় পর্দোনোনে- হাসপাতাল খোলার জন্য। নির্জন, বৃষ্টিতে ভরা পর্দোনোন শহরটিতে ছিল 'আর্দিতি'র একটি ব্যাটালিয়ন। শীতকালে কর্দমাক্ত, বৃষ্টিময় শহরে বাস করতে গিয়ে ব্যাটালিয়নের মেজরের সঙ্গে লুস্ এর প্রেম হয়। সে আগে কখনো ইতালীয়দের ঘনিষ্ঠভাবে চিনত না।

শেষমেশ সে চিঠি লিখে আমেরিকায় 'তাঁর' কাছে, যেখানে লুস্ জানায়—তাদের সম্পর্কটা আসলে শুধুই এক 'ছেলে-মেয়ে'র আবেগঘন বন্ধন ছিল। সে দুঃখ প্রকাশ করে এবং জানায়, হয়তো 'সে' এখন বুঝবে না, তবে একদিন তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে এবং এমনকি কৃতজ্ঞতাও অনুভব করতে পারে। সে আশা করে, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে, বসন্তে মেজরের সাথে তার বিয়ে হবে। সে আরো জানায়, 'তাকে' সে এখনও আগের মতোই ভালোবাসে, তবে এখন সে বুঝতে পেরেছে—তাদের সম্পর্কটি নিছক ছেলেমানুষি প্রেম ছিল। সে আশা করে, 'তাঁর' একটি দুর্দান্ত ক্যারিয়ার হবে এবং সে 'তার' ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখে। কারণ, এখন সে জানে—এটাই সবার জন্য সবচেয়ে ভালো।

এরপর বসন্ত পেরিয়ে গেলেও, মেজর লুস্ কে বিয়ে করেনি। লুস্ শিকাগোতে পাঠানো সেই চিঠির কোনো উত্তরও পায়নি। কিছুদিন পর, 'সে' লিংকনপার্ক অতিক্রম করার সময় একটি ট্যাক্সিক্যাবে বসে ‘লুপ’ ডিপার্টমেন্ট স্টোরের সেলসগার্লের মাধ্যমে গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়।

ফুটনোট: গল্পে মূলত নাম প্রকাশ না করা ব্যক্তি একজন ইটালিয়ান সৈনিক এবং লুস্ একজন নার্স। বিভিন্ন তথ্যসূত্র অনুযায়ী, 'এ ভেরি শর্ট স্টোরি' আংশিক আত্মজৈবনিক, যা হেমিংওয়ের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা অর্থাৎ হেমিংওয়ের সংক্ষিপ্ত প্রেমের একটি কাল্পনিক রূপ। এই গল্পে উঠে এসেছে ভালবাসা ও বিচ্ছেদ, যুদ্ধকালীন প্রেম, এবং বয়ঃসন্ধিকালের অভিজ্ঞতা ও পরিণতি। হেমিংওয়ের এই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ২৬ বছর বয়সী একজন নার্স অ্যাগনেস ভন কুরোস্কির সঙ্গে—যিনি ছিলেন হেমিংওয়ের থেকে সাত বছরের বড় এবং ১৯১৯ সালে একটি বিস্ফোরণে আহত হওয়ার পর ইটালির এক মিলিটারি হাসপাতালে সুস্থ হওয়ার সময় তিনি হেমিংওয়ের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে তারা দুজনেই যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান, তারা আর কখনো একে অপরের সঙ্গে দেখা করেননি। অ্যাগনেস ভন কুরোস্কি ১৯৮৪ সালে ৯২ বছর বয়সে মারা যান।

SVF | Alpha-i & CHORKI
IN ASSOCIATION WITH
দীপ্ত
MEGASTAR SHAKIB KHAN & JAYA AHSAN
TAANDOB
THE FILM BY RAIHAN RAFI
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
NEW YORK, NY
KEW GARDENS CINEMA
81-05 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
FRIDAY JUNE 13TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
SATURDAY JUNE 14TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
SUNDAY JUNE 15TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
MONDAY JUNE 16TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
TUESDAY JUNE 17TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
WEDNESDAY JUNE 18TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
THURSDAY JUNE 19TH @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
Tickets available at www.kewgardencinemas.com & at box office
Smoking Kills

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

INJURED? WE CAN HELP!!

FREE Accident Consulation

PERSONAL INJURY TOP 10 ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S 2022 LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
Thursday, 12 June 2025, 9th Year, Issue 430
বৃহস্পতিবার, ১২ জুন ২০২৫, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৩০

নিউইয়র্কে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিজের সফলতার গল্প শোনালেন লায়ন শাহ নেওয়াজ, পাশে আছেন সহধর্মিনী রানো নেওয়াজ।

ফ্লোরিডায় ২৯তম এশিয়ান এক্সপো ফুড এন্ড ফেয়ার

জুয়েল সাদত

সাউথ ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পামবীচ ফেয়ার গ্রাউন্ডে তিনদিনব্যাপী ২৯তম এশিয়ান এক্সপো ফুড ফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ মে হিলটন ব্যাংকুয়েট হলে আয়োজিত গালা ডিনারের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই বর্ণিল আয়োজন, যেখানে স্টেট সিনেটর, মেয়রসহ বিভিন্ন শহরের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩১ মে সন্ধ্যায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার সভাপতি এম রহমান জহির অনানুষ্ঠানিকভাবে মূল

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

টক অফ দ্য উইকে জয়নাল আবেদীন

ড. ইউনূসকে ভোটে বিদায় দিন অথবা সংস্কারের সময় দিন

কুলসুম আক্তার সুমী

বিএনপি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চায়। ডিসেম্বর কেন? যদি ড. ইউনূস সরকার খারাপ কিছু করে তাহলে একমাসের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে তাকে বিদায় করেন। আর যদি ভালো কিছু করে তাহলে এসব সংস্কার করার জন্যও তাকে সময় দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জয়নাল আবেদীন। গত ৫ জুন (বৃহস্পতিবার) প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে নির্বাচন নাকি সংস্কার-প্রসঙ্গে কথাগুলো বলেন তিনি।

জয়নাল আবেদীন বর্তমানে 'বাংলাদেশি আমেরিকান এডভোক্যাসি গ্রুপ' এর সভাপতি এবং একজন রিয়্যাল এস্টেট ব্যবসায়ী। তিন দশকের বেশি সময় ধরে কমিউনিটিকে নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কথা বলেন তিনি ঈদ ও বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কুলসুম আক্তার সুমী এবং পরিচালনায় ছিলেন এইচ বি রিতা।

মূলত আলোচনা পর্বটি শুরু হয় ঈদের অভিজ্ঞতা নিয়ে। শুরুতেই তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু

জয়নাল আবেদীন

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যক জাতি গোষ্ঠীর একটা খুশির দিন থাকে, আমাদের খুশির দিন হল ঈদের দিন। কাল ঈদ। পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে এই মুহূর্তে ঈদের আনন্দ তো দূরের কথা, তারা সকালের সূর্যটা দেখবে কিনা কিংবা দেখলেও বিকালের অস্তমিত সূর্যটা দেখবে কিনা, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমন সময় আমরা ঈদ উৎযাপন করছি, আমি তাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাই যারা এমন দুঃসহ সময় অতিক্রম করছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে ফরিয়াদ করছি যেন তিনি অতিসত্তর এই

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পত্তি জব্দ যুক্তরাজ্যে

আল–জাজিরা

সাইফুজ্জামান চৌধুরী

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদ জব্দ করেছে দেশটির ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ)। বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাইফুজ্জামানের বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি গুরুতর ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে কাজ করে। মঙ্গলবার রাতে আল-জাজিরার অনুসন্ধানী শাখাকে (আই-ইউনিট) দেওয়া এক বিবৃতিতে সাইফুজ্জামানের সম্পদ জব্দের আদেশ পাওয়ার তথ্য জানিয়েছে তারা।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশে ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সংগ্রামের দীর্ঘ পথে সফল লায়ন শাহ নেওয়াজ

সংবর্ধনা

সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স প্যালেসে এক অনুষ্ঠানে সংগ্রাম-সফলতার গল্প শোনান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন শাহ নেওয়াজ।

উত্তর আমেরিকা অফিস

লায়ন শাহ নেওয়াজ—নিউইয়র্কের একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। শাহ নেওয়াজ গ্রুপ, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার, এনওয়াই ইন্সুরেন্সের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে হয়েছে অসংখ্য বাংলাদেশির চাকুরি। সেইসাথে কমিউনিটির কল্যাণে দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছেন এই বাংলাদেশি প্রবাসী। সম্পৃক্ত আছেন মূলধারার রাজনীতির সঙ্গেও। স্বপ্ন দেখেন দেশের বাহিরে বাঙালি কমিউনিটির আরও শক্ত ভিত গড়ার। প্রবাসী আয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে।

লায়ন শাহ নেওয়াজের এই চলার পথ মোটেও সুগম ছিলো না। পথে পথে ছিলো শত-সহস্র বাধা, চ্যালেঞ্জ ও দুঃখ-দুর্দশা। আর এই পুরো পথ অতিক্রম করেছেন কঠোর পরিশ্রম, সততা ও নিষ্ঠার সাথে। সেইসাথে ভাগ্যও মানুষের দোয়া সহায় হয়েছে এই পথে। বন্ধুর এই পথে বন্ধু হয়ে সব সময় সাপোর্ট করে গেছেন তার সহধর্মিনী রানো নেওয়াজ।

গত সোমবার (৯ জুন) সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্ক সিটির বিখ্যাত কুইন্স প্যালেসে এক অনুষ্ঠানে সংগ্রাম-সফলতার এই গল্প শোনান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন শাহ নেওয়াজ। লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২, নিউইয়র্ক-এর দ্বিতীয়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

এরিক অ্যাডামস

২০২৫ সালে শুটিং ও হত্যা অপরাধের সর্বনিম্ন রেকর্ড

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক সিটিতে ২০২৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসে বন্দুকধারী হামলা ও হত্যাকাণ্ডের হার সর্বনিম্নে নেমে এসেছে। শহরের প্রশাসন এবং পুলিশ অবৈধ অস্ত্র দমন ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নিরাপদ সড়ক, নিরাপদ মেট্রো ও নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে নিউইয়র্ক এখন দেশের সবচেয়ে নিরাপদ বড় শহর হিসেবে অবস্থান করছে।

সোমবার (০৯ জুন) জাতীয় বন্দুক সহিংসতা সচেতনতা মাসে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস কমিউনিটি অপ :এড-এ বন্দুক অপরাধের শিকারদের স্মরণ করেন। তিনি বলেন, "আমাদের প্রশাসন বন্দুক সহিংসতা নির্মূলের প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$775*
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 20874

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

নুতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
Khalil's Food
খলিল'স ফুড
khalilsfood.com
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food

M মতিন OTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
e-file
• Income Tax • Sales Tax • Corporate Tax • Partnership Tax
• Business setup • Payroll (W2, 1099) • All imigratoin Services • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: Hillsidetax21@gmail.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেভ $589+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • ট্রিপ এন্ড ফল • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com